রাজগুরু যোগী বংশ
বা
রুদ্রজ ব্রাহ্মণজাতির বিবরণ
শ্রীযুক্ত নবগোপাল বৈষ্ণব কবিরাজ গোস্বামী
সংকলক ঃ কবিরাজ শ্রী নবগোপাল বৈষ্ণব
শ্রীশ্রী চৈতন্য সেবাশ্রম লাইব্রেরী
বড়লেখা, মৌলভীবাজার, শ্রীহট্ট, বাংলাদেশ।

ওঁ

# রাজগুরু যোগীবংশ
# বা
# রুদ্রজ ব্রাহ্মন জাতির বিবরণ

প্রথম প্রনীত : শ্রী সুরেশ চন্দ্র নাথাচার্য্য
পোঃ লালা, জিলা ঃ কাছাড়,ভারত
৬ই আষাঢ়, ১৩৩৪ বাংলা

প্রকাশক : ডি, এম, মজুমদার
লালা সূর্যনাথ লাইব্রেরী

মুদ্রক : রজনীকান্ত নাথ
শঙ্কর প্রেস (কুমিল্লা)

বতর্মান সংকলক : কবিরাজ শ্রী নব গোপাল বৈষ্ণব
মুড়াউল, বড়লেখা, মৌলভীবাজার, সিলেট
বাংলাদেশ

প্রকাশকাল : ২/৯/১৪৩০৫ বাংলা
১৮/১২/১৯৯৮ ইং

প্রকাশিকা : শ্রীমতী মাধবী বৈষ্ণবী
মুড়াউল, বড়লেখা, মৌলভীবাজার, সিলেট
বাংলাদেশ

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীশ্রী চৈতন্য সেবাশ্রম লাইব্রেরী
মুলাউল., বড়লেখা, মৌলভীবাজার, সিলেট
বাংলাদেশ



মুদ্রণে : ফাইন টাইপ কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স
১, শাঁখারী বাজার, মন্দির মার্কেট (২য় তলা)
ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৭০.০০ টাকা মাত্র

## উৎসর্গ

পরমারাধ্য
**পিতৃদেব**
লালাপুর স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান-শিক্ষক
শ্রীনাথ (শিক্ষক)-সমিতির
সহ-সভাপতি
শ্রীযুক্ত সূর্যমণি নাথ মজুমদার মহাশয়ের
**শ্রীকর-কমলে**
অকৃতি অধম সন্তানের ভক্তি ও পূজার
দীন-পুষ্পাঞ্জলি।

সেবক
শ্রী সুরেশচন্দ্র নাথাচার্য্য

---

## উৎসর্গ

পরমপূজ্যপাদ
শ্রীশ্রী পিতৃদেব স্বর্গীয় নবীন চন্দ্র নাথ মহোদয় ও
পরম পূজনীয়া
শ্রীশ্রী মাতৃদেবী স্বর্গীয়া প্রেমময়ী দেবী মহোদয়ার
শ্রীকর যুগলে এই গ্রন্থখানা উৎসর্গ করিলাম।
পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমংতপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ।
যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।।

-স্নেহের নবগোপাল

## সূচীপত্র



# নিবেদন

রাজগুরু যোগিবংশ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ অল্পকাল মধ্যে নিঃশেষ হইবে, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। পুস্তকের আদর দেখিয়া ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল।

গ্রন্থখানি সঙ্কীর্ণ আকারে নিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা স্বত্বেও তাহা পারিলাম না। অভিমত প্রায় সম্পূর্ণভাবে মুদ্রিত করার দরুণ ইহার আকার ছোট করাও অসম্ভব। আরও অনেক কথা প্রকাশ করিবার ছিল, কিন্তু গ্রন্থের আকার অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে ব্যয়-বাহুল্য হইবে এবং পাঠকেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে। তজ্জন্য তাহা প্রকাশ করা হইল না। যদি স্বজাতি-সাধারণ এইরূপ পুস্তিকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, তবে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

গ্রন্থের আকার-বাহুল্য হেতু মুদ্রণ-ব্যয় অত্যধিক হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্র-গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিয়া তত্ত্বাদি সংগ্রহ করিতেও অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে। তজ্জন্য গ্রন্থের মূল্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক টাকা ধার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম।

মধ্যে মধ্যে অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে। তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে করি না। সুধী পাঠক দয়া করে শুদ্ধ করিয়া পড়িলে সুখী হইব।

এই গ্রন্থে যাঁহাদের অভিমত সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট এবং যে সকল গ্রন্থ হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে সেই সকল গ্রন্থকারগণের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ রহিলাম। এমন কি কোন কোন স্থলে তাঁহাদের ভাষার, ভাবের ও বর্ণনা-ধারার সাহায্য লইয়াছি। অসাবধানতা বশতঃ সকল স্থলে উদ্ধৃত অংশের গ্রন্থ নাম ও শ্লোকাঙ্ক দিতে পারি নাই এবং যাঁহাদের ভাব ভাষাও বর্ণনা-ধারার অনুসরণ করিয়াছি তাঁহাদেরও নামোল্লেখ করিতে পারি নাই। আশাকরি তজ্জন্য গ্রন্থকারগণ মার্জ্জনা করিবেন।

গ্রন্থের বিবরণ-সংগ্রহে কাছাড়বাসী আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর সহঃ সভাপতি, সুরমাভেলী যোগি-সম্মিলনীর সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্বশুর স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত দীননাথ লস্কর মোক্তার স্বজাতি গৌরব শ্রীযুক্ত লোচনমণি নাথ সমাজপতি সবরেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্রনাথ মজুমদার, (লালাঘাট বি, ও সির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র নাথ চৌধুরী এফ, টি, এস, শ্রীযুক্ত রুদ্রপ্রসাদ নাথ মজুমদার বি,এ, শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রমোহন নাথ শিক্ষক, এবং খুলনা-নিবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ এম, এইচ, এস, মহাশয়গণ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত লোচনমণি বাবু আমাকে অন্যান্য নানা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। বলিতে কি, তাঁহার সাহায্য না পাইলে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ চিরদিন বস্তাবন্দী হইয়া থাকিত। এই সকল হিতৈষী বন্ধুগণকে সবিনয় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম-এ, মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক ভূমিকা লিখিয়া দিয়া "রাজগুরু যোগিবংশ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণজাতির বিবরণ" কে গৌরবান্বিত ও আমাকে ধন্য করিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যে উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল, তাহার বিন্দুমাত্র সাধিত হইলে কৃতার্থ হইব। ইতি–

লালা কাছাড়।
৬ই আষাঢ় মঙ্গলবার, ১৩৩৪।

নিবেদক–
শ্রীসুরেশচন্দ্র দেবনাথাচার্য্য।

# ভূমিকা

রাজগুরু-যোগিবংশের" একটা ভূমিকা লিখিবার নিমিত্ত শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নাথাচার্য্য মজুমদার মহাশয় সন্নির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন। আমার লিখিত ভূমিকা দ্বারা তাঁহার পুস্তকের কি গুরুত্ব বৃদ্ধি হইবে বলিতে পারি না; তথাপি তাঁহার অনুরোধের মর্য্যাদা-রক্ষার্থ আমাকে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে হইতেছে।

দেশে একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে; সকল জাতিই এখন নিজ নিজ উন্নতি-সাধনে প্রয়াস পাইতেছে; দেশের পক্ষে ইহা মঙ্গলের লক্ষণ; ব্যষ্টির উন্নতিতেই সমষ্টির উন্নতি। যে সকল জাতির মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে এই জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল, যোগিজাতি তাহাদের অন্যতম। "রাজগুরু-যোগিবংশ" যোগি-জাতির জাগরণের ইতিহাস।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অনুসন্ধানের ফলে এক্ষণে প্রায় নিঃসন্দিগ্ধরূপেই জানা যাইতেছে যে, এতদ্দেশীয় যোগিজাতির আদিপুরুষগণ ধর্ম্মজগতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন; তাঁহারা একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েরও প্রবর্ত্তক ছিলেন; তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত নাথ-ধর্ম্ম বিশেষ বিস্তৃতি লাভও করিয়াছিল; এই নাথ-সম্প্রদায় এক সময়ে ভারতে গুরু-সম্প্রদায় বলিয়াই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং অনেক প্রবল-প্রতাপান্বিত নরপতিও তাঁহাদের শিষ্যত্ব লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। এসকল এখন ঐতিহাসিক সত্য, জাতিবিশেষের স্পর্দ্ধাজ্ঞাপক অমূলক উচ্ছ্বাস নহে। যোগিজাতির পূর্ব্বপুরুষগণের রচিত ধর্ম্ম-বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থরাজি এখনও একেবারে দুষ্প্রাপ্য হয় নাই; তাঁহাদের নামে প্রসিদ্ধ তীর্থ-মঠাদি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই; তাঁহাদের গৌরব-সূচক কিম্বদন্তীসমূহ এবং গান, দোহা প্রভৃতি এখনও একেবারে বিস্মৃতির অতলজলে নিমজ্জিত হয় নাই। কেবল ধর্ম্মজগতে নয়, সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাঁহারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সুবিজ্ঞ শাস্ত্রী-মহাশয় তাঁহার এক অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, প্রাচীনতম বাঙ্গলা-রচনা যাহা পাওয়া যায়, তাহা নাকি যোগিজাতিরই জনৈক মহীয়ান্ পূর্ব্বপুরুষের। প্রাচীন নাথগুরুগণের নিকটে সমগ্র হিন্দুজাতিও কম ঋণী নহেন।—জনৈক নেপাল-রাজের আহ্বানে মীন নাথ নেপালে যাইয়া তত্রস্থ্য বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়; বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে নাথগুরু গণের প্রভাব হিন্দুধর্ম্মের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিল বলিয়াও ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে।

কালের দুর্ল্লঙ্ঘনীয় নিয়মে এই সমুন্নত-জাতিরও অধঃপতন হইতে আরম্ভ হইল; অবশেষে কোনও এক ঘটনা উপলক্ষ্যে এই জাতি সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থাপিত হইল। বহুকাল এই ভাবে থাকার ফলে, স্বভাবতঃ যাহা হয়, যোগিজাতির ভাগ্যেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে এই জাতির আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-কলাপাদির প্রতি লক্ষ্য করিবেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন, এই অধঃপতিত অবস্থাতেও যোগিগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের শাস্ত্রীয় আচারাদি অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের নাথ-পদবী এখনও পূর্ব্বতন নাথগুরু-দিগের সহিত তাঁহাদের সংযোগ-সূত্ররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

বহুকাল যাবৎ যোগিজাতীয় লোকগণ স্বজাতির পূর্ব্বতন–গৌরবের কথাও জানিতেন না, নিজেদের বর্ত্তমান দুরবস্থাকেও দুরবস্থা বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যখন সর্ব্বপ্রথমে জাগরণের সাড়া পড়িল, তখনই তাঁহাদের পূর্ব্বতন ইতিহাসের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণের স্বতঃপ্রবর্ত্তিত ও রাজপুরুষগণের প্রবর্ত্তিত অনুসন্ধানের ফলেই এই জাতি-সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্বজাতি-হিতৈষী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নাথাচার্য্য মহাশয় অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে সেই সমস্ত তথ্যেরই কতকগুলি মাত্র তাঁহার পুস্তকে অতি নিপুণভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া স্বজাতির পরমোপকার সাধন করিয়াছেন। যোগিজাতি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে অনেক পুস্তকই প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই "রাজগুরু যোগিবংশের"ন্যায় তথ্যপূর্ণ পুস্তক আর প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থকার দীর্ঘজীবী হইয়া উত্তরোত্তর স্বজাতির মঙ্গলসাধন করুন, ইহাই শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

কুমিল্লা
১০/৩/১৩৩৪বাং

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।

## আমার কথা

ভুলরে ভুলরে ভুলরে আমার সকলি হইল ভুল আর্শি দিয়ে চেয়ে দেখি সাদা মাথার চুল।

—রবীন্দ্রনাথ

সুধী পাঠক মন্ডলী! এই গ্রন্থখানা ১৩৩৪ বাংলার আষাঢ় মাসেই সুরেশ চন্দ্র নাথাচার্য্য মহোদয় প্রনয়ণ করেন এবং লালা সূর্য্যনাথ লাইব্রেরী হইতে ডি, এন, মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও কুমিল্লা শঙ্কর প্রেস হইতে শ্রীরজনীকান্ত নাথ দ্বারা মুদ্রিত হয়। বর্তমানে এই গ্রন্থখানা বাংলাদেশে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় আমি পুনঃসংকলন করিলাম। সুধীবৃন্দ! আপনারা যদি ইহা পাঠ করে ইতিবৃত্ত অবগত হইয়া পূর্বস্মৃতির জাগ্রতের দ্বারা আপনাদের জীবনের বিশেষ মাঙ্গলিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ-করে উপকৃত হোন, তাহলে আমি আমার কষ্টজনক, ব্যয়বহুল কাজের জন্য সাফল্যমন্ডিত ও কৃতার্থ হইয়াছি বলে মনে করিব। আর কবিগুরুর একটি ছোট বাণী দিয়ে আমার কথাটি ব্যক্ত করার চেষ্টা করছিলাম। এই গ্রন্থখানায় উল্লেখ্য ঐতিহাসিক নায়করা, কথায় কিভাবে ভুলত্রুটি করিয়াছেন কি না ? বইখানা পাঠ করিলেই আপনাদের সুচিন্তিত সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা অনুভব করিতে পারিবেন।

অতএব, যদি আপনারা মনে করেন প্রাচীন নেতৃবৃন্দ ভুল করিয়াছেন। যার ফলে এই বাংলাদেশে, এই জাতীর দুর্গতি, দুদর্শার অন্ত নেই, তাই আমরা ভবিষ্যতে যেন এমনতর ভুল না করি এবং আমরা সঠিক পথে পরিচালিত হইতে পারি এই আশা নিয়েই আমি এই গ্রন্থখানা পুনঃসংকলন করতে প্রয়াস পাইলাম। বর্তমানে আমার বয়স ৭২ উত্তীর্ণ হইবার পথে চলিয়াছে। যদি আমার জীবনে কুলায় তাহলে এই গ্রন্থখানার উপরে একটা সমালোচনা প্রনয়ণ করার ইচ্ছা রহিল। উক্ত কার্য্য সফল করার জন্য আপনাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। ইতি

তাং- ২/৯/১৪০৫ বাং
১৮/১২/১৯৯৮ ইং

নিবেদক
সংকলক
কবিরাজ শ্রী নবগোপাল বৈষ্ণব।

# রাজগুরু যোগিবংশ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণজাতির বিবরণ।

## প্রথম অধ্যায়

## যোগি-জাতির উৎপত্তি-বিবরণ

বিভিন্ন স্রষ্টা ব্রাহ্মণাদি জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন মতে পরমপুরুষ ভগবান্ হইতে, কোন মতে মনু প্রজাপতি প্রভৃতি হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে* । জাতিসমূহের এরূপ বিভিন্নরূপ উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ তাহাতে আস্থা স্থাপন করেন নাই এবং তজ্জন্য তাঁহারা এক মৌলিক আর্য্যজাতি হইতে গুণ-কর্ম্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণাদি জাতির শ্রেণীবিভাগ কল্পনা করিয়াছেন। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের মধ্যে কেহ কেহ এবিষয়ে সন্দিহান হওয়ায় আদি সৃষ্ট এক ব্রাহ্মণজাতি হইতেই বিভিন্নজাতির উত্থান স্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলে ব্রহ্মাদি স্রষ্টাগণ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া যে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কি মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে?

একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে আমাদের শাস্ত্রের বিভিন্ন উৎপত্তি-বর্ণনার কোনটীই অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে। পরমপিতা ভগবান স্বয়ং নিষ্ক্রিয়, তিনি প্রথমেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নামে তিনজন গুণাবতার সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের উপর যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কার্য্যভার অর্পণ করেন। ইহারা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেও স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে উৎপন্ন বলিয়া সৃষ্টি-ক্ষমতাও লাভ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রেও তাঁহাদিগকে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্ত্তারূপে বহু স্থলে বর্ণিত দেখা যায়। তাঁহাদের সৃষ্টি ক্ষমতা না থাকিলে কখনই এরূপ বৃথা বর্ণনা শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হইত না। সুতরাং তাঁহারা স্বয়ং-কার্য্য করিবেন, ইহা অসম্ভব নহে। শুধু তাঁহারা কেন, পুলস্ত্যাদি প্রজাপতিগণ, কশ্যপাদি ঋষিগণ, রুদ্রগণ, বীর ভদ্রাদি ভৈরবগণকেও স্থাবর-জঙ্গমাদির সৃষ্টি কারকরূপে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টি-বৃদ্ধিই আদিতে ভগবানের একমাত্র অভিপ্রেত ছিল। তাই ব্রহ্মা ব্যতীত অপরাপর অনেককেই সৃষ্টি-কার্য্যের ক্ষমতা দিয়া ব্রহ্মার সহায়ক করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব। প্রত্যেক স্রষ্টার সৃষ্টির উত্তম মধ্যম অধমাদি স্তর বিভাগ থাকা সম্ভব। উত্তম-গুণ-বিশিষ্ট সৃষ্টি ব্রাহ্মণ, তদপেক্ষা হীন গুণসম্পন্ন সৃষ্টি ক্ষত্রিয় তদপেক্ষা হীন, গুণসম্পন্ন সৃষ্টি বৈশ্য, এবং অধম গুণবিশিষ্ট সৃষ্টি শূদ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে ইহা স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণাদি বিভাগ গুণ-কর্ম্মানুয়ায়ী কল্পিত একটা প্রাথমিক আদর্শ শ্রেণী-বিভাগ মাত্র। প্রত্যেক স্রষ্টার সৃষ্ট মানবগণ। উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট গুণ-কর্ম্মানুসারে এই সকল শ্রেণী-বিভাগের কোন না কোন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন।

আমরা দেখিতে পাই, শিল্পীগণ যে সকল দ্রব্যজাত প্রস্তুত করেন, তাহার যে গুলি উত্তম কারুকার্য্যবিশিষ্ট হয়, সে গুলি প্রথম শ্রেণীতে রাখেন। যে গুলি অপেক্ষাকৃত হীন কারুকার্য্য-বিশিষ্ট হয়, সে গুলি দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাখেন। এইরূপে কারুকার্য্যের তারতম্যানুসারে নির্ম্মিত দ্রব্যগুলি তৃতীয়াদি স্তরে বিভক্ত করেন। নানাপ্রকার আদর্শানুসারেও দ্রব্যের শ্রেণী-বিভাগ

* ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ, মৎস্যপুরাণ, "মহাভারত, মনুসংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, উৎকলখণ্ড, বাজসনেয়সংহিতা দ্রষ্টব্য।



হয়। এস্থলে প্রথমাদি শ্রেণী-বিভাগ আদি-কল্পনা বটে এবং নির্ম্মিত দ্রব্যগুলিকে নির্ম্মাণ-কার্য্যের তারতম্যানুসারে বা বিভিন্ন আদর্শানুসারে এই সকল শ্রেণীতে বিভক্ত করা পরবর্ত্তী বিবেচনাধীন কার্য্য বটে। এক জাতীয় বা বিভিন্ন জাতীয় শিল্পীর এক জাতীয় বা ভিন্ন জাতীয় নির্ম্মিত দ্রব্যগুলিই এইরূপে কারুকার্য্য বা আদর্শনুসারে প্রথমাদি শ্রেণতে ভিক্ত হয়। শিল্পী এক জাতীয় বা বিভিন্ন জাতীয় হইলেও–তাঁহাদের নির্ম্মিত দ্রব্যজাত এক জাতীয় বা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় হইলেও প্রত্যেকে আপনাপন দ্রব্যগুলির এইরূপে কারুকার্য্য বা আদর্শনানুসারে প্রথমাদি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। শিল্পী এক জাতীয় বা বিভিন্ন জাতীয় হইলেও প্রত্যেকে আপনাপন দ্রব্যগুলির গুণানুযায়ী বিভাগকে প্রথম দ্বিতীয়াদি একই প্রকার শব্দ দ্বারা অভিহিত করেন। সকল শিল্পীর প্রথম শ্রেণীর দ্রব্যজাত একত্র করিলে সে সকল দ্রব্যের সমষ্টি প্রথম শ্রেণীরই হইবে। তাহাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্রব্য একত্র করিলে সমষ্টি দ্বিতীয় শ্রেণীরই, এইরূপ তৃতীয়াদি শ্রেণীর দ্রব্য সম্বন্ধে ও বক্তব্য। বিভিন্ন স্রষ্টার উত্তম অধমাদি গুণানুযায়ী সৃষ্টি এই সাধারণ নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিটী সাধারণ আদর্শ নামে পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক স্রষ্টাই আপন উত্তম অধমাদি সৃষ্টিকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আদর্শ-নামে অভিহিত করিয়াছেন। বামদেব, মনু এবং পুলস্ত্যাদি প্রজাপতিগণ স্বীয় সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বগুণে যে সকল ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মার সৃষ্ট ব্রাহ্মণগণের সহিত সম-পর্য্যায়ভুক্ত ও সম-মর্য্যাদাসম্পন্ন কেন হইতে পারিবেন না, ইহার কোন সঙ্গত কারণ নাই। সুতরাং ক্ষত্রিয়াদির উৎপত্তি বিভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে হইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাইলেই তাহা একেবারে অসম্ভব বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ এক একটা আদর্শ নাম মাত্র। প্রত্যেক স্রষ্টা আপন সৃষ্ট জনগণকে গুণানুযায়ী এই সকল আদর্শের কোন না কোন আদর্শ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি জাতির বিভিন্ন স্রষ্টা হইতে উৎপত্তির এরূপ একটা মীমাংসা না করিলে শাস্ত্র-কারগণকে এইরূপ বর্ণনার জন্য মিথ্যাবাদী বা কল্পনা-প্রিয় বলিতে হয়। ত্রিকালদর্শী শাস্ত্রকারগণের উপর এইরূপ দোষারোপ করিতে পারা যায় না। এক আদর্শ জনগণের মধ্যে যাহারা গুণ-কর্ম্মানুসারে যোগ্যতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারাও পরবর্ত্তীকালে উচ্চতর আদর্শে স্থান পাইয়াছিলেন, এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য।

মৌলিক জাতি ব্যতীত সঙ্করবর্ণ সকলের অনেকের উৎপত্তি বর্ণনাও এইরূপ বিভিন্ন প্রকার দেখা যায়। ইহারও পূর্ব্বোক্তরূপ সামঞ্জস্য করা যায়। সঙ্করজাতির নামগুলির এক একটাকে এক একটা আদর্শস্থানীয় করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন মাতাপিতা হইতে জাত সঙ্কর-সন্তানকে মাতাপিতার সামান্য তারতম্য হইলেও উক্ত কোন না কোন একটী আদর্শ সঙ্কর-জাতিতে পরিগণিত করা হইয়াছে।

সুতরাং কোন জাতির বিভিন্নরূপ উৎপত্তি বিবরণ দেখিয়া তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলে শাস্ত্রকারগণের প্রতি ও তাঁহাদের উদ্দেশ্যের প্রতি নিরর্থক উপেক্ষা প্রকাশ করা হয়।

আদর্শ-ব্রাহ্মণ-জাতি মানবজাতির একটা শ্রেষ্ঠ বিভাগ। বিভিন্ন স্রষ্টার প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি এই আদর্শ-সমাজে স্থান পাইয়াছেন। ব্রহ্মার মানস হইতে জাত মানস পুত্রগণ এবং তাঁহার মুখ, কর্ণ, নেত্র, ললাট প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ হইতে জাত সন্তানগণ এই আদর্শ-ভুক্ত ছিলেন। ব্রহ্মার ললাট হইতে একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। যোগিজাতি সেই রুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া

তাঁহারাও আবহমান কাল ব্রাহ্মণ আদর্শে স্থান পাইয়াছেন। তাঁহারা একাদশ রুদ্রের প্রধানতম-মহারুদ্রের সন্তান। পুরাণাদিতে একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি বিভিন্নরূপ বর্ণিত হইলেও ভাগবত, পদ্ম-পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে একাদশ রুদ্রের প্রধান রুদ্র মহান ও তৎপত্নী কলা হইতে বিন্দুনাথের জন্ম এবং তাহা হইতে যোগধর্ম্মপরায়ণ শিব-পার্ষদযোগিজাতির বিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। বল্লালচরিত ও আগম-সংহিতাতেও রুদ্র হইতে ইহাদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। "চন্দ্রাদিত্যপরমাগম" নামক গ্রন্থের এক অধ্যায়ে ইহাদের উৎপত্তি বর্ণনা একটু ভিন্নরূপ দেখা যায়। তথায় ইহাদিগকে মহাদেবের বীর্য্যে সুধন্না-রাজকন্যা তপঃপরায়ণা সূর্য্যবতীর গর্ভে উৎপন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে। বেদশাস্ত্র পুরাণাদিতে মহাদেবকে মহারুদ্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাদেবও মহারুদ্রের অভিন্নত্ব সর্ব্বত্রই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের প্রধান রুদ্র মহানকে যদি মহারুদ্র (মহান্+রুদ্র=মহারুদ্র) ধরা হয় এবং তৎপত্নী কলাকে যদি সূর্য্যবতী ও তৎপুত্র যোগনাথকে যদি আগমসংহিতার আদিনাথ ধরা হয়, তবে "চন্দ্রাদিত্য-পরমাগমের" বর্ণনার সহিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তের ও আগমসংহিতার বর্ণনার একটা সমাঞ্জস্য করা যায়। নতুবা চন্দ্রাদিত্যের বর্ণনাকে অপ্রকৃত বর্ণনা বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়।

প্রাচীনতম পুরাণ ও স্মৃত্যাদিশাস্ত্রে যোগিজাতির কোন স্বতন্ত্র উৎপত্তি-বিবরণ না থাকাতে অনেকে ইহাদিগকে আধুনিক জাতি বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা আধুনিক জাতি নহেন। প্রাচীনতম বেদাদি গ্রন্থে ব্রাহ্মণাদি মৌলিক চারি জাতি ব্যতীত যে সকল জাতির উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে এই জাতি উল্লিখিত হন নাই। মৌলিক জাতিগুলির অনুলোম বিলোম সংমিশ্রণে যে সকল সঙ্করজাতির উৎপত্তি পরবর্ত্তী পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যেও যোগিজাতির উল্লেখ নাই। মন্বাদি গ্রন্থে সঙ্করবর্ণ ব্যতীত যে সকল হীনতর বাহ্য সঙ্করবর্ণের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যেও ইহারা ধৃত হন নাই। বাস্তবিক যোগিজাতি কোন সঙ্কর বা হীনতর বাহ্য জাতি নহে, তজ্জন্যই তাহারা এরূপ জাতির মধ্যে পরিগণিত হন নাই। তাঁহাদের আচরিত ব্রাহ্মণোচিত সদাচার, তপ স্বাধ্যায়, যোগচর্য্যা ও উচ্চজ্ঞানানুশীলন দেখিয়া কেহই তাঁহাদিগকে হীন বর্ণ বলিয়া বিবেচনা করেন নাই।

যোগিজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রগ্রন্থ ও পুরাণাদির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বঙ্গের পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রুদ্র হইতে যোগিজাতির উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। দুই এক জন গ্রন্থকার তাঁহাদের গ্রন্থে পরাশরসংহিতা ও বৃদ্ধশাতাতপের বচন উদ্ধৃত করিয়া যোগিজাতির ভিন্নরূপ উৎপত্তি দেখাইয়াছেন। প্রচলিত শাতাতপ ও পরাশরসংহিতার ঐরূপ কথা নাই। তজ্জন্য তাহা উদ্ধৃত হইলনা। চন্দ্রাদিত্যপরমাগমের বর্ণনা যদিও ভিন্নরূপ তথাচ সেই বর্ণনানুসারেও যোগীরা রুদ্রের সন্তান হন বলিয়া সেই বর্ণনা প্রদত্ত হইল। যে হেতু রুদ্র ও

---

* প্রাচানকালে যোগিগণ ব্রাহ্মণ-পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন। সেই জন্যই প্রাচীনতম পুরাণ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে ইহাদের স্বতন্ত্র কোন উল্লেখ নাই। স্বতন্ত্র উল্লেখের আবশ্যকতাও ছিল না। বিস্তৃত বিবরণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

(১) বিদ্যাবারিধির "জাতিতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।



মহাদেব একই ব্যক্তি বলিয়া বেদ, শাস্ত্র ও পুরাণকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন।

## ১। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বিবরণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের নবম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা বিশ্বসৃষ্টি-মানসে স্বীয় পত্নী সাবিত্রীতে বীর্য্যাধান করেন। সাবিত্রী দিব্য শতবর্ষ গর্ভধারণ করিয়া চতুর্ব্বেদ, বিবিধ-শাস্ত্র, ব্যাকরণ, রাগ, রাগিণী, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, বর্ষ, মাস, তিথি, দণ্ড, ক্ষণ, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, বার, পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, জয়া, বিজয়া, ষট্‌কৃত্তিকা, যোগ, করণ, ব্রাহ্ম, পদ্ম ও বরাহ নামক কল্পত্রয়, চতুর্বিধ প্রলয়, কাল, মৃত্যুকন্যা সর্ব্ববিধ ব্যাধি প্রসব করিয়া স্তন্যদান করেন। অতঃপর বিধাতার পৃষ্ঠদেশ হইতে ধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করেন। তাহার বামপার্শ্ব হইতে তৎকামিনী অলক্ষ্মী জন্ম গ্রহণ করেন। শিল্পী শ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মাও মহাবল পরাক্রান্ত অষ্টবসু তাহার নাভিদেশ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপর বিধাতার মানস হইতে ব্রহ্মতেজোময় পঞ্চবর্ষীয় শিশুতুল্য জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামে চারিটী পুত্র আবির্ভূত হন। তৎপর তাঁহার মুখ হইতে রূপবতী স্ত্রী শতরূপাসহ ক্ষত্রিয়গণের বীজতুল্য দিব্যরূপধারী কনকপ্রভ শ্রীমান সায়ম্ভুব মনু আবির্ভূত হইয়া বিধাতার আজ্ঞা পরিপালনার্থ তাঁহার সম্মুখে সস্ত্রীক দণ্ডায়মান হইলেন। বিধাতা হর্ষান্বিত হইয়া পুত্রগণকে সৃষ্টি বিস্তার কার্য্য করিতে বলিলে মনু ভিন্ন অপর সকলে তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণ পরায়ণ হইয়া তপস্যার্থ বনে প্রস্থান করিলেন; তাহাতে বিধাতা ক্রুদ্ধ হইলেন। কোপাসক্ত বিধাতার ব্রহ্মতেজে প্রজ্জলিত ললাটদেশ হইতে একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি হইল। তাঁহাদের একজনের নাম কালাগ্নিরুদ্র, তিনি নিখিলবিশ্বের সংহারকারক এবং তমোগুণান্বিত বলিয়া কথিত। ব্রহ্মা রজোগুণান্বিত এবং শিব ও বিষ্ণু সাত্ত্বিক-গুণান্বিত। গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ নিগুণ ও প্রকৃতিপর বটেন। অত্যন্ত অজ্ঞ মূর্খগণ শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ নির্ম্মল বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে তমোগুণান্বিত বলিয়া থাকেন। একাদশরুদ্রের অপর দশজনের নাম বেদে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, নামগুলি এই-মাহন্, মহাত্মা, মতিমান ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঋতুধ্বজ, উর্দ্ধকেশ, পিঙ্গলাক্ষ, রুচি ও শুচি,

চুকোপ হেতুনা তেন বিধাতা জগতাং পতিঃ।
কোপাসক্তস্য চ বিধের্জ্বলতো ব্রহ্মতেজসা।।১৮
আবির্ভূতা ললাটাচ্চ রুদ্রা একাদশপ্রভোঃ।
কালাগ্নিরুদ্রঃ সংহর্ত্তা তেষামেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।১৯
সর্ব্বেষামেব বিশ্বানাং স এব তামসঃ স্মৃতঃ।
রাজসশ্চ স্বয়ং ব্রহ্মা শিব বিষ্ণুশ্চ সাত্ত্বিকো।।২০
গোলোকনাথঃ কৃষ্ণশ্চ নির্গুণঃ প্রকৃতে পরঃ।
পরমাজ্ঞানিনো মূখা বদন্তি তামসং শিবম্।।২১
শুদ্ধস্বত্ত্ব স্বরূপঞ্চ নির্ম্মলং বৈষ্ণবাগ্রণীম্।
শৃণু নামানি রুদ্রাণাং বেদোক্তানি চ যানি চ।।২২

মহান্ মহাত্মা মতিমান্ ভীষণশ্চ ভয়ঙ্করঃ।

ঋতুধ্বজশ্চোর্দ্ধকেশঃ পিঙ্গলাক্ষো রুচিঃ শুচিঃ। ।২৩

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ব্রহ্মখণ্ডম্ ৮ম অঃ)।

তৎপর ব্রহ্মার দক্ষিণ কর্ণ হইতে পুলস্ত্য, বামকর্ণ হইতে পুলহ, দক্ষিণ নেত্র হইতে অত্রি, বামনেত্র হইতে ক্রতু, নাসিকারন্ধ্র হইতে অরুণী, মুখ হইতে অঙ্গিরা ও রুচি, বামপার্শ্ব হইতে ভৃগু, দক্ষিণ-পার্শ্ব হইতে দক্ষ, ছায়া হইতে কর্দ্দম, নাভি হইতে পঞ্চশিখ, বক্ষ হইতে বোঢ়, কণ্ঠদেশ হইতে নারদ, স্কন্ধদেশ হইতে মরীচি, গলা হইতে আপান্তরতম, রসনা হইতে বশিষ্ঠ, অধরোষ্ঠ হইতে প্রচেতাঃ, বাম কুক্ষি হইতে হংসী ও দক্ষিণ কুক্ষি হইতে যতি জন্মগ্রহণ করেন*। ব্রহ্মা এই সকল পুত্রগণকে সৃষ্টিকার্য্য করিতে বলিলে নারদ নানা কথায় সংসারাশ্রমের হেয়তা প্রতিপাদন করিয়া তাহাতে অস্বীকৃত হন এবং তজ্জন্য ব্রহ্মা কুপিত হইয়া তাহাকে অভিশপ্ত করেন।

অতঃপর ব্রহ্মা অপর পুত্রগণকে সৃষ্টিকার্য্যে আদেশ করেন। নারদ বিনা তাহারা সকলেই সৃষ্টিকার্য্য করিয়াছিলেন। মরিচীর মানস হইতে প্রজাপতি কশ্যপের জন্ম হইল। অত্রির নেত্র-মল হইতে ক্ষীরোদ সাগরে চন্দ্র জন্মিলেন। পুলস্ত্যের মানস হইতে মৈত্রাবরুণ উৎপন্ন হইলেন। মনু স্বীয় পত্নী শতরূপাতে আকুতি, দেবহূতি, প্রসূতি নামে তিন কন্যা এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ-নামে দুই পুত্র উৎপন্ন করেন। পরম ধার্ম্মিক ধ্রুব উত্তানপাদের তনয় হন। মনুকন্যা আকুতি রুচীকে, প্রসুতি দক্ষকে ও দেবহূতি কর্দ্দমকে সম্প্রদান করা হয়। দেবহূতি ও কর্দ্দমের পুত্র কপিল। প্রসূতি হইতে দক্ষবীজে ষাটটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষ তাহাদের আটটী কন্যা ধর্ম্মকে, একাদশ কন্যা পূর্ব্বোক্ত একাদশ-রুদ্রকে, সতী-নামক কন্যা শিবকে, ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপকে, সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন। ধর্ম্মকে যে অষ্ট কন্যা দান করা হয় তাহাদের নাম,–শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, মতি ও স্মৃতি। শান্তির পুত্র সন্তোষ, পুষ্টির পুত্র মহান্, ধৃতির পুত্র ধৈর্য্য, তুষ্টির পুত্র হর্ষ ও দর্প, ক্ষমার পুত্র সহিষ্ণু শ্রদ্ধার পুত্র ধার্ম্মিক, মতির পুত্র জ্ঞান ও স্মৃতির পুত্র জাতিস্মর।

---

* পুলস্ত্যো দক্ষকর্ণাচ্চ পুলহো বামকর্ণতঃ।
দক্ষনেত্রাত্তথাত্রিশ্চ বামনেত্রাৎ ক্রতুঃ স্বয়ম্। ।২৪
অরুণী নাসিকারন্ধ্রাদঙ্গিরাশ্চ মুখাদ্রুচিঃ।
ভৃগুশ্চ বামপার্শ্বাচ্চ দক্ষো দক্ষিণপার্শ্বতঃ। । ২৫
ছায়ায়াঃ কর্দ্দমোজাতো নাভেঃ পঞ্চশিখস্তথা।
বক্ষসশ্চৈব বোঢ়ুশ্চ কণ্ঠদেশাচ্চ নারদঃ। । ২৬
মরীচিঃ স্কন্ধদেশাচ্চৈবাপান্তরতমো গলাৎ।
বশিষ্ঠো রসনাদেশাৎ প্রচেতা অধরোষ্ঠতঃ। । ২৭
হংসী চ বামকুক্ষেশ্চ দক্ষকুক্ষে র্যতিঃ স্বয়ম্।
সৃষ্টিং বিধাতুঃ স বিধিশ্চকারাজ্ঞাং সুতান্ প্রতি।
পিতুর্ব্বাক্যং সমাকর্ণ্য তমুবাচ স নারদঃ। । ২৮
(১) কাকচণ্ডীশ্বরাহ্বয় ইতি পাঠান্তরম্।
(১) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহাঁর নাম কলাবতি লিখিত আছে।



দক্ষের যে একাদশ কন্যা রুদ্রগণকে প্রদান করা হয়, সেই একাদশ রুদ্রপত্নীদের নাম, যথা–কলা, কলাবতী, কাষ্ঠা, কালিকা। কলহপ্রিয়া, কন্দলী, ভীষণা, রাস্না, প্রম্লোচা, ভূষণা ও শুকী ইহাদের শিবভক্ত বহুপুত্র হইয়াছিলো।

"নামানি রুদ্রপত্নীনাং সাবধানং নিবোধমে
কলা কলাবতী কাষ্ঠা কালিকা কলহপ্রিয়া। ।১৩
কন্দলী ভীষণা রাস্না প্রম্লাচা ভূষণা শুক্লী।
এতাসাং বহবঃ পুত্রা বভূবুঃ শিবপার্ষদাঃ ।১৪

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্ ব্রহ্মখণ্ডম্ নবমোহধ্যায়ঃ।)

এই বর্ণনা হইতে বুঝা গেল, মানব-সৃষ্টির সময়ে রুদ্রগণ ব্রহ্মার ললাট হইতে উৎপন্ন হন এবং তাঁহারা দক্ষ প্রজাতির এগারটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই পত্নীগণ হইতে বহু পুত্র উৎপন্ন হন। তাঁহারা সকলেই শিব-ভক্ত ছিলেন। এই রুদ্রগণ হইতেই যোগিজাতির উৎপত্তি চিরপ্রসিদ্ধ। বল্লাল-চরিতে এ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা আছে।

## ২। বল্লাল-চরিতের বিবরণ।

শ্রীযুক্ত গোপাল ভট্ট লিখিত, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক অনুদিত "বল্লাল-চরিত" নামক গ্রন্থে সর্ব্বজাতির উৎপত্তি-বিবরণ মধ্যে যোগিজাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে নিম্নরূপ লিখিত আছে,–

অথ সর্ব্বজাতিনামুৎপত্তিলিখ্যতে।

ব্রাহ্মণো মুখদেশাচ্চ বাহুদেশাচ্চ ক্ষত্রিয়াঃ।
উরুদেশাত্তু বৈশ্যাশ্চ পাদাচ্ছূদ্রাস্তু ব্রহ্মণঃ।
পুলস্ত্যো দক্ষকর্ণাচ্চ পুলহো বামকর্ণতঃ।
দক্ষনেত্রাত্তথাত্রিশ্চ বামনেত্রাৎ ক্রতুঃ স্বয়ম্।
রুদ্রা একাদশ চৈব ললাটাৎ ক্রোধসম্ভবাঃ।
বহবো রুদ্রজাঃ সর্ব্বে যোগধর্ম্মপরায়ণাঃ। ৩৯ ।৪৪
মনোশ্চ শতরূপায়াং তিস্রঃ কন্যাঃ প্রজজ্ঞিরে।
আকুতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিস্তাঃ পতিব্রতাঃ। ।৪৭
আকুতিং রুচয়ে প্রদাদ্দক্ষায় চ প্রসূতিকাম্।
দেবহূতিং কর্দ্দমায় যৎপুত্রঃ কপিলঃ স্বয়ম্। ।৪৯
দক্ষস্য ষষ্টিকন্যাশ্চ প্রসূত্যান্ত প্রজজ্ঞিরে।
অষ্টো ধর্ম্মায় প্রদদৌ রুদ্রায়ৈকাদশ ততঃ। ।৫০
শিবায়ৈকাং সতীনাম্নীং কশ্যপায় ত্রয়োদশঃ।
সপ্তবিংশতি কন্যাশ্চ দক্ষশ্চন্দ্রায় দত্তবান্। ।৫০ ।৫১
শৃণু নামানি রুদ্রাণাং তেষাং স্ত্রীণাং যথাক্রমম্।
মহান্ মহাত্মা মতিমান্ ভীষণশ্চ ভয়ঙ্করঃ।
ঋতুধ্বজ উর্দ্ধকেশঃ পিঙ্গলাক্ষো রুচিঃ শুচিঃ।

কালাগ্নি*রিতি, পত্নীনাম্তেষাং নাম হি লিখ্যতে। ।৫২ ।৫৩
সূর্য্যবতী প্রমোচা চ ভূষণা কলহ প্রিয়া।
কন্দলী ভীষণা রাস্না কাষ্ঠাকালী কলাশুকী। ।৫৪
রুদ্রজা যোগিনঃ সর্ব্বে তেষাং ভেদো হি লিখ্যতে।
কনফট্ অওঘড় মচ্ছেন্দ্রা শারঙ্গীহারকানিপা ঃ।
ডুরীহারাঘোপন্থী সংযোগী চ ভর্ত্তৃহরিঃ।
যোগিনাং সম্প্রদায়াহি চরন্তি ভারতে তথা। ।৫৬ ।৫৭
রুদ্রাণাং বহবঃ পুত্রাঃ শিবগোত্রাশ্চ পার্ষদাঃ।
বিস্তরেণ পুরাণে তু বর্ণিতাস্তে যথাক্রমম্। ।৫৮
মহারুদ্রাৎ সূর্য্যবত্যাং বিন্দুনাথো বভূব হ।
তয়োস্তদেযাগনাথাচ্চ নাথবংশঃ সুবিস্তৃতঃ।
মীনগোরক্ষাদিসিদ্ধাঃ সর্ব্বত্র সর্ব্ববিশ্রুতাঃ।
নাথজানাঞ্চ সর্ব্বেষাং নাথান্তং নামকীর্ত্তিতম্। ।৬০
শ্রীআদিনাথ-মৎস্যেন্দ্র-সারদানন্দ ভৈরবাঃ।
চৌরঙ্গী মীন গোরক্ষ বিরূপাক্ষ বিলেশয়াঃ।
মন্থানভৈরবো যোগী সিদ্ধবোধশ্চ কন্থড়ী।
কোরণ্ডকঃ সুরানন্দঃ সিদ্ধপাদশ্চ চর্পটী।
কণেরিঃ পূজ্যপাদশ্চ নিত্যনাথো নিরঞ্জনঃ।
কাপালী বিন্দুনাথশ্চ কাকচণ্ডীশ্বরো ময়ঃ (১)।
অক্ষয়; প্রভূদেবশ্চ ঘোড়াচুলী চ টিন্টিনী।
ভল্লাটির্নাগবোধশ্চ খণ্ডঃ কাপালিকস্তথা।
ইত্যাদয়ো মহাসিদ্ধা হঠযোগপ্রভাবতঃ।
খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডে বিচরন্তিতে। । ৬১-৬৫
ব্রহ্মাণীষু চ জাতানামশৌচঃ ব্রহ্মবৎ স্মৃতম্।
যোগিনাঞ্চ গৃহস্থানামশৌচং দশরাত্রকম্। ।১৩৯

বঙ্গানুবাদ-অনন্তর সকল জাতির উৎপত্তি বিবরণ লিখা যাইতেছে। *** ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, চরণ হইতে শূদ্র, দক্ষিণ কর্ণ হইতে পুলস্ত্য, বাম কর্ণ হইতে পুলহ, দক্ষিণ চক্ষু হইতে অত্রি, বাম চক্ষু হইতে স্বয়ং ক্রতু * * * এবং ক্রোধহেতু ললাট হইতে একাদশ রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। এই রুদ্রদিগের বহু পুত্র জন্মে, তাহারা সকলেই যোগধর্ম্মে নিরত হন ।৪৪। * * * শতরূপার গর্ভে মনুর, আকুতি, দেবহুতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পতিপরায়ণা ছিলেন * * * মনু রুচিকে আকুতি, দক্ষকে প্রসূতি, এবং কর্দ্দমকে দেবহুতি নামক দুহিতা প্রদান করিয়াছিলেন। * * * প্রসূতির গর্ভে দক্ষের ৬০ কন্যা জন্মে; তন্মধ্যে ধর্ম্মকে আটটী কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন; পরে রুদ্রদিগকে

(২) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহাঁর নাম কালিকা লিখিত আছে।



১১ টী, শিবকে সতী নামে একটী, কশ্যপকে ১৩ টী এবং চন্দ্রকে ২৭টী কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। রুদ্রগণ এবং তাহাদের স্ত্রীসকলের নামগুলি যথাক্রমে শ্রবণ কর, মহান্, মহাত্মা মতিমান্, ভীষণ, ঋতুধ্বজ, উর্দ্ধকেশ, পিঙ্গলাক্ষ, রুচি, শুচি ও কালাগ্নি; এক্ষণে তাঁহাদের পত্নীগণের নামগুলি লিখিত হইতেছে, সূর্য্যবতী (১), প্রমোচা, ভূষণা, কলহপ্রিয়া, কন্দলী, ভীষণা, রাস্না, কাষ্ঠা, কালী (২) ও শুকী। যোগিগণ সকলেই রুদ্র হইতে জন্মিয়াছেন; তাঁহাদের শ্রেণীবিভাগ লিখিত হইতেছে,-কনফট, অওঘড়, মচ্ছেন্দ্র, শারঙ্গীহার, কাণিপা, ডুরীহার, অঘোরপন্থী, সংযোগী (৩) ও ভর্ত্তৃহরি। যোগিজাতির এই সকল সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আছেন। রুদ্রদিগের অনেকগুলি পুত্র ও অনুচর ছিলেন; তাঁহারা সকলেই শিবগোত্রীয় (৪); তাহাদের বিষয় পুরাণে যথাক্রমে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহান্ রুদ্রের ঔরসে সূর্য্যবতীর গর্ভে বিন্দুনাথ (৫) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদিগের (মহান্ ও সূর্য্যবতীর) এবং সেই যোগনাথ (বিন্দুনাথ) হইতে নাথবংশ বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে। মীননাথ এবং গোরক্ষনাথ প্রভৃতি যোগসিদ্ধ পুরুষেরা সর্ব্বত্র সকলের পরিচিত। নাথবংশীয় সকল পুরুষেরই নামের শেষে "নাথ" শব্দ দিয়া তাহাদিগের নাম বলা হয়। (যোগী) আদিনাথ, (৬) মৎস্যেনাথ, (৭) সারদানন্দ নাথ, ভৈরব (৮) চৌরঙ্গী, (৯) মীননাথ, গোরক্ষনাথ, (১০) বিরূপাক্ষ, বিলেশয়, মন্থান ভৈরব, সিদ্ধবোধ, (১১) কন্থড়ী, কোরণ্ডক, সুরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চর্পটী, কণেরি, (১২) পূজ্যপাদ, নিত্যনাথ, নিরঞ্জন, কাপালী, (১৩) বিন্দুনাথ কাকচণ্ডীশ্বর, ময়, (১৪) অক্ষয়, (১৫) প্রভুদেব, ঘোড়াচুলী, (১৬) টিন্টিনী, ভল্লটি, (১৭) নাগবোধ, (১৮) খণ্ড, কাপালিক-এই সকল ব্যক্তি হঠযোগ (১৯) বলে বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ হইয়া যমদণ্ড খণ্ডনপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিয়া থাকেন। যে সকল জাতি ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত, তাহাদিগের ব্রাহ্মণের ন্যায় (দশরাত্রি) অশৌচ হয়; এবং গৃহস্থ যোগিদিগেরও দশরাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। (২০)

বল্লাল-চরিতে মানব-সৃষ্টির বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণেরই অনুযায়ী দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল দুই এক স্থানে সামান্য একটু ইতর বিশেষ আছে মাত্র। রুদ্রদের উৎপত্তি ব্রহ্মবৈবর্ত্তানুযায়ী, তাহাদের নামও অভিন্ন। তবে তাহাদের পত্নীগণের দুই জনের নামের একটু পার্থক্য দেখিতে

(৩) ইহাঁদিগকে আশ্রমী যোগী কহে। নেপাল, দেরাদুন, বহর, উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশে ইহাঁরা অধিকাংশ বাস করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশ ব্যতীত উক্ত কয়েক স্থানের যোগীরা পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে যজ্ঞসূত্র, যোগপট্ট ও রুদ্রাক্ষমালা ধারণ, গৈরিকবস্ত্র পরিধান ও ললাটে রক্তচন্দন লেপন করিয়া থাকেন এবং গুরুর ন্যায় সর্ব্বস্থানে পূজনীয় হইয়া আসিতেছেন। কেবল বঙ্গদেশীয় যোগীরা বল্লালের অন্যায় শাসনে অগত্যা যজ্ঞসূত্রাদি ত্যাগ করিয়া আচার ব্যবহারে নীচজাতির ন্যায় হইয়া গিয়াছিলেন (পুণরায় ইহাঁরা ক্রমশঃ যজ্ঞ সূত্রাদি গ্রহণ করিতেছেন,); কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও ইহাঁরা পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণবৎ দশরাত্রাশৌচ, অন্নপ্রাশন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার, পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে অন্নের পিণ্ড, সামবেদোক্ত কার্য্যানুষ্ঠান, স্বয়ং চণ্ডীপাঠ, শিবপূজা এবং শালগ্রাম-শিলা স্পর্শপূর্ব্বক তাঁহার পূজাও দেব-দেবীকে অন্নের ভোগাদি প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে ইঁহারা রাজসংসারে চাকরি, চিকিৎসা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যাদি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

(৪) যোগী মাত্রেই 'শিব'-গোত্র অথবা 'অনাদি'-গোত্র এবং যোগিনী অর্থাৎ যোগিদিগের স্ত্রী-মাত্রেরই 'কশ্যপ' গোত্র। শিব অথবা অনাদিগোত্রে প্রবর ৫টী-শিব, শম্ভু, সরজ, ভূধর, আপ্লুবৎ; কশ্যপগোত্রে প্রবর ৩টী-কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।

পাওয়া যায় মাত্র। পুরাণান্তর-অনুযায়ী রুদ্রদের ভিন্নরূপ নাম ও দেওয়া হইয়াছে। রুদ্র হইতে শিবভক্ত বহু রুদ্রসন্তানের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, আর অধিক অগ্রসর হন নাই। কিন্তু বল্লাল-চরিতকার বিশেষ ভাবে দেখাইয়াছেন যে, রুদ্র হইতে জাত সন্তানগণ শিবগোত্র ও শিবপার্ষদ এবং তাহারা সকলেই যোগধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাহাদের শ্রেণী–বিভাগও বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আরও বিশেষ ভাবে দেখাইলেন যে, রুদ্র গণের একতম মহান্ রুদ্রের ঔরসে রুদ্রপত্মীগণের একতমা সূর্য্যবতীর গর্ভে বিন্দুনাথের জন্ম হইয়াছে এবং তাহা হইতে নাথবংশের বিস্তার হইয়াছে। এবং বিন্দুনাথ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাদের নামের শেষে "নাথ" উপাধি লিখিত হয় এবং তাঁহারা দশরাত্র অশৌচ ধারণ করেন।

## ৩। আগম-সংহিতার বিবরণ**** ।

কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ব্রাহ্মণকুলতিলক স্বর্গীয় ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তক সম্পাদিত "আগমসংহিতা"য় যোগিদের উৎপত্তি বিবরণ নিম্নরূপ লিখিত আছে,–

দেব্যুবাচ ঃ–

কো মাতা কথমুৎপন্নঃ কঃ পিতা কুত্র সম্ভব ঃ।
জাতিজন্ম ন জানামি কিংরূপেষ্যু চ যোগিষু।

(৫) ইঁহার দেহ ত্যাগ করিবার পর তাঁহার পুত্র আয়িনাথ (মতান্তরে আদিনাথ) পিতামহ ও মাঁতামহকে দেহসংস্কারের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে মহাযোগী মহারুদ্র বলিলেন; যোগিদেহের সমাজ দিতে হইবে ; কিন্তু মহামুনি কশ্যপ বলিলেন, তাহা নহে, বিন্দুনাথ সংসার-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার দেহ অগ্নিসংস্কারে সংস্কৃত হইবে। তখন আয়িনাথ তাঁহার মাতা কৃষ্ণার অনুমতি লইয়া দেবর্ষি নারদকে আনাইয়া এই সমুদয় বিবরণ জ্ঞাত করান ; তাহাতে তিনি, মহারুদ্র ও কশ্যপ উভয়ের সম্মান রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা করিলেন যে, মৃতদেহ প্রথমে মন্ত্রপূত করিয়া মুখাগ্নি করিবে, তাহার পর তাহার সমাজ হইবে। তদবধি নারদ গোস্বামীর ব্যবস্থাই যোগিদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে গঙ্গার গর্ভে তদভাবে শ্মশানে ও শিবালয়ের মধ্যে সমাজ দেওয়া হইত, এক্ষণে ইংরাজের রাজ্যে গঙ্গার গর্ভে সমাজ দেওয়া রহিত হওয়ায় অধিকাংশ স্থলেই কশ্যপমুনির ব্যবস্থাই চলিতেছে, অর্থাৎ মন্ত্রপূত করিয়া মুখাগ্নির পর দেহ ভস্ম করা হয়।

(৬) আদিনাথ স্বয়ং মহাদেব। ইঁহা হইতে নাথবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। বিন্দুনাথের এক পুত্রের নামও আদিনাথ (মতান্তরে আয়িনাথ)।

(৭) মৎস্যেন্দ্র নাথ আদিনাথের শিষ্য। ইনি পূর্ব্বে মৎসরূপী ছিলেন, আদিনাথ কর্ত্তৃক পার্ব্বতীর নিকট বর্ণিত যোগোপদেশ শুনিয়া স্থিরভাবে থাকাতে আদিনাথ তাঁহাকে জল দ্বারা প্রেক্ষিত করেন। তাহাতেই তিনি দিব্যকায় লাভ করেন এবং সিদ্ধ হন।

(৮) গ্রন্থান্তরে শাবর ও আনন্দভৈরব এইরূপ পাঠভেদ ও পদচ্ছেদ দেখা যায়।

(৯) চৌরঙ্গী প্রথমে হস্তপাদহীন ছিলেন, পরে মৎস্যেন্দ্রনাথের কৃপায় হস্ত ও পদ প্রাপ্ত এবং সিদ্ধ হন।

(১০) গুরু গোরক্ষনাথ আদিনাথের পৌত্র এবং মৎস্যেন্দ্র নাথের পুত্র বলিয়া খ্যাত। কিন্তু বস্তুতঃ শিষ্য বলিয়াই প্রসীদ্ধ। ইনি হঠযোগ বিষয়ে চারিটী উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

(১১) মতান্তরে সিদ্ধি ও বুদ্ধ নামে দুইজন সিদ্ধপুরুষ।

(১২) মতান্তরে কানেরী।

(১৩) মতান্তরে কপালী।

(১৪) কেহ কেহ ময়-নামক কোন সিদ্ধ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

(১৫) মতান্তরে অল্লাস।



ঈশ্বর উবাচ– ঈশ্বরাদুদ্ভবো যোগী রুদ্রা একাদশৈ ব চ।
প্রধানশ্চ মহাযোগী পুত্রশ্চ বিন্দুনাথকঃ।
অস্য পুত্র আইনাথো রুদ্রকুল-প্রকাশক ঃ।
সিদ্ধায়ে গোরক্ষনাথশ্চ মীননাথ স্তথৈত্তম ঃ।
ছায়ানাথো ভবেৎ তস্য সত্যনাথ প্রকাশিত ঃ।
কশ্যপ-দুহিতা কৃষ্ণা বিন্দুনাথে সমপিতা।
ত্রিদণ্ডী, যোগপট্টঞ্চ, তথা যোগী বিবাররেৎ।
যোগিনাং ভস্ম গাত্রে চ ললাটে চার্দ্ধচন্দ্রকম্।
রক্তবস্ত্রপরিধানং যোগচিন্তা ভবেদ্ ধ্রুবং।
নাথস্তেষাং গুরুপ্রোক্ত শ্চিন্তয়েৎ পরমং গুরুং।
পরাপরগুরুস্তংহি পরমেষ্ঠিগুরুস্তথা।
রক্তবস্ত্রং সমালোক্য ন তত্ত্বং কুরুতে যদি।
নিশ্চিতং পাতকে ঘোরে চ্যুতো ভবতি দুর্ম্মতিঃ।
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি ততোধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী পরেশ্বর ঃ।
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
নাম যোগী পঞ্চ বিপ্রা যোগ যোগী সহস্রশঃ।
বিন্দুনাথো মম কায়ঃ তস্মাৎ যোগী নিরঞ্জনঃ।
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
অনাদি নিধনঃ কালো যোহষ্ট যোগরতশ্চহ।

(১৬) মতান্তরে ঘোড়াচোলী।

(১৭) মতান্তরে ভালুকী।

(১৮) মতান্তরে নারদেব।

(১৯) প্রাণায়াম প্রভৃতি ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার–লাভ করাকে হঠযোগ বলে। হঠপ্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে ইঁহার প্রক্রিয়াসকল লিখিত আছে।

(২০) ব্রাহ্মণজাতীয় মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন সন্তানের অশৌচ দশদিন। ব্রাহ্মণজাতীয় মাতা ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র জাতীয় পিতা হইতে উৎপন্ন সঙ্কর-সন্তানেরও মাতৃজাত্যুক্ত দশদিন অশৌচ যোগী জাতির অশৌচ দশদিন উক্ত হইয়াছে বলিয়া তাহারা সঙ্কর নহে। যেহেতু দশ দিন অশৌচ পালনকারী সকলেই সঙ্কর হয় না; এরূপ হইলে দশদিন অশৌচ পালনকারী ব্রাহ্মণ মাতাপিতা হইতে জাত সন্তানকেও সঙ্কর বলিতে হয়। উক্ত শ্লোকের "চ" শব্দ দ্বারা সঙ্করবর্ণ হইতে যোগিদের পার্থক্য সূচিত হইতেছে। ব্রাহ্মনীর গর্ভজাত সঙ্করবর্ণের অশৌচ দশদিন এবং এতদ্ব্যতীত গৃহস্থ যোগিদিগের অশৌচ ও দশদিন ইহাই উক্ত শ্লোকের বর্ণনার বিষয়। গ্রন্থকার রুদ্র ও রুদ্র-পত্মীগণ হইতে যে জাতির উৎপত্তি বর্ণনা করিলেন তাহারা সঙ্করবর্ণ হইতে পারেন না।

×××× আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ কৃত "তন্ত্রসার" নামক একখানি প্রামাণিক গ্রন্থের প্রাণতোষিণী নাম্নি টীকার মধ্যে "আগমসংহিতা"র উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, আগমসংহিতা নামে একখানি গ্রন্থ পূর্ব্বকাল হইতেই ছিল। ইহার মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই।

পূর্ব্বস্মাৎ স্থুল সূক্ষ্মশ্চ এতন্নাম যোগী ভবেৎ।

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

অনাদি গোত্র যোগী চ উৎপত্তী রুদ্রকুলকে।

তত্রৈব শিবগোত্রস্য কাশ্যপ গোত্রে বিবাহিতং।

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

ইত্যেবং হি প্রকারেণ নাথবংশে নরোত্তমঃ।

সিদ্ধ-রুদ্রো মহাযোগী প্রাভবন্ যতি জাপকাঃ।

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

জন্তুনাং মানবঃ শ্রেষ্ঠ স্তচ্ছ্রেষ্ঠোহি দ্বিজোত্তমঃ।

দ্বিজশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মচারী তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো দণ্ডী ভবেৎ।

তচ্ছ্রেষ্ঠঃ পরমহংস স্তচ্ছ্রেষ্ঠোহি সন্ন্যাসিকঃ।

তচ্ছ্রেষ্ঠো যোগ যোগী চ তত্ত্বত্বং কথায়ামি তে।

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

যোগং করোতি যোগী যঃ তপস্যাং সন্যাসী তথা।

অষ্ট প্রকারা যোগাঃ চ সংসারে সাধনোত্তমাঃ।

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

যোগি দেহং ভস্মং কৃত্বা সো যোগী নরকং ব্রজেৎ।"

অনুবাদ ঃ- দেবী কহিলেন, -যোগিদের মাতা, পিতা, কে, কোথায় কিরূপে তাহাদের জন্ম আমাকে বলুন।

মহাদেব তদুত্তরে বলিলেন,-ঈশ্বর হইতে যোগধর্ম্মপরায়ণ একাদশ জন রুদ্রের জন্ম হয়। তাহার প্রথম রুদ্রের নাম মহান্, তাহার পুত্র বিন্দুমাত্র। বিন্দুনাথের পুত্র আইনাথ বা (আদিনাথ)। ইনি রুদ্রকুলের প্রকাশক। এই বংশে গোরক্ষনাথ, মীননাথ, ছায়ানাথ, সত্যনাথ প্রভৃতি সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জন্ম হয়। কশ্যপ মুনির কন্যা কৃষ্ণাকে বিন্দুনাথ বিবাহ করেন। যোগিগণ ত্রিদণ্ডী ও যোগপট্ট ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা গায়ে ভস্ম মাখেন, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করেন, রক্তবস্ত্র পরিধান করেন এবং যোগচিন্তারত থাকেন। নাথ তাঁহাদের গুরু, নাথগুরুর উপদেশে তাঁহারা পরমগুরুর চিন্তা করিয়া থাকেন। তাঁহারা পরাপরগুরু ও পরমেষ্ঠিগুরু।

যোগিদের রক্তবস্ত্র দেখিয়া যদি কেহ তাঁহাদের তত্ত্ব না লয় অর্থাৎ আদর অভ্যর্থনা না করে, তবে তাহার ঘোর পাতক হয়। *** যোগী তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মী হইতেও শ্রেষ্ঠ; সুতরাং 'যোগী' পরমেশ্বর তুল্য।

যিনি কেবলমাত্র 'যোগী' অর্থাৎ যিনি জন্ম-হিসাবে যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু যোগিকুলের কোন কাজ করেন নাই, তিনি পাঁচজন বিপ্রের সমান; আর যিনি যোগসাধন করেন



সেই যোগযুক্ত যোগী সহস্র বিপ্রের সমান। বিন্দুনাথ আমার কায় তুল্য; সুতরাং তিনি যোগী নিরঞ্জন তুল্য।

জন্তুগণের মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ। মানবের মধ্যে দ্বিজগণ শ্রেষ্ঠ ; দ্বিজ হইতে ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী হইতে দণ্ডী, দণ্ডী হইতে পরমহংস, পরমহংস হইতে সন্ন্যাসী, এবং সন্ন্যাসী হইতে যোগপরায়ণ যোগীই শ্রেষ্ঠ, এই তত্ত্ব আমি কহিলাম। যোগী যোগ-সাধনা করেন, সন্ন্যাসী তপস্যা করেন। অষ্টপ্রকার যোগ সংসারে উত্তম সাধনোপায় বটে। যোগিদের মৃতদেহ ভস্ম করিলে নরকগামী হইতে হয়।"

আগমসংহিতার বিবরণ হইতেও দেখা গেল, ঈশ্বর হইতে একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। এবং তাহাদের প্রধানতম রুদ্র মহাযোগী হইতে বিন্দুনাথের জন্ম হইয়াছে। এবং বিন্দুনাথের পুত্র আয়িনাথ বা আদিনাথ হইতে রুদ্রকুলের বিস্তৃতি হইয়াছে। আরও জানা গেল যে বিন্দুনাথ কশ্যপ-দুহিতা কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করেন। এবং তাঁহার বংশীয়গণ ত্রিদণ্ডী যোগপট্ট ধারণ এবং রক্তবস্ত্র পরিধানও গাত্রে ভস্ম লেপন করেন। এখানে একাদশ রুদ্রের সকলের নাম দেওয়া নাই। কেবল সর্ব্বপ্রধান রুদ্রের নাম মহাযোগী বলা হইয়াছে এবং তাহারা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছো। বল্লালচরিত্র ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যাঁহাকে মহান্ রুদ্র বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই আগমসংহিতাকার মহাযোগী (মহান+যোগী) বলিয়াছেন। রুদ্রগণের যোগধর্ম্মপরায়ণতা হেতু মহান্-রুদ্রের নামের শেষে যোগী শব্দ সংযোগ করিয়া মহাযোগী শব্দ উদ্ধৃত হইয়াছে-ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নিশ্চয়ই ঈশ্বরত্ব-গুণবিশিষ্ট ছিলেন, সেই জন্য তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও বল্লালচরিতের বর্ণনার সহিত আগমসংহিতার বর্ণনা মূলতঃ একই। এই আগমসংহিতায় যোগিজাতির অতি উত্তম মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য বিষয়ে নানা কথা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে সমুদয় উদ্ধৃত হইল না। গীতায় যোগীকে তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্ম্মী হইতে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। এ গ্রন্থেও তদ্রূপ বর্ণনা আছে। অধিকন্তু যোগিজাতিকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

## ৪। চন্দ্রাদিত্যপরমাগমের বিবরণ।

"কৈলাসোপবণে কর্হি পার্ব্বতী সহ শঙ্করঃ।

ভ্রমণেনাতুরী ভূত্বা বিশ্রম্য বটমূলকে।।

সুখাসীনা কদাচিত্তু দেবী প্রপচ্ছ শঙ্করং।

কথং যোগী ভবেদ্দেব যোগধর্ম্ম প্রকাশক ঃ।

এতন্মে কথ্যতাং সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো।।"

ঈশ্বর উবাচ-"শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধানাং যৎকৃতং ময়া।

যোগশাস্ত্র-প্রকাশার্থং তৎ সর্ব্বমকরোৎপুরা।।

বিশেষেণ যথা যোগী শৃণু ত্বং জগদীশ্বরী।

সূর্য্যবংশো ময়াসৃষ্টঃ স্থাবরা জঙ্গমাশ্চ যে।।

সূর্য্যবংশে মহামায়ে! সুধন্যশ্চাভবন্নৃপঃ।
সত্যকালে ধার্ম্মিকঃ স সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।।
তস্যাত্মজা সূর্য্যবতী সাপি শান্তবতী-ভবেৎ।
সুশীলা সুবৃত্তিঃ কন্যা শিবভক্তা শুভাননা।।
পিতুঃ স্থানেহবদৎ কন্যা শৃণুত্বং হি মহদ্বচঃ।
পতিস্বীকারং দেবেশে করিষ্যে মম মানসং।।
জগৎকর্ত্তা মহাদেবো নাম মৃত্যুঞ্জয়ো ধ্রুবম্।
মম গর্ভে তস্য বীর্য্যাৎ পুত্রঃ সমুদ্ভবেদ্ যদি।
তদা মে শরীরশুদ্ধি জীবনং সফলং ভবেৎ।।
রাজোবাচ–যন্মানসং কৃতং মাতঃ তৎ শৃণু ত্বং ব্রবীমি তে।
মহাদেবং সমুদ্দিশ্য তপস্ব দুহিতঃ! সদা।।
গৃহবাসং পরিত্যজ্য গচ্ছ ত্বংহি তপোবনং।
জপহোমৈ র্মহাদেবং হর্ষয়াঞ্জলি-কর্ম্মণা।
অবশ্যং জায়তে ভদ্রং আশুতোষো মহেশ্বরঃ।।
শ্রুত্বৈতদ্বচনং কন্যা জগাম সা তপোবনং।
শ্রীফলস্য বনং গত্বা জপহোমৌ কৃতৌ পুরা।।
জপ হোম পূজনৈশ্চ তুতোষ মাং প্রযত্নতঃ।
বভুব দর্শনং দেবি! ববন্দে মাং সযত্নতঃ।।
তব গর্ভে মম বীর্য্যাৎ যোগনাথো ভবিষ্যতি।
ইতি দত্ত্বা বরং তস্যৈ গতোহহং নিজমন্দিরং।।
কামাতুরাং সূর্য্যবতীং দদর্শাহং বনস্থিতাং।
যত্র তিষ্ঠতি সা কন্যা তত্র যাতো মুহুর্মুহুঃ।
মৃণালে·স্থাপিতং বীর্য্যমেকদা নর্ম্মদাতটে।।
দিনমকেং রাজকন্যা গতা চ নর্ম্মদাতটে।
সমূলং বৃন্তসহিতং বুভুজে সা চ কন্যকা।।
অতস্তু মম বীর্য্যাত্তু যোগনাথোহভবৎ পুনঃ।
বনমধ্যে সূর্য্যবত্যা উদরে যোগবৰ্দ্ধকঃ।।
সূর্য্যতুল্যো মহাতেজা রূপেণ পৃথিবী তলে।
কৃতাঙ্কতনয়া কন্যা জগাম মম সন্নিধৌ।।
সূর্য্যবতী উবাচ-
কন্যা প্রোবাচ হে দেব ত্রিপুরাসুর-ঘাতক।
অহং কুমারিকা নারী বিবাহো ন কৃতো ময়া।।



ন জানেহহং পুনঃ কস্য বীর্য্যাৎ কোহস্তি মমোদরেঃ
দেব দেব! মহাদেব! পতিশ্চ ন কৃতোময়া।।
যোগেশ্বর! মহাদেব! নাম মৃত্যুঞ্জয় স্তব।
কস্য বীর্য্যাৎ মম পুত্রো মহাদেব! ব্রবীষিমে।।
ঈশ্বর উবাচ–সূর্য্যবত্যা বচঃ শ্রুত্বা কথ্যতে যৎকৃতং ময়া।
আকর্ণয় রাজসূতে! ত্বং সৌভাগ্য-বিবৰ্দ্ধনে।।
পুত্রং দত্ত্বা মম স্থানে স্বস্থানে গমনং কুরু।
বরাননে বরং পুত্রং মম স্থাপয় সন্নিধৌ।।
ময়া চ রক্ষ্যতাং পুত্রো যোগশিক্ষা প্রদীয়তে।
আদৌ গায়ত্রীং জপ্তা চ মন্ত্রং জপ্তা ততঃ পরম্।
ত্র্যক্ষরতি মহামন্ত্র শ্চাগমোক্ত-বিধানতঃ।
গুপ্তমন্ত্রশ্চ দাতব্যো হরিণী দীর্ঘলোচনে।।
যোগনাথেতি সংজ্ঞা স্যাৎ দিব্যজ্ঞানোদয়ো ভবেৎ।
যোগী পরমহংসঃ স্যাৎ নির্ব্বাণ মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।
শিবতুল্যো ভবেদ্‌যোগী যোগেশ ইতি বিশ্রুতঃ।
পুত্রং দত্ত্বা রাজপুত্রী জগাম নিজমন্দিরং।।
শঙ্করেণ যোগনাথ উপদিষ্টঃ পরং তপঃ।
কৃত্বা সিদ্ধোহভবৎ ভক্ত্যা দ্বিতীয়-প্রমথাধিপঃ।।
দিনমেকং বদামি তং শৃণু সূর্য্যবতী-সুত।
·যোগেশ্বর! মন্ত্রসিদ্ধি স্তবাসীচ্ছ ন সংশয়ঃ।।
গচ্ছাবাসং গৃহাণ ত্বং যোগধর্ম্মং পরায়ণং।
মাতা যত্র স্থিতা যোগিন্ গচ্ছ ত্বং তত্র পুত্রক॥
অনুজ্ঞয়া যোগনাথো মাতুঃ সমীপমাগতঃ।
সনকো গৌতমো ব্যাসো বশিষ্ঠো নারদস্তথা॥
কাশ্যপেয়ো মুনিশ্রেষ্ঠঃ শ্রীফলেহস্মিন্ বনে স্থিতঃ॥
মার্কণ্ডেয়ো মহাযোগী শুকঃ সনাতন স্তথা॥
বিষ্কক্সেনো মুনিশ্রেষ্ঠঃ সনকো গৌতমাদয়ঃ॥
কাশ্যপেয়ো বশিষ্টশ্চ দেবতুল্যোব্যপহিতঃ॥
ব্যাসাদভূৎ শুকদেবঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
কশ্যপাদভবন্ পুত্রা বহ্বাদি মুনিপুঙ্গবাঃ॥
সুরতী নাম যা কন্যা যোগনাথ-বিবাহিতা॥
সা কন্যা শক্তিগৰ্ব্বা চ প্রাদুরাসীৎ সুলক্ষণা॥
মমাজ্ঞয়া যোগনাথো বিবাহমকরোৎ পুরা।
তস্যাঃ গর্ব্বেহভবন্ পুত্রা আদিনাথাদি ষোড়শঃ॥

আদিনাথ- মীননাথ- সত্যনাথ-সচেতনাঃ ।
কপিলো নানকশ্চৈব ষড়েতে গৃহবাসিনঃ ।
গিরি- পুরী-ভারত্যাদি- শৈলনাগা সরস্বতী-
রামানন্দী-শ্যামানন্দী-সুকুমারাচ্যুতো স্তথা ।
এতে দশ গৃহং ত্যক্তা ভ্রমন্তি দিগ্‌দিগন্তরং ।
যোগনাথাৎ সমুৎপত্ত্যা যোগীত্যাখ্যাং বিলেভিরে ॥
ত্রিশূলং ডমরুং কৈশ্চিৎ ধ্রিয়তে রক্তচেলকং ।
বিভূতি-ভূষিতাশ্চৈব নাদ-যজ্ঞোপবীতকাঃ ।
কুণ্ডলং ধ্রিয়তে কেন পানপাত্রং কৃতং করে ॥
যত্নবান্ গৃহবাসেষু বিপ্রবদাগমাদিষু ॥
'বিপ্রইব মহাযোগী দেবকার্য্যরতঃ সদা ।
বঙ্গভূমি- প্রবাসস্য বহব স্তস্য পুত্রকাঃ ।
তত্র যোগী সদানন্দো মহাদেব- প্রিয়ঙ্করঃ ।
পুর্ব্ববাসং পরিত্যজ্য যোগপট্টস্য ধারকঃ ।
বপুর্বিভূতিভূষশ্চ শৃঙ্গশ্চ ডমরুং তথা ।
সর্ব্বস্মাদুত্তমো যোগী গুরুর্ভবতি নিশ্চিতং ॥"
(ইতি চান্দ্রাদিত্য- পরমাগম,দ্বাবিংশতিতমোহধ্যায় ।)

অনুবাদঃ– একদা পার্ব্বতী কৈলাস পর্ব্বতের উপবনে মহাদেবের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ এক বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তথায় সুখাসীন হইয়া বিগতক্লান্তি হইলে পর পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। 'মহাদেব! যোগধর্ম্ম প্রকাশক যোগিজাতির জন্ম কিরূপে হইল, তাহা আমাকে সবিশেষ বলুন, শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।" তদুত্তরে মহাদেব কহিলেন, দেবি! সিদ্ধদের সম্বন্ধে এবং যোগধর্ম্ম প্রকাশ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বেই আমি সমস্ত বিধান করিয়াছি; এক্ষণে বিশেষ করিয়া বলিতেছি শুন, স্থাবরজঙ্গমাত্মক জীবসকল এবং সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণকে আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। হে মহামায়ে! সত্যযুগে সূর্য্যবংশে সুধন্য নামে ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এক নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। তাহার শান্তস্বভাবা সুশীলা, সুবুদ্ধিমতী, শিবভক্তিমতী সূর্য্যবতী নামে এক সুন্দরী কন্যা জন্মে। একদা এই কন্যা পিতার নিকট গিয়া কহিল, 'হে পিত ঃ! দেবাদিদেব মহেশ্বরকে পতিত্বে বরণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে। মহাদেব জগৎকর্ত্তা এবং মৃত্যুঞ্জয়। আমার গর্ভে মহাদেব- কর্ত্তক সন্তান উৎপন্ন হইলে, আমার শরীর-শুদ্ধি ও জীবন সফল হইবে।' রাজা কন্যার বচন শুনিয়া কহিলেন 'বৎসে, তুমি গৃহবাস পরিত্যাগ করতঃ অরণ্যে গিয়া জপ হোম ও পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা মহাদেবের পূজা ও তাঁহার উদ্দেশ্যে তপস্যা কর; তাহা হইলে আশুতোষ মহেশ্বর অবশ্য তোমার মঙ্গল বিধান ও মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন।' পিতার বচন শুনিয়া সূর্য্যবতী শ্রীফলের তপোবনে গমন করতঃ জপ, হোম ও পূজা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। আমি তাহাকে দর্শন দিয়াছিলাম এবং সে যত্ন পুর্ব্বক আমার বন্দনা করিয়াছিল। "আমার বীর্য্যে তোমার গর্ভে যোগনাথ নামক পুত্র উৎপন্ন



হইবে।" সূর্য্যবতীকে এই বর দিয়া আমি নিজস্থানে প্রত্যাগমন করিলাম। তপোবনস্থিতা মৎপরায়ণা সূর্য্যবতীকে আমি মধ্যে মধ্যে দেখিতে যাইতাম। একদা নর্ম্মদাতটে পদ্মপত্রে আমার তেজ স্থাপন করিলাম। একদিন রাজকন্যা উক্ত পদ্ম-পত্রদ্বারা জলপান কালে আমার উক্ত তেজ পান করে। তাহাতে আমার তেজে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী যোগনাথের জন্ম হয়। উক্ত পুত্রকে অঙ্গে ধারণ করিয়া সূর্য্যবতী আমার নিকটগিয়া বলিল, হে ত্রিপুরাসুরঘাতক দেব, আমি কুমারী কন্যা, আমার বিবাহ হয় নাই,কাহাকে বিধিমতে এখনও পতিত্বে গ্রহণ করি নাই, তবে এ পুত্র কি প্রকারে, কাহার বীর্য্যে আমার গর্ভে উৎপন্ন হইল, আমাকে বলিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করুন। সূর্য্যবতীর কথায় আমি যাহা করিয়াছিলাম তাহা বলিলাম। তারপর তাহাকে বলিলাম, হে ভাগ্যবতী, আমার বরপুত্রকে আমার নিকট রাখিয়া যাও। আমি তাহাকে রক্ষা করিব ও যোগশিক্ষা দিব। প্রথমে গায়ত্রী প্রদান করতঃ আগমোক্ত বিধানে ত্র্যক্ষরীমন্ত্র ও গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষিত করিব। ইহার নাম যোগনাথ হইবে, তাহার দিব্যজ্ঞানোদয় হইবে। যোগনাথ যোগী, পরমহংস ও আমার তুল্য হইয়া নির্ব্বান-মোক্ষ লাভ করিবে। রাজপুত্রী ইহা শুনিয়া পুত্রকে আমার নিকট রাখিয়া গেল এবং আমাকর্ত্তৃক যোগনাথ পরমযোগে উপদিষ্ট হইয়া পরমসিদ্ধ ও দ্বিতীয় প্রমথাধিপতুল্য হইয়াছিল। তাহার পর আমি যোগনাথকে তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে জানাইয়া তাহাকে গৃহে মাতৃসকাশে যাইতে অনুজ্ঞা করিলাম। যোগনাথ আমার আদেশে গৃহে গিয়া পরে মাতার তপোবন শ্রীফলের বনে গেলেন। তথায় সনক,গৌতম, ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ, কাশ্যপেয়, মার্কণ্ডেয়, মহাযোগী শুক, সনাতন, বিষ্ককসেন প্রভৃতি মহাত্মগণের সহিত মিলিত হইলেন। কশ্যপ হইতে বক্ষাদি মুনিগণের উৎপত্তি হয়। কশ্যপের সুরতী নাম্নী কন্যাকে যোগনাথ বিবাহ করেন। সেই কন্যা শক্তিগর্ভা এবং সুলক্ষণা ছিল। আমার আজ্ঞায় এই বিবাহ হয়। সেই কন্যার গর্ভে যোগনাথের আদিনাথাদি ষোলটী পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে আদিনাথ, মীননাথ, সত্যনাথ, সচেতননাথ, কপিলনাথ, নানক নাথ এই ছয়জন গৃহবাসী ছিলেন। আর গিরিনাথ, পুরী-নাথ, ভারতীনাথ, শৈলনাথ, নাগনাথ, সরস্বতীনাথ, রামান্দনাথ, শ্যামানন্দীনাথ, সুকুমারনাথ, অত্যুতনাথ এই দশজন গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া দিগদিগন্তর ভ্রমণ করিতেন। যোগনাথ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহারা 'যোগী' এই আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ত্রিশূল, ডমরু, রক্তবস্ত্র, বিভূতি,যজ্ঞোপবীত ও নাদ ধারণ করিতেন,কেহ কেহ কর্ণে কুণ্ডল ও হাতে পানপাত্র (কমণ্ডলু)ধারণ করিতেন। কেহবা ব্রাহ্মণবৎ আগমাদি- বিহিত কার্য্যে ও গৃহবাসে যত্নবান ছিলেন। বিপ্রতুল্য মহাযোগী বেদাদি-কার্য্যে রত ছিলেন। বঙ্গভূমিতে তাঁহার বাস ছিল এবং তাঁহার বহু পুত্র ছিল। তাহার পুত্রগণের মধ্যে- মহাদেবের প্রিয়ভূত সদানন্দ- নাথ পূর্ব্ববাস পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপুরে বাস করিয়াছিলেন। তিনি যোগপট্টধারী, বিভূতি- ভূষিতদের, দণ্ড কমণ্ডলু হস্ত অসি, পাশ, শৃঙ্গ, ডমরু, ও খট্টাঙ্গধারী ছিলেন। তিনি সর্ব্বোত্তম যোগী হওয়াতে

' নির্ব্বিশেষাঃ কৃতে সর্ব্বা রূপায়ুঃ শীল-চেষ্টিতৈঃ

* * * *

বর্ণাশ্রমব্যবস্থাশ্চ নতদাসন্ ন সঙ্করঃ ॥৬০

* * * *

গুরুপদে বৃত হইয়াছিলেন।

চন্দ্রাদিত্যপরমাগমের মতে সূর্য্যবংশের রাজকন্যা ও মহাদের হইতে যোগনাথ বা বিন্দুনাথের উৎপত্তি। ইহা সত্য যুগের ঘটনা, সত্যযুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ-বিভাগ ছিলনা এবং বর্ণ-বিভাগ না থাকাতে বর্ণসঙ্করও ছিলনা। তখন উত্তম, মধ্যম, অধম বলিয়াও কিছু ছিলনা, সকলেই উত্তম ছিলেন। বর্ণবিভাগ ত্রেতাযুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।× সুতরাং সত্যযুগের সুধন্বা নরপতি ক্ষত্রিয় ছিলেন না। তিনি উত্তমবর্ণ ব্রাহ্মণই ছিলেন। সূর্য্যবতী সুতরাং ব্রাহ্মণকন্যা। তিনি মহাদেবকে পতি-লাভার্থে তাঁহার সাধনায় রত হন; ফলে মহাদেবের বীর্য্যে যোগনাথের উৎপত্তি। এ সন্তান ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কিছুই নহেন। বেদপুরণাদিতে মহাদেবকে মহারুদ্র বলা হইয়াছে, বল্লালচরিতের মতেও সূর্য্যবতী রুদ্রগণের একতমের পত্নী। অতএব চন্দ্রাদিত্যপরমাগমের পল্লবিত বিবরণ সঙ্কুচিত করিলে রুদ্রহইতে যোগিজাতির উৎপত্তি -এ গ্রন্থানুসারেও সিদ্ধ হয়।

## ৫। অন্যান্য বিবরণ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেণীমাধব শর্ম্মা ন্যায়রত্ন মহাশয় সঙ্কলিত জাতিকৌমুদী গ্রন্থে লিখিত আছে,–

"বর্ত্তমানে ভারত-ভূতলে যে সকল যোগিজাতি বাস করেন, তাঁহাদিগের উৎপত্তির বিবরণ না জানিয়া এবং তাঁহাদের মধ্যে কিয়দংশের নীচ ব্যবহার দর্শন করিয়া অনেকে যোগিজাতি মাত্রকে ঘৃণ্য ও নীচ মনে করেন; কিন্তু যোগিজাতি সেরূপ নহে; শাস্ত্রে ইহাদের উৎপত্তি ও আচারাদি এইরূপে বর্ণিত আছে,

ঈশ্বরাদুর্ভাবো যোগী রুদ্রা একাদশৈবচ।
প্রধানশ্চ মহাযোগী বিন্দুনাথশ্চ পুত্রকঃ।
তস্য পুত্র আয়িনাথো রুদ্রকুল প্রকাশকঃ॥
সিদ্ধো গোরক্ষনাথশ্চ মীননাথঃ স্তথোত্তমঃ।
ছায়ানাথো ভবেত্তস্য সত্যনাথ প্রকাশিতঃ।
কশ্যপস্য সুতা কৃষ্ণা বিন্দুনাথে সমর্পিতা।
ত্রিদণ্ডীং যোগপট্টঞ্চ তথা যোগী বিধারয়েৎ॥
যোগিনাং ভস্ম গাত্রে চ ললাটে চার্দ্ধচন্দ্রকং।
রক্তবস্ত্রপরিধানা যোগচিন্তা ভবেদ্ধ্রুবং॥
নাথ স্তেষাং গুরুঃ প্রোক্তঃ চিন্তয়েৎ পরমং গুরুং ইত্যাগমসংহিতা।

ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন যোগী একাদশ রুদ্র এবং তৎপু বিন্দুনাথ মহাযোগী। তাহার পুত্র আয়িনাথ, তিনি রুদ্রকুলের প্রকাশক। ঐ বংশে সিদ্ধ গোরক্ষনাথ, মীননাথ, ছায়ানাথ ও সত্যনাথ প্রভৃতির জন্ম হয়। কশ্যপ- নামক ঋষির কৃষ্ণা-নাম্নী কন্যা বিন্দুনাথে সমর্পিত হন। উক্ত বিন্দুনাথ ত্রিদণ্ড ও যোগপট্ট ধারণ পূর্ব্বক যোগী-বেশে ভ্রমণ করিতেন। তৎসম্প্রদায়ের যোগীসকল গাত্রে

---

তুল্যরূপায়ুষঃ সর্ব্বে অধমোত্তম-বর্জ্জিতাঃ।৬১
বর্ণানাং প্রবিভাগশ্চ ত্রেতায়াং সংপ্রবর্ত্তিতঃ॥
(বায়ুপুরাণ-৬৬-৫৭ অ –উ)



ভস্ম, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র ও রক্তবস্ত্র ধারণ করিয়া নাথ-গুরুর উপদেশানুসারে যোগদ্বারা পরম-গুরুর চিন্তা করিতেন। ইতি আগমসংহিতা।

শঙ্কর-দিগ্বিজয়- গ্রন্থে এই বংশের বিবরণ বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। ফলতঃ যোগিবংশ হীনবংশ নহে। তবে এক্ষণে যাহারা ব্যবহারাদি-দোষে নীচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারাও ক্রমশঃ সদাচারাদি দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারেন। যোগিজাতিগণের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত অনুলেপনাদি (তিলক) ধারণ এবং সকলেই তাঁহাদের আদিম পূর্ব্বপুরুষগণের আচার-ব্যবহারাদির সম্যক্রূপে অনুসরণ করিবেন।"(৩৪।৩৬ পৃষ্ঠা)।

যশোহর জেলায় মল্লিকপুর নিবাসী বন্দ্যঘটীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্তকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুবাদিত " জাতি-তত্ত্ব-কৌমুদী ও বর্ণসঙ্কর" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে–

## যোগিজাতির বিবরণ।

আগমসংহিতায়াং-রুদ্র একাদশৈবচ
ঈশ্বরাদুর্ভাবো যোগী প্রধানশ্চ মহাযোগী বিন্দুনাথশ্চ পুত্রকঃ।
তস্য পুত্র আয়িনাথো রুদ্রকুল-প্রকাশকঃ। সিদ্ধো গোরক্ষনাথশ্চ মীননাথ স্তথোত্তমঃ।
ছায়ানাথো ভবেত্তস্য সত্যনাথঃ প্রকাশিতঃ। কশ্যপস্য সুতা কৃষ্ণা বিন্দুনাথে সমর্পিতা।
ত্রিদণ্ডং যোগপট্টঞ্চ তথা যোগী বিধারয়েৎ। যোগিনাং ভস্মগাত্রে চ ললাটে চার্দ্ধচন্দ্রকং।
রক্তবস্ত্রপরিধানো যোগচিন্তা ভবেদ্ ধ্রুবং।
নাথ স্তেষাং গুরুঃ প্রোক্ত শ্চিন্তয়েৎ পরমং গুরুং॥

ঈশ্বর হইতে যে যোগীদের উৎপত্তি হয়, তিনিই একাদশ রুদ্র বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের প্রধান পুত্র বিন্দুনাথ, এই বিন্দুনাথ মহাযোগী ছিলেন। বিন্দুনাথের ঔরসে রুদ্রকুল-প্রকাশক আয়িনাথের উৎপত্তি হয়। ক্রমে ঐ বংশে সিদ্ধ গোরক্ষনাথ, মীননাথ ছায়ানাথ ও সত্যনাথ জন্মগ্রহণ করেন। কশ্যপ ঋষির কন্যা কৃষ্ণার সহিত বিন্দুনাথের বিবাহ হয়। বিন্দুনাথ ত্রিদণ্ড ও যোগপট্ট পরিগ্রহ করিয়া যোগিবেশে পর্য্যটন করিতেন। তাঁহার বংশের ও তৎসম্প্রদায়ভুক্ত যোগীরা সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন, ললাটে চন্দ্রার্দ্ধ ধারণ ও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া নাথ- গুরুর আদেশানুসারে যোগবলে পরম- গুরুর ধ্যান করিতেন।

* * * *

শিলচর চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক ও সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, প্রাচ্য- শিক্ষাপরিষৎ ও আর্য্যধর্ম্ম-সভার সভাপতি, কলিকাতা গবর্ণমেন্ট- সংস্কৃত এসোসিয়েশন ও আসাম, শিক্ষাবিভাগের পরীক্ষক, সুরমা পণ্ডিত- সমাজের সম্পাদক, 'বিদেশ- প্রত্যাগত হিন্দু, প্রায়শ্চিত্ত-বিচার, ও বিজয়া - প্রবন্ধ' প্রভৃতি পুস্তক- প্রণেতা রাজগুরু- বংশোদ্ভব পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত তর্কসরস্বতী মহাশয় তাঁহার প্রণীত ''জাতি- পুরাবৃত্ত''গ্রন্থের ৯২-৯৫ পৃষ্ঠায় যোগিজাতির উৎপত্ত্যাদি- বিষয়ে লিখিয়াছেন-

যোগী ভারতের হিন্দু জাতির শ্রেনী বিশেষ

ইহাদের উৎপত্তি নিম্নে বর্ণিত হইলঃ-

"চুকোপ হেতুনা তেন বিধাতা জগতাং পতিঃ।
কোপাসক্তস্য চ বিধের্জ্জ্বলতো ব্রহ্মতেজসা॥
আবির্ভূতা ললাটাচ্চ রুদ্রা একাদশ প্রভোঃ॥
কালাগ্নি রুদ্রসংহর্ত্তা তেষামেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপশ্চ নির্ম্মলো বৈষ্ণবাগ্রণীঃ।
শৃণু নামানি রুদ্রাণাং বেদোক্তানি চ চানি চ॥
মহান্ মহাত্মা মতিমান্ ভীষণশ্চ ভয়ঙ্করঃ।
ঋতুধ্বজোর্দ্ধকেশশ্চ পিঙ্গলাক্ষো রুচিঃ শুচিঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়।"

ঈশ্বরের ক্রোধাগ্নিতে তদীয় ললাটদেশ হইতে মহান্, মহাত্মা, মতিমান্, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঋতুধ্বজ, উর্দ্ধকেশ, পিঙ্গলাক্ষ, রুচি শুচি ও কালাগ্নি- নামক একাদশ রুদ্র আবির্ভূত হন।

রুদ্র হইতে যে যোগিজাতির উৎপত্তি, তৎসম্বন্ধে শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত জাতি -কৌমুদী ও কৈলাসচন্দ্র হালদার কৃত জাতি বিবেক-এই গ্রন্থে আগমসংহিতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকটি পর পর দুই পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হইয়াছে অতএব এখানে সেই শ্লোকটি বাদ দিয়ে তাহার বঙ্গানুবাদ উল্লেখ করা হল।

একাদশ রুদ্রের মধ্যে মহানরুদ্র হইতে বিন্দুনাথের জন্ম হয়। বিন্দুনাথ গৃহস্থাশ্রমী হইলেও যোগধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। বিন্দুনাথই যোগিজাতির আদিপুরুষ। বিন্দুনাথের পুত্র আদিনাথ (আয়িনাথ)রুদ্রকুল-প্রকাশক। বিন্দুনাথ কশ্যপ- কন্যা কৃষ্ণা-দেবীকে বিবাহ করেন। যোগিগণ ত্রিদণ্ডী ও যোগপট্ট ধারণ করিতেন।

* * * *

ফলতঃ উপরোক্ত শাস্ত্রীয়-বচনে প্রতীয়মান হয় যে, যোগিজাতি জন্ম ও আচারগত হীন নহে। কেবল বঙ্গদেশে বল্লাল সেনের কোপে ইহাঁদের অবনতি ঘটিয়াছে। গোপালভট্ট বিরচিত বল্লাল-চরিত গ্রন্থে ইহার ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। বল্লাল- চরিত্রের নিম্নোক্ত শ্লোকে যোগিজাতির শোচনীয় অবনতির কথা এরূপে বিবৃত হইয়াছেঃ –

"সেনরাজবংশজো বল্লালঃ প্রত্যভিজানিতোহহম্। যদি ধর্ম্ম-গর্ব্বিতানাং ভণ্ডযোগিনাং ... ৎসাদনং ন করিষ্যামি। তদা গোব্রাহ্মণ-যোষিদাদিঘাতেন যানি পাতকানি ভবিতব্যানি, তানি ... ভবিষ্যন্তীতি। অন্ধরাজস্য শতপুত্র-বিনাশায় ভীমসেনো যাদৃশীংপ্রতিজ্ঞামকরোৎ এতেষাং সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা মে তাদৃশী জ্ঞাতব্যা। এভিঃ সহ অদ্যাবধি একাসনোপবেশনং এতেষাং দানাদিং-গ্রহণং যজনযাজনাদিকং সাহায্যমাত্রং বা যে করিষ্যন্ত তেহপি পতিতা ভবিষ্যন্তীতি। অতএব পট্টসূত্রাদি-ধারণং ব্যর্থম্।" ইতি বল্লাল চরিতম্, উত্তরখণ্ডম্।

অর্থাৎ আমি সেন-বংশজ -বল্লাল নামে অভিহিত। যদি আমি ধর্ম্মগর্ব্বিত ভণ্ডযোগিদিগের বিনাশ সম্পাদন না করি, তাহা হইলে গো, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী প্রভৃতি হত্যা জনিত পাপ যেন আমার হইয়া থাকে।অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র বিনাশ করিবার জন্য ভীমসেন যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,ইহাদের সম্বন্ধে আমারও প্রতিজ্ঞা তদ্রূপ জানিবে। অদ্যাবধি যাহারা ইহাদের সহিত এক আসনে উপবেশন,ইহাদের দানাদি গ্রহণ, পূজা, পৌরোহিত্য অথবা কেবলমাত্র সাহায্য ও করিবে, তাহারাও পতিত হইবে। অতএব তাহাদের যোগপট্ট ও যজ্ঞসূত্রাদি ধারণ ব্যর্থ।"



ঢাকা-১নং পাতলাখাঁর লেন হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত" হিন্দু-সমাজ" পত্রিকা-১৩৩০ সাল বৈশাখ সংখ্যা ১১পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে-

## যোগিজাতির উৎপত্তি-বিবরণ।

" আগমসংহিতায় লিখিত আছে যে, ঈশ্বর হইতে যে যোগীদের উৎপত্তি হয়, তাঁহারাই একাদশ রুদ্র বলিয়া পরিচিত। তাহার একটী কুলজী নিম্নে (পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায়) দেওয়া হইল। পাঠকগণ ইহা দেখিয়া যোগি-জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে স্পষ্ট জানিতে পারিবেন। এই একাদশ রুদ্র ও রুদ্রপত্নীগণ হইতে বহু সংখ্যক পুত্রের জন্ম হইল, তাঁহারা সকলেই শিব পার্ষদ অর্থাৎ মহাদেবের নিকটই সর্ব্বদা অবস্থান করেন। তাঁহার মধ্যে মহান্ ও কলা হইতে বিন্দুনাথের উৎপত্তি হয়। কশ্যপমুনির কন্যা কৃষ্ণা হইতে আইনাথ (অর্থাৎ আদিনাথ, রুদ্রকুল প্রকাশক) ও তৎপুত্র মচ্ছেন্দ্র নাথ এবং তাঁহার পুত্র মহাসিদ্ধ গোরক্ষনাথ, এই প্রকারে নাথ- বংশের উৎপত্তি হয়।

প্রকাশ যে পূর্ব্বে এই যোগিজাতির যজ্ঞোপবীত ছিল এবং এই বংশের কোন ঃএক মহৎ ব্যক্তি বল্লাল সেনের ইষ্টদেবতা বা গুরু ছিলেন। কোন কারণে (পরবর্ত্তীতে কারণ বর্ণনা করা হইবে) বল্লালের কোপে পড়িয়া উক্ত গুরুদেব তাঁহার বংশাবলী সহ পতিত হন। সেই অবধি এই জাতি যজ্ঞোপবীত হারাইয়া অধঃপতনের দিকে গিয়াছিলো। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের একতা, শিক্ষা ও জাতীর উন্নতির মহা-আন্দোলনের ফলে অধিকাংশ লোকই পুনঃসংস্কার পূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যে সমস্ত কুসংস্কার ছিল, তাহা অনেকটা দুর হইয়া গিয়াছে। শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইয়া এই জাতি ক্রমশঃই উন্নত হইতেছেন। যোগিজাতিকে বর্ত্তমান সময় উন্নত জাতির মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করার সময় উচ্চ সমাজের তাড়নায় তাঁহাদিগকে বহু বাধাবিঘ্ন সহ্য করিতে হইয়াছিল। উচ্চজাতির হিংসায় স্থানে স্থানে অনেক প্রকারে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। তবুও তাহারা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালনে রত থাকিয়া অত্যাচারের ভিতর দিয়াই উন্নতিলাভ করতঃ বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজের ভিতর একটী জাগ্রত জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে প্রয়াসী হইতে পারেন। তাঁহাদের উন্নতিতে আমাদের উন্নত জাতির ও যে পরোক্ষভাবে উন্নতি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উন্নত জাতীর মধ্যে কতকগুলি নীচ প্রকৃতির লোক আমাদের যোগিজাতীয় ভ্রাতৃগণের এবম্বিধ উন্নতি দেখিয়া হিংসা, দ্বেষ ক্রোধও পরশ্রীকাতরতায় মরমে দগ্ধ হইতেছেন। ইহা যে সমগ্র হিন্দু সমাজের পক্ষে দূষণীয় এবং অনিষ্ট ও ধ্বংসের কারণ, তাহা তাহারা একবার ভাবিতেছেন কি? হে উন্নত জাতীয় ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, একটী জাতি আপনাদের হিংসা ও স্বার্থের জন্য চিরকালই কি সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ হইতে বঞ্চিত হইয়া আপনাদের অধিন থাকিয়া নিষ্পেষিত ও অবনত অবস্থায় রহিবে? এইরূপ

দুরবস্থা ভোগ করিবার জন্যই কি তাঁহাদের জন্ম হইয়াছে? ইহাই কি দয়াময় পরমেশ্বরের অভিপ্রেত? না তথাকথিত উচ্চজাতা ভিমানী ব্যক্তিগণের চাতুরী? ভগবানের রাজ্যে একজাতি চিরকালই নির্য্যাতন ভোগ করিবে, ইহা মোটেই দেখা যায়না। সুতরাং স্বাভাবিক গতিতে নিম্নস্তরের হিন্দুজাতি সমূহ দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং তাহারা অচিরকাল মধ্যেই যে নিজ শক্তিবলে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইবেন, তাহার লক্ষণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এই সময়ে জাতাভিমানী তথাকথিত উচ্চ জাতি যদি তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করেন, জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের ন্যায় তাহাদিগকে হাতে ধরিয়া উন্নতির সোপানে আরোহণ করিবার কার্য্যে সহায়তা না করেন, তবে সমগ্র হিন্দু সমাজের কখনও কল্যাণ সাধিত হইতে পারেনা। বরং অনুন্নত সমাজ উপরে উঠিয়া গেলে জাত্য ভিমানী উচ্চ সমাজ যে তাঁহাদেরই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? এতএব হে সমাজপতিগণ! হে কলির দেবতাবৃন্দ! এখন ও সময় আছে-সময় থাকিতেই যথাবিহিত উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজের কল্যাণসাধন করুন।"

("হিন্দুসমাজ" পত্রিকা)
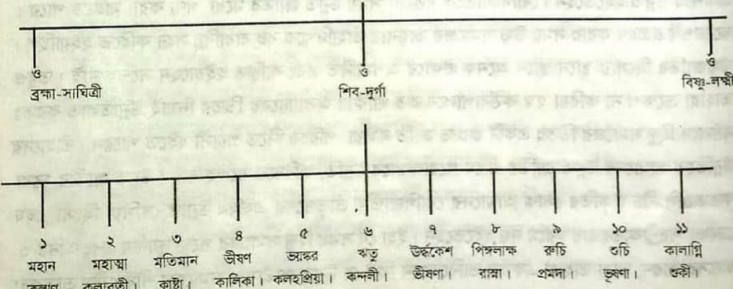
# দ্বিতীয় অধ্যায়

## নাথযোগিগণের ব্রাহ্মণত্ব- বিচার।

যে যোগিগণ একদিন মুনি,ঋষিগণের সমপর্য্যায়ে থাকিয়া প্রাচীণ হিন্দু সমাজকে দীক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেন, যাঁহারা যোগদর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়া যোগবিভূতি দ্বারা জগতকে বিস্মিত কয়িাছিলেন, যাঁহাদের বংশধরগণ যুগে যুগে ভারতের ধর্ম্মজগতে একচ্ছত্র প্রাধান্য-লাভ করিয়াছিলেন, যাহারা সে দিন পর্য্যন্তও ভারতের গৌরব-স্বরূপ ছিলেন এবং এখনও যাঁহারা নানা স্থানে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত আছেন,সেই যোগিগণের সন্তান- সন্ততিগণ কোন বর্ণভুক্ত, তৎসম্বন্ধে অজ্ঞব্যক্তিগণ অনেক সময় প্রশ্ন করিয়া থাকেন। জাতি 'নাথ' বা যোগী বলিলে তাহারা পরিষ্কার কিছু বুঝেন না; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিটী মৌলিক জাতির মধ্যে নাথ যোগিগণ কোন জাতিভুক্ত তাহা জানিতে আকাঙ্ক্ষা করেন। ইহাদের আকাঙ্ক্ষা নিবারণের জন্য এবিষয়ে আমরা একটু বিশদ আলোচনা করিব।

(১) প্রথম অধ্যায়ে যোগিজাতির উৎপত্তি বিবরণে আমরা দেখিয়াছি যে, যোগিজাতি বিধাতার ললাট দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ললাট-দেশ দেহের শ্রেষ্ঠাঙ্গ। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মুখও শ্রেষ্ঠাঙ্গ বটে। মুখ হইতে ললাটদেশ উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর অঙ্গ। পাদদেশ হইতে কটি পর্য্যন্ত নিম্নাঙ্গ, কটি হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত মধ্যাঙ্গ এবং স্কন্ধদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত উত্তমাঙ্গ বলা হয় * । এই উত্তমাঙ্গের একদেশ মুখ হইতে জাত ব্যক্তিগণ যদি ব্রাহ্মণ জাতি হইতে পারেন এবং তজ্জন্য সমাজে শ্রেষ্ঠত্বলাভের অধিকারী হন, তবে সেই উত্তমাঙ্গের অপর দেশ ললাট হইতে উদ্ভূত নাথযোগিগণ ব্রাহ্মণজাতি হইবে না কেন? মুখ হইতে ললাট যখন শ্রেষ্ঠতর, তখন সেই অঙ্গ হইতে জন্মিয়া যোগীরা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ারই কথা,- শ্রেষ্ঠ না হউক ব্রাহ্মণের সমান হইবে না কেন? ললাটদেশ আজ্ঞাচক্রের অধিষ্ঠানস্থল। আজ্ঞাচক্র জ্ঞানস্থান। জ্ঞানরূপী শিব তথায় অবস্থিত থাকেন। আজ্ঞাচক্রে মনঃসংযোগ করিয়া সাধকগণ মনের স্থিরতা সম্পাদনপুর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞান লাভ এবং ব্রহ্মজ্যোতি সন্দর্শন করিতে পারেন; সেই জ্ঞানচক্রের অধিষ্ঠান-স্থান ললাট হইতে উৎপন্ন হইয়া যোগিজাতি ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কি হইতে পারেন? যদি বলা হয় যে, ব্রহ্মার মুখ হইতে যাঁহারা জন্মিয়াছেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন, উত্তমাঙ্গেন অপর অঙ্গ হইতে জাত হইয়া কেহ ব্রাহ্মণ-মধ্যে গণ্য হন নাই। শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যে ব্রহ্মার দক্ষিণ কর্ণ হইতে পুলস্ত, বাম কর্ণ হইতে

---

* উর্দ্ধং নাভের্মেধ্যতরঃ পুরুষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্যান্মেধ্যতম স্তস্য মুখমুক্তং স্বয়ম্ভুবা।। ৯২
উত্তমাঙ্গোদ্ভবা জ্যৈষ্ঠাদ্ ব্রহ্মণশ্চৈ ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥৯৩ (মনু প্রঃ অঃ)

অর্থাৎ পবিত্র পরম পুরুষের নাভির উর্দ্ধভাগ পবিত্রতর। তাহা অপেক্ষা মুখ পবিত্রতম বলিয়া স্বয়ং ব্রহ্মা কহিয়াছেন। সেই উত্তমাঙ্গ মুখ হইতে জন্ম হইয়াছে বলিয়া এবং বেদজ্ঞান থাকা হেতু ব্রাহ্মণ এই সমুদয় সৃষ্টির ধর্ম্মতঃ প্রভু হইয়াছেন।

পুলহ, দক্ষিণ নেত্র হইতে অত্রি, বাম নেত্র হইতে ক্রতু, নাসারন্ধ্র হইতে অরুণি ও অঙ্গিরা, মুখ হইতে রুচি, বামপার্শ্ব হইতে ভৃগু, দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে দক্ষ,ছায়া হইতে কর্দ্দম, নাভি হইতে পঞ্চশিখ, বক্ষ হইতে বোঢু, কণ্ঠ হইতে নারদ,স্কন্ধ হইতে মরীচি, গলদেশ হইতে আপস্তম্ব, রসনা হইতে বশিষ্ঠ, অধরোষ্ঠ হইতে প্রচেতা, বাম কুক্ষি হইতে হংস এবং দক্ষিণ কুক্ষি হইতে যতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। * ইহাঁরা অনেকে প্রজাপতিত্বও লাভ করিয়াছেন। ইহাঁরা মুখ হইতে জন্মোন নাই বলিয়া ব্রাহ্মণ ছিলেন না বা ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত হন না একথা কেইহ বলিতে পারেন না। ইহাঁদের গোত্রীয় অনেক ব্রাহ্মণ বহুদিন ভারতে বিদ্যমান ছিলেন এবং এখনও ইহাঁদের কাহারও কাহারও সন্তান ভারতের ব্রাহ্মণ-সমাজে সগর্ব্বে বর্ত্তমান আছেন। সুতরাং মুখ হইতে জন্ম না হইলে ব্রাহ্মণ হয় না-এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। ফলতঃ ব্রহ্মার দেহের মধ্যাঙ্গ ও উত্তমাঙ্গ হইতে যাঁহারা জন্মিয়াছেন, তাহারাই ব্রাহ্মণ-মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। কেবল প্রত্যঙ্গ হইতে অর্থাৎ হস্ত পদ হইতে যাহারা জন্মিয়াছিলেন, তাহারা জন্মতঃ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন নাই। তাহারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-পদবী লাভ করিয়াছেন।

ব্রহ্মার সংশ্রব ব্যতীতও ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহাদেব হইতে চারি জাতির উৎপত্তির কথা মৎস্যপুরাণে পাওয়া যায়। ব্রহ্মা হইতে যে সকল প্রজাপতিগণ সৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণাদির সৃষ্টি করেন নাই এমন বলা যায় না। শুক, দ্রোণ, মাণ্ডব্য প্রভৃতি মনীষীগণ কেহই জন্মতঃ ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতে পারেন নাই। অথচ তাঁহারা ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মার মুখই ব্রাহ্মণের একমাত্র জন্মস্থান নহে। তাঁহার অপরাপর অঙ্গ হইতেও ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছেন। ব্রহ্মার ললাটের উর্দ্ধদেশ হইতে কোন জাতি বা ব্যক্তির জন্মকথা আমরা কোন শাস্ত্র-গ্রন্থে পাই নাই। সুতরাং সকলের জন্মস্থান অপেক্ষা রুদ্রের জন্মস্থান শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম। সেই রুদ্রের সন্তান নাথ-যোগিগণ ব্রাহ্মণ না হইলে আর কে ব্রাহ্মণ হইবে?

(২) প্রাচীন ভারতে যোগী, ঋষি, মুনিগণ সমপর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন। সকলেই মানব-সাধারণের নিকট পূজ্য, বরেণ্য ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ঋষি ও মুনির সন্তানগণ যদি ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, তবে যোগীর সন্তান ব্রাহ্মণ না হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। যাজ্ঞবল্ক্য, পতঞ্জলি,ঘেরণ্ড, দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র প্রভৃতি-যোগমার্গের সাধক যোগিগণকে এবং তাঁহাদের সন্তানগণকে ব্রাহ্মণত্বের গণ্ডী হইতে কেহ কখনও অপসারিত করেন নাই।

(৩) যোগসাধন যোগিজাতির প্রধান কার্য্য ছিল। যোগসাধন করিতেন বলিয়া ব্রাহ্মণ-জাতিভুক্ত হইয়াও 'যোগী' নামে খ্যাত হইয়াছেন। মুনি-ঋষিগণও যোগসাধন একেবারে করিতেন না, বলা যায় না। তবে তাঁহারা যোগিগণের ন্যায় যোগ-সাধনকেই একমাত্র সাধনোপায় বলিয়া মনে করেন নাই। তবুও যোগসাধনা ব্রাহ্মণের কার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের যে কয়েকটী লক্ষণ আছে, তন্মধ্যে যোগসাধনা সর্ব্বপ্রথম লক্ষণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,-

" যোগ স্তপো দমো দানং ব্রতং শৌচং দয়া ঘৃণা।
বিদ্যা বিজ্ঞান মাস্তিক্য মেতদ্ ব্রাহ্মণ-লক্ষণম্॥"

* "ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ" ব্রহ্মখণ্ড, ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।



অর্থাৎ যোগ, তপ, দম, দান, ব্রত, শৌচাচার, দয়া, ঘৃণা, বিদ্য বিজ্ঞান এবং ভগবানে আস্তিক্য-বুদ্ধি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। পূর্ব্বে সমাজের এমন শাসন ছিল যে, ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বা আচার অব্রাহ্মণ জাতি আচরণ করিতে পারিতেন না। করিলে সমাজ এমন কি রাজাও তাহাকে শাসন করিতেন। রাজা রামচন্দ্র একজন শূদ্রের তপস্যাচরণের কথা শুনিয়া অনধিকার-চর্চ্চার জন্য তাহার মস্তক-ছেদন করিয়াছিলেন*। অনধিকারী বলিয়া নাথ-যোগিগণ কখনও কোন রাজা বা অপর কেহ হইতে যোগসাধনে বাধা পান নাই। তাঁহারা ব্রাহ্মণ না হইলে যুগান্তর ব্যাপিয়া নির্ব্বিঘ্নে যোগসাধন-পরায়ণ হইতে পারিতেন না।

(৪) গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগের উপদেশ দিয়াছেন। সকল জাতির পক্ষেই এই উপদেশ সাধারণ ভাবে দিয়াছেন। অর্জ্জুনকে তিনি যোগী হইতে বলিয়াছেন, যেহেতু তপস্বী জ্ঞানী ও কর্ম্মী হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন যোগাচারী ব্যক্তি যোগভ্রষ্ট হয় বা যোগভ্রষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তবে তাঁহার পর-জন্মে কি গতি হইবে? ভগবান্ ইহার উত্তরে বলিলেন যে সেইরূপ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহকালে বা পরকালেও কোন দুর্গতি হইবে না। কারণ, শুভ-কার্য্যকারী কেহই দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। তিনি যতদিন যোগাচারী ছিলেন, তাহার ফলেই তিনি পুণ্যবান্ লোকদের প্রাপ্য স্বর্গলোকে বহু বৎসর বাস করিয়া সদাচারী ও ধন-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন, অথবা ধীমান্ যোগিদের বংশে তাঁহার জন্ম হইবে। যোগিকুলে এই যে জন্ম, ইহা জগতে দুর্ল্লভতর। সদাচারী ও ধনসম্পন্ন ব্যক্তিদের গৃহে জন্মও দুর্ল্লভ, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যোগিকুলে জন্মও দুর্ল্লভ তবে এই উভয় মধ্যে যোগিকুলে জন্ম দুর্ল্লভতর বটে, যথা-

" প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১
অথবা যোগিনামের কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ)

মুক্তিই যোগের চরম উদ্দেশ্য। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির মুক্তিলাভ হইল না, স্বর্গবাস করার পরও তাঁহার জন্ম হইল, তাহার কি মুক্তি হইবেনা? নিশ্চয়ই হইবে। পবিত্র নাথবংশীয় যোগিকুলে জন্ম মুক্তি-বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিবে-এজন্যই তাঁহার একুলে জন্ম*। যোগিবংশীয়গণ মাত্রই যোগধর্ম্মের আচরণ করেন।

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি একুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতামাতার আদর্শে যোগাচারী হইবেন এবং পূর্ব্বজন্মের অভ্যস্ত যোগজ্ঞান তাঁহার লাভ হইবে, এবং সিদ্ধিলাভ হেতু পুনঃ যত্ন করিবেন। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি নবজন্মে শারীরিক, মানসিক বা সাংসারিক কোন বাধা- বিঘ্নবশতঃ যোগাচারী হইতে ইচ্ছুক না হইলেও জন্মকৃত অভ্যাসই তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করিবে। যোগভ্রষ্টব্যক্তি এইরূপে যোগ-বিষয়ে প্রযত্নশীল হইয়া পাপ হইতে পরিশুদ্ধি লাভ করতঃ অনেক জন্মের পর পরম

* রামায়ণ দ্রষ্টব্য।

*শ্রীধরস্বামীও উক্ত শ্লোকের টীকার মোক্ষ-হেতু এ কুলে জন্ম দুর্ল্লভ বলিয়াছেন,-"এতদ্ধি লোকে দুর্ল্লভতরং মোক্ষহেতুত্বাৎ ॥"

গতিলাভ করিতে পারিবে , যথা–

" তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্ ।৪৩
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তেহ্যবশোহপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪
প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ । ৪৫ গীতা ৬ষ্ঠ অঃ।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত ৪১ শ্লোকে "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে" এবং ৪২ শ্লোকে,'যোগীনামেব কুলে' বলিলেন। শেষোক্ত শ্লোকে যোগিদের গৃহে বলিলেন না। এই কুল-শব্দ বংশ-বাচক ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেনা। গুরুনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত গীতাতে উক্ত শ্লোকের বঙ্গানুবাদে 'কুল' শব্দের অর্থ 'বংশ' বলিয়াই অনুবাদ করা হইয়াছে। পণ্ডিত রামকুমার স্মৃতিরত্ন মহাশয়ও কুলপদে বংশ না বুঝাইলে ইহার কোন সার্থকতা থাকেনা বলিয়াছেন (২)। সুতরাং দেখা যায়, যোগিকুল বলিয়া একটা কুল অর্থাৎ বংশ শ্রীকৃষ্ণের সময়েও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাতে জন্ম দুর্ল্লভ বিবেচিত হওয়ায় যোগিগণকে তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করা হইত।

শ্রীকৃষ্ণই যে কেবল এইরূপ বলিয়াছেন তাহা নহে; যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন– নানা জন্ম ভ্রমণের পর মানব সর্ব্ববিধ পাপক্ষয় করিয়া শুদ্ধদেহ হইলে বিদ্যা ও ধন-ধান্য-সমন্বিত হইয়া যোগিদের মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করেন যথা,

"ততো নিষ্কাল্মষীভূতাঃ কুলে মহতি যোগিনঃ।
জায়ন্তে বিদ্যয়োপেতা ধনধান্যসমন্বিতাঃ॥২১৮ (যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, ৩য় অঃ)

এখানেও সেই কুল-শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। সুতরাং সংহিতা যুগেও যোগিকুল মহৎ কুল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহাতে বিশুদ্ধ-দেহ মানবের জন্ম হইত বলিয়া শাস্ত্রকারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যোগিগণ বিদ্যাবান ও ধনধান্য-সমন্বিত গৃহস্থ ছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ,বৈশ্য প্রত্যেকেই যোগ করিতে পারেন। স্বস্ব কুলে থাকিয়াও পারেন, কুল ত্যাগ করিয়া উদাসীন ব্রহ্মচারীরূপেও পারেন। কুলত্যাগী উদাসীন ব্রহ্মচারী হইলে তিনি স্ত্রী-পুত্র-ত্যাগী হন, ফলে সে অবস্থায় যোগিকুল বলিয়া কোন বংশপ্রবাহ তিনি সৃষ্টি করিতে পারেননা। তাহা হইতে যখন শাস্ত্রতঃ কোন বংশ সৃষ্ট হইতে পারে না,তখন যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি তাঁহাদের কুলে জন্মগ্রহণ করিবে

---

২ "ইতি গীতা। লিখিত শ্লোকের চ এষাং প্রাচীনত্বং খ্যাপয়তি, অন্যথা অত্র শ্লোকে কুলপদস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ যতো যোগিনাং বংশাদিকং প্রয়োজন বহির্ভূত মিতি॥"

কাছাড়ের ভুবনেশ্বর তীর্থে ১৯১০ সালে অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন যোগমার্গী ভুবন বাবা নামক একজন ব্রাহ্মণ-সাধক আসিয়াছিলেন। তিনি যোগিজাতিকে বড়ই স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাদিগকে যোগধর্ম্মে দীক্ষা দিতেন, এবং সকলকে যোগী হইতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন,-"আমরা দুর্ভাগ্যবশে যোগভ্রষ্ট হইলে তোমাদেরই কুলে জন্মগ্রহণ করিব, ইহা গীতায় স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তোমরা যোগ-বিমুখ হইলে দুঃখিত হইব।" এতএব তাঁহার মতেও কুল -শব্দ বংশবাচক এবং বর্ত্তমান যোগিজাতি গীতায় লক্ষিত যোগিকুলের বংশধর।



এরূপ বলা যায় না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ কুলত্যাগী না হইয়া যদি স্বস্ব কুলে থাকিয়া যোগাচারী হন,তবে বংশের একজনের যোগাচার হেতু সেই বংশকে যোগিবংশ বলা যায় না, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বংশই বলিতে হয়। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বস্ব কুলে জন্মগ্রহণ করিবেন একথাও উক্ত গ্রন্থকারদ্বয়ের উদ্দেশ্য নহে; কারণ,তাহা হইলে যোগাচারের ফলে তাঁহাদের কোন উৎকর্ষলাভ হইল না এবং তাহা দুর্ল্লভ জন্মও হইতে পারে না,স্বকুলে জন্মত স্বাভাবিক। বংশে এক বা একাধিক জন যোগী হইলে তাহার উত্তর-পুরুষ সকলেই যোগী হইবেন তাহাও বলা যায় না, আর হইলেও তদ্ধেতু সেই সেই বংশকে যোগিকুল বলা যাইতে পারে না। কুলত্যাগী কোন উদাসীন যোগী যদি কামিনী-সংসর্গে কোন বংশ সৃষ্টি করিয়া যান, তবে সে বংশ ত অপকৃষ্ট বংশ, ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তির পাপ বা অন্যায় কার্য্যের ফল। এইরূপবংশ কখনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসিত হইতে পারে না এবং তাহাতে জন্মও দুর্ল্লভ বা বরেণ্য জন্ম বলা যায় না। এই সমস্ত কারণে আমরা দেখিতে পাইলাম, সংহিতাযুগেও যোগিকুল অর্থাৎ যোগিবংশের প্রতিষ্ঠা ছিল; গীতার অর্থাৎ মহাভারতের যুগেও সে প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন ছিল। যোগভ্রষ্ট বা নিষ্পাপ বিশুদ্ধদেহ ব্যক্তির এই কুলে জন্ম হয়, ইহা দুর্ল্লভ জন্ম। এই যোগিবংশের প্রভূত ব্রাহ্মণ্যতেজ না থাকিলে ইহার এত প্রশংসা হইত না।

(৫) ব্রাহ্মণের ছয়টী কর্ম্ম। যথা-যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ। যোগিজাতির পূর্ব্বপুরুষগণ ইহা প্রতিপালন করিতেন এবং এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ করিয়া থাকেন। দশরাত্র অশৌচ গ্রহণ, যজ্ঞোপবীত ধারণ, সাত্ত্বিক ভাবে জীবন যাপন প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণের মত আবহমানকাল সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। দেশ–কাল–পাত্র ভেদে অশৌচাদির যদি বা কোথাও ইতরবিশেষ দেখা যায়, তাহা উৎপীড়ন অজ্ঞতা প্রভৃতি নানা কারণে হইয়াছে। উহা সাধারণ নহে। এরূপ ব্যতিক্রম ব্রাহ্মণ–সমাজেও দেখা যায়। যেহেতু পরশুরামসংহিতায় বলিয়াছেন,–

"ব্রাহ্মণো পাতিতো ভূত্বা মাসিকো ব্রাহ্মণো ভবেৎ।"

অর্থাৎ বাহ্মণ পতিত হইয়া মাসিক ব্রাহ্মণ হয়। মাসিক হইলেও তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হইল। এরূপ দেশ-বিপ্লবাদিবশতঃ যোগিজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত কোন কার্য্যের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইলে তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আদর্শচ্যুত বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের মৌলিক বা জন্মগত ব্রাহ্মণত্বে সন্দিগ্ধ হইবার কোন কারণ নাই। যদি কাহারও ব্রাহ্মণোচিত আচারাদির ব্যতিক্রমবশতঃ তাঁহার ব্রাহ্মণত্বে সন্দিহান হইতে হয়, তবে বর্ত্তমানকালীন কোন ব্রাহ্মণকেই ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারিবে না। যেহেতু অধুনাতন ব্রাহ্মণ সমাজের অতি অল্প সংখ্যা মধ্যেই শাস্ত্রকথিত আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে দাসত্ব বা রাজসেবা, শূদ্রসেবা, বেতন লইয়া অধ্যাপনা প্রভৃতি অনেক কার্য্য ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু ইদানীন্তন ব্রাহ্মণ সমাজ অবাদে তাহা করিয়া যাইতেছেন। গো-রস, গুড়, লবণ, মাংস বিক্রয়ে ব্রাহ্মণের সদ্য পাতিত্য জন্মে বলিয়া শাস্ত্রে লিখা আছে। কিন্তু অনেক ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ তাহা বিক্রয় করিতেছেন। হোটেলধারী ব্রাহ্মণ ত ঐ সমস্ত দ্রব্য অন্ন ব্যঞ্জনের সহিত প্রত্যহ বিক্রয় করিতেছেন ; কিন্তু কই তবু ত ব্যবসায়ী ও হোটেলধারী ব্রাহ্মণেরা সমাজে পতিত বলিয়া গণ্য নহেন, তাহাদের ব্রাহ্মণত্বে

সন্দেহ করিয়া তাহাদের সহিত আদান প্রদানে কেহই ত বিরত হইতেছেন না বা হোটেলে যাওয়া বন্ধ করিতেছেন না।

যে সময়ে কথায় কথায় পাতিত্য ঘটিত, সে দিন আর নাই। দেশ-কাল-পাত্রানুসারে শাস্ত্রের আদর্শ আজকাল কোন জাতিতেই দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতি তাঁহাদের পূর্ব্ব আদর্শ হইতে বহু পরিমাণে নামিয়া পড়িয়াছেন, এতদূর নামিয়া পড়িয়াছেন যে পূর্ব্বের দিন হইলে ইঁহারা কত পতিত বলিয়া ঘোষিত হইতেন, বলা যায় না। কিন্তু আজকাল শাস্ত্রকারগণের সমাজের উপর সে প্রাধান্য নাই। সেরূপ কঠোর দৃষ্টিতে কোন কাজই আজকাল কেহ দেখিতে পারে না। দেশ-কাল-পাত্রানুসারে সকলেরই সমভাবে ও সাধারণভাবে প্রভূত স্খলন হইয়াছে। সুতরাং ব্যক্তিগত, একদৈশিক বা সার্ব্বজনীন ব্রাহ্মণত্বে প্রাচীন আদর্শ সকলের কোন না কোনটার অভাব সত্ত্বেও আজকাল ব্রাহ্মণ-সমাজের কাহাকে যেমন অব্রাহ্মণ বলা হয় না, তদ্রূপ যোগিসমাজেও ঐরূপ আদর্শের কোন না কোনটার ব্যক্তিগত একদৈশিক বা সার্ব্বজনীন অভাব লক্ষিত হইলেও শুধু সেই দোষে সে সমাজকেও ব্রাহ্মণত্বের গণ্ডী হইতে অপসারিত করা যায় না।

(৬) যোগিজাতি শিবকে আপনাদের উপাস্য দেবতা বলিয়া মনে করিয়া তাঁহার আরাধনা করেন। শিবকে আজকালকার তথাকথিত গবেষণাকারিগণ অনার্য্যের দেবতা বা যাহাই বলুন না কেন, শিবের মাহাত্ম্য শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। শিব কেবল প্রলয়ের কর্ত্তা নহেন, তিনি সৃষ্টি-স্থিতির কর্ত্তা বলিয়াও ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। শৈবযুগের সময়ে একমাত্র শিবই পরব্রহ্ম জগৎপিতা দেব দেব মহেশ্বর, বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার ধ্যান-মন্ত্রে তাঁহাকে বিশ্বাদ্য, বিশ্ববীজ, নিখিল ভয়-হর এবং দেবগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শিবের এই একচ্ছত্র প্রাধান্য দুই এক দিন নহে, যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া ছিল। বৈদিক ঋষি শিবকে রুদ্র, মহারুদ্র, অগ্নিমূর্ত্তি বা জগত-সবিতারূপে আরাধনা করিতেন। শিবের এই মাহাত্ম্য-হেতু শিব ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষ ভাবে উপাস্য বলিয়া বিহিত হইয়াছেন। যথা,–

"বিপ্রাণাং দৈবতং শম্ভুঃ ক্ষত্রিয়ানান্তু মাধবঃ।
বৈশ্যানান্তু ভবেৎ ব্রহ্মা শূদ্রাণাং গণপতি স্মৃতঃ।।" (মনু)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের উপাস্য দেবতা শিব, ক্ষত্রিয়ের মাধব, বৈশ্যের ব্রহ্মা এবং শূদ্রের গণপতি। সৌর পুরাণ ও বলেন,–

যে শম্ভুকে জানে সে স্বয়ং নারায়ণ, যথা–"যঃ শম্ভুং তত্ত্বতো বেত্তি স তু নারায়ণঃ স্বয়ম্।" ব্রাহ্মণ শিবের এত ভক্ত হইয়া ছিলেন যে, শিবোপাসনা ব্যতীত ব্রাহ্মণ জল গ্রহণ করিতেন না। এবং অন্য দেবতার পূজা করিতে গেলেও আগে শিবপূজা ভিন্ন অন্য দেবতার পূজার অধিকারী হওয়া যায় না জানিয়া সর্ব্বাগ্রে শিবপূজাই করিতেন। এখনও ব্রাহ্মণ-সমাজে সে শাসন মানিয়া চলেন। এবং শিবোপাসনার প্রাধান্য দেখা যায়। এখনও নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ নিত্য শিব পূজা করিয়া থাকেন এবং এমন কি শিবপূজা ব্যতীত জলগ্রহণও করেন না। নাথ যোগিগণও সকলে শিবের উপাসক হইয়াছিলেন। তাঁহারা মহারুদ্রের অর্থাৎ শিবের সন্তান বলিয়াই যে কেবল শিবের প্রতি অত্যধিক ভক্তিপরায়ণ ছিলেন এমন নহে। শিব ব্রাহ্মণের দেবতা এবং তাঁহারাও ব্রাহ্মণ এই



জন্যই তাঁহারা শিবের প্রতি অত্যধিক ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ মুখ হইতে জাত হইলেও কোন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার উপাসক নহেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে শিবপূজাই শাস্ত্রবিধি। সুতরাং নাথ যোগিগণের সার্ব্বজনীন শিবভক্তিপরায়ণতা তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বেরই পরিচায়ক।

আগমসংহিতায় দেখা গিয়াছে যে,–

"কশ্যপ দুহিতা কৃষ্ণা বিন্দুনাথে সমর্পিতা।"

অর্থাৎ কশ্যপ ঋষির-কন্যা কৃষ্ণাকে বিন্দুনাথ বিবাহ করেন। কশ্যপ-ঋষি একজন প্রজাপতি ছিলেন। দক্ষের ৬০টা কন্যার ১৩টী কন্যার তিনি পাণিগ্রহণ করেন ঋষিকুলশ্রেষ্ঠ কশ্যপ বিন্দুনাথকে কন্যা সম্প্রদান করেন। নাথযোগি বিন্দুনাথ একজন অব্রাহ্মণশ্রেণীর ব্যক্তি হইলে তিনি কখনই স্বীয় কন্যাকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিতেন না। কারণ, শাস্ত্রে প্রতিলোম বিবাহ নিন্দিত। কশ্যপের মত ঋষির পক্ষে এমন নিন্দনীয় কাজ করার কোনই কারণ উপস্থিত হইয়াছিল না। আগমসংহিতায় আরও লিখিত আছে যে যোগিজাতি ত্রিদণ্ডী ও যোগপট্ট ধারণ ও নাথ উপাধি ধারণ করিতেন। তাঁহারা দ্বিজ না হইলে ত্রিদণ্ডী (ত্রিবৃত্ত উপবীত)ও যোগপট্ট ধারণের ব্যবস্থা হইত না। তাঁহারা সর্ব্ববর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ , এমন কি ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে। সুতরাং ত্রিদণ্ডী বা যোগপট্ট ধারণ করিবেন না, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ রূপেই উহা ধারণ করিতেন। এবং তজ্জন্যই ঋষিশ্রেষ্ঠ কশ্যপ এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ বিন্দুনাথকে কন্যা সমপর্ণ করেন। এখানে কোন প্রতিলোম বিবাহের পরিকল্পনা নাই। তাঁহাদের নাথ উপাধি প্রভুত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব-বাচক।

সুতরাং আগমসংহিতার মতেও যোগিজাতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রমাণিত হয়।

### (৮) শঙ্করবিজয়ের বিবরণ।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য নামক একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। অল্প বয়সেই তিনি সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করেন এবং অদ্বৈতমত স্থাপনের জন্য ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করতঃ স্বীয় মতের প্রাধান্য স্থাপন করেন। তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদাই অনেক শিষ্য থাকিতেন। আনন্দগিরি– এই সকল শিষ্যের মধ্যে অন্যতম! এই আনন্দগিরি মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের একখানি জীবনী লিখিয়াছেন। এই জীবনী-গ্রন্থের নাম 'শঙ্কর-বিজয়।' এই গ্রন্থেও যোগিজাতি সম্বন্ধে দু'একটী জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'শঙ্কর-বিজয়' সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, এবং একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। শঙ্কর-বিজয়ের এয়োবিংশ প্রকরণে লিখিত আছে,দিগ্বিজয় উপলক্ষে শঙ্করাচার্য্য যখন উজ্জয়িনীনগরে উপস্থিত হন, তখন বটুক নাথ নামক জনৈক কাপালিক স্বীয় শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। বটুক নাথ ভৈরব-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন এবং সাধনার প্রভাবে ভৈরবকে বশীভূত করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের সহিত বটুক নাথের অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল। বটুকনাথ কাপালিক মতের উৎকর্ষ প্রমাণ করিতে লাগিলেন, পক্ষান্তরে শঙ্করাচার্য্য কাপালিক মতের অসারতা প্রদর্শন করিয়া অদ্বৈত মতের প্রাধান্য স্থাপন করিতেপ্রয়াস পাইলেন। যাহা হউক, আচার্য্য শঙ্কর যখন দেখিলেন যে বটুক নাথ কাপালিক মত পরিত্যাগ করিয়া বেদ-সম্মত ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিতেছেন না, তখন তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যগণকে

ঐস্থান হইতে তাড়াইয়া বিবার জন্য স্বীয় শিষ্যগণের প্রতি আদেশ করিলেন। আচার্য্যের আদেশ পাইয়া তাঁহার শিষ্যগণ বটুকনাথকে ও তাঁহার শিষ্যগণকে তাড়াইবার জন্য যথেষ্ট প্রহার করিল। এইরূপ অসদ্ব্যবহারে নাথ-যোগী বটুক নাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধভরে একটী নরমুণ্ড হস্তে লইয়া তাহা মদ্যপূর্ণ করিলেন;অর্দ্ধেক মদ্য নিজে পান করিলেন, অপরার্দ্ধ শিষ্যগণের মধ্যে বিতরণ করিলেন। পরে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হুঙ্কার ছাড়িয়া স্বীয় উপাস্য দেবতা সংহার-ভৈরবকে আহবান করিয়া বলিলেন প্রভো! এই সন্ন্যাসিগণ তোমার সেবকদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছে, তুমি সত্বরএই স্থানে আগমন করিয়া ইহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া সংহার কর। তিনবার এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণের পরেই শূলপাণি দিগম্বর সংহার-ভৈরব ঐ স্থানে আবির্ভূত হইলেন। সংহার-ভৈরবকে দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য নমস্কার পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন-

স্বামিন! বেদেষু শাস্ত্রেষু পুরাণেষু চ কর্ম্ম যৎ॥
প্রতিপাদিতমত্তীহ তৎ কর্ত্তব্যং হি ধর্ম্মত।
বিপ্রাণাং কর্ম্মণা ধর্ম্মং সাধ্যং স্যাদিতি মে মতম্॥

বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ম্মের বিধান আছে, সেই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করাই কর্ত্তব্য। বিপ্রদিগের ধর্ম্ম একমাত্র কর্ম্ম দ্বারাই সাধিত হইতে পারে, ইহাই আমার মত।"

ইহার পর আচার্য্য শঙ্কর আরও বলিলেন আপনার ভক্ত বটুক নাথ বেদ-সম্মত বিপ্রাচিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দুষ্ট মত গ্রহণ করিয়াছেন; আবার ঐ দুষ্ট মতেরই প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।* * * * * * * * * *

এখন আপনি উপস্থিত আছেন, আপনিই ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত করুন।

ইত্যুক্তো ভৈরবঃ প্রাহ বিপ্রদণ্ডার্থমাগতঃ।

বিপ্রের দণ্ডের নিমিত্ত সমাগত ভৈরব এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, শঙ্কর! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই সঙ্গত। বটুক নাথের মন্ত্রের প্রভাবেই আমি এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহার ধর্ম্মের প্রভাবে নহে। তুমি এই কাপালিক দিগকে ব্রাহ্মণ্যাচার গ্রহণ করাও।"

তেষং কাপালিকানাত্তু ব্রাহ্মণ্যাচারতাং কুরু। তখন ভৈরব অন্তর্হিত হইলেন। সশিষ্য নাথ-যোগী বটুক নাথ স্বীয় মতের অসারতা বুঝিতে পারিয়া শঙ্করাচার্য্যের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং অবেশেষে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকাণ্ডে রত হইলেন।

এই স্থলে আমরা দেখিতে পাইলাম, শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন বেদ-সম্মত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই বিপ্রের একমাত্র ধর্ম্ম; কিন্তু বিপ্রবংশোদ্ভব নাথযোগী বটুকনাথ তাহা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মহীন কাপালিক মত অবলম্বন করিয়াছেন; ইহা অসঙ্গত। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য যে বটুকনাথকে বিপ্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। শঙ্কর-বিজয়-গ্রন্থের চতুর্ব্বিংশ প্রকরণে শঙ্করাচার্য্য বটুক নাথকে স্পষ্ট ভাবেই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রকরণে লিখিত আছে, বটুকনাথের পরাজয়-কথা শুনিয়া উগ্র ভৈরব নামক জনৈক শূদ্র-বংশজাত কাপালিক শঙ্করাচার্য্যের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক করিতে আসিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য তাহার জন্ম-বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে উগ্র ভৈরব শূদ্রবংশ-সম্ভূত, তখন তিনি বলিলেন হে কাপালিক, তুমি চলিয়া যাও। তোমার যাহা অভিরুচি, তাহাই করিতে পার। যে



সমস্ত ব্রাহ্মণগণ দুষ্টমত অবলম্বন করিয়াছেন, একমাত্র তাহাদের দণ্ডের বিধানের নিমিত্তই আমার আগমন। অগ্রজদিগের পাদ-সেবাই ব্রাহ্মণেতর জাতির ধর্ম্ম। তুমি সেই ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভ্রষ্ট হইয়াছ। তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করিব না, তুমি চলিয়া যাও।"

" গচ্ছ কাপালিক! যথা সুখং বিহর ব্রাহ্মণানেব দুষ্টমতা- বলম্বিনো দণ্ডয়িতুমস্মদ্ গমনং তদিতরেষামপ্যগ্রজপাদসেবনাদি বৃত্তিস্তদাচারানুসরণঞ্চ প্রশস্তমপি তব কিং মানম্।

নাথযোগী বটুকনাথও কাপালিক, উগ্র ভৈরবও কাপালিক ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য বটুকনাথের সহিত কর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু উগ্র ভৈরবকে 'যথা সুখং বিহর' বলিয়া বিদায় দিলেন, কোনওরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। ইহার কারণ কি? আচার্য্য নিজেই বলিয়াছেন-

'ব্রাহ্মণানেব দুষ্টমতাবলম্বিনো দণ্ডয়িতুমস্মদ্ গমনং"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইহাদের সকলেইতো ভ্রান্তিবশতঃ কোনও অসঙ্গত মত অবলম্বন করিত্রে পাবে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রদিগের মধ্যে যদি কেহ দুষ্টমত অবলম্বন করে, তবে শঙ্করাচার্য্য তাহাদের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন না- কারণ, ব্রাহ্মণাদি অগ্রজ বর্ণের পাদসেবাই তাহাদের ধর্ম্ম,-

এই সম্বন্ধে বিচার অনাবশ্যক। কিন্তু যদি কোনও ব্রাহ্মণ দুষ্টমত অবলম্বন করিতেন, তবে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন, তাঁহার ভ্রান্ত মতের নিরাকরণ করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে আনয়ন করিতেন। ব্রাহ্মণ-সন্তান ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত তিনি বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বটুক নাথ ব্রাহ্মণ ছিলেন।"(বঙ্গীয় যোগিজাতি)

(৯) যোগিদের অবনতি সম্বন্ধীয় যে বিবরণ বল্লালচরিতে আছে, তাহা হইতে জানা যায়-" রাজা বল্লাল সেন পিতৃ-শ্রাদ্ধোপলক্ষে দান গ্রহণ করার জন্য যোগিদিগকে অনুরোধ করেন; ধর্ম্ম-গর্ব্বিত যোগিগণ, ধর্ম্মহানি ভয়ে দান গ্রহণ করেন নাই। এই দান সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে অন্ত্যজবর্ণ, শূদ্র,বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়কে কেহই দান গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে না। লোক মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্গতি কামনা করিয়া ব্রাহ্মণকেই দান করিয়া থাকেন, আর কেহ কেহ দান করিয়া থাকেন ভিক্ষুকদিগকে।বল্লালসেন যখন দান গ্রহণ করিবার জন্য যোগিদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, যোগিগণ ক্ষত্রিয়,বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজবর্ণ ছিলন না। তাঁহারা হয়তঃ ব্রাহ্মণ-জাতীয়,অথবা ভিক্ষুক বা কাঙ্গালী শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। যোগিরা কাঙ্গালী- ভিক্ষুক ছিলেন কি না দেখা যাউক; কাঙ্গালী ভিক্ষুক,দান গ্রহণ করার জন্যই ব্যস্ত- তাহারা অনুরোধের অপেক্ষা করেনা, দনের গন্ধ পাইলেই তাহারা কর্ম্মস্থলে দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে আবার দান গ্রহণ সম্বন্ধে কাঙ্গালীদের সততা-জ্ঞানও তত প্রবল থাকে না, ছলে,বলে,কৌশলে,প্রবঞ্চনায়,যে প্রকারেই পারে, কিছু বেশী দান আদায় করাই তাহাদের চেষ্টা। এমতাবস্থায় একদল কাঙ্গালী ভিক্ষুক যে দান গ্রহণ করিতে একেবারেই অসম্মত হইবে, তাহা কতদূর বিশ্বাস-যোগ্য বলিতে পারি না। বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে, দাতা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলিতে পারি না। বিশেসতঃ এ ক্ষেত্রে, দাতা যে সে লোক নহেন-বঙ্গের একচ্ছত্র অধিপতি স্বয়ং মহারাজ বল্লালসেন দাতা, দান সামগ্রীর পরিমাণ ও প্রচুর

ছিল- তাঁহার ন্যায় রাজারই উপযুক্ত-ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। এমতাবস্থায় একদল নিরাশ্রয় দরিদ্র লোভী ভিক্ষুক যে এত প্রচুর দানসামগ্রীর লোভ ত্যাগ করিয়া মহারাজের বিরাগ-ভাজন হইতে সাহস করিবে,ইহা কোনও মনেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। সুতরাং যোগিরা যে কাঙ্গালী ভিক্ষুক ছিলেন না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

তাহা হইলেই যোগিরা ব্রাহ্মণ-জাতীয় ছিলেন, ইহা বুঝা যায়। বল্লাল-চরিতকার স্পষ্টই যোগিদিগকে রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

"পূর্ব্বস্মাৎ স মহারাজো রুদ্রজান্ ব্রাহ্মণান্ প্রতি।
দানত্যাগাদ্বীতরাগঃ স্বপিতৃশ্রাদ্ধ বাসরে॥"

অধিকন্তু, বল্লালের শপথ যখন আছে" অতএব পট্টসূত্রাদিধারণং ব্যর্থম্" অর্থ্যাৎ যোগপট্ট ও যজ্ঞসূত্র ধারণ( যোগিদের) পক্ষে বৃথা- তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, যোগিগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, নচেৎ যজ্ঞসূত্র ধারণে তাঁহাদের অধিকার কিরূপে হইল? আবার যোগিরা যে কেবল পোষাক-পরিচ্ছদেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাও না। তাঁহারা নিশ্চয়ই বেদজ্ঞ, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, ধর্ম্ম-ভীরু ব্রাহ্মণ ছিলেন নচেৎ তাঁহাদের এত তেজস্বিতা কিরূপে সম্ভবে? তেজস্বী না হইলে,ধর্ম্ম-ভীরু না হইলে প্রবল-প্রতাপান্বিত মহারাজ বল্লালসেনের; অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার দান গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিতে সাহস করা যোগিদিগের পক্ষে অসম্ভব হইত। আচারনিষ্ঠ বেদজ্ঞ না হইলে পিতৃকার্য্যে বল্লালসেনও তাঁহাদিগকে আহব্বান করিতেন না। কারণ,শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়-

" জ্ঞানোৎকৃষ্টায় দেয়ানি কব্যানি চ হবিংষিচ।
নহি হস্তাবসৃগ্দিগ্ধৌ রুধিরেণৈব শুধ্যতঃ॥ ১৩২ মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়?

জ্ঞানোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকেই হব্যকব্য প্রদান করা উচিত। রক্তাক্ত হস্ত রক্ত দ্বারা প্রক্ষালিত হইলে কখনও শুদ্ধ হয় না অর্থাৎ মূর্খ পাপী লোকদিগকে ভোজন করাইয়া পাপীর পাপ কখনও বিদূরিত হয় না।

একৈকমপি বিদ্বাংসং দৈবে পিত্র্যে চ ভোজয়েৎ। পুষ্কলং ফলমাপ্নোতি নামন্ত্রজ্ঞান্ বহূনপি॥ ১২৯॥
মনু-৩য় অধ্যায়।

দ্বিজ দৈব এবং পিতৃকার্য্যে একটী বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, তাহাতেই বিশেষ ফল লাভ হইবে; কিন্তু বেদানভিজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও কোনও ফল নাই।

" যত্নেন ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধে বহবৃ চং বেদপারগম্।
শাখান্তগমথাব্বর্য্যং ছন্দোগন্তু সমাপ্তিকম্॥" ১৪৫॥ মনু ৩য়, অধ্যায়।

শ্রাদ্ধে অতিযত্নের সহিত বেদপারগ ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণকে অথবা সমুদয় শাখাধ্যায়ী যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণকে, কিম্বা সমাপ্তধ্যায় সামবেদী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে।

এই সমস্ত কারণে অনুমিত হয়, বল্লালসেনের সময়ে যোগিগণ আচারনিষ্ঠ স্বধর্ম্মনিরত, বেদজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই, পিতৃশ্রাদ্ধে মহারাজ তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ব্রাহ্মণের হস্তেই অর্পিত হয়-- অস্পৃশ্য অন্ত্যজ বর্ণের হস্তে এরূপ সম্পত্তি ন্যস্ত হয় না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইব, বল্লালসেন শিবপূজার নিমিত্ত পীতাম্বর নাথকে অনেক ভূ-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহাতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে পীতাম্বর নাথ এবং তাঁহার



স্বজাতীয়গণ ব্রাহ্মণ শ্রেণী মধ্যেই পরিগণিত ছিলেন।

ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোনও জাতির হিন্দু-দেব-দেবীর পূজা করিবার অধিকার নাই। ধৃষ্টতাবশতঃ অব্রাহ্মণ কেহ কোন দেবতার পূজা আরম্ভ করিলে, ব্রাহ্মণাদি কেহই সেই দেবতার নিকট পূজা দেন না, অথবা সেই দেবতাকে প্রণামাদিও করেন না। ইহাই হিন্দুদিগের নীতি। কিন্তু বল্লাল-চরিতে দেখিতে পাওয়া যায়, পীতাম্বর নাথ শিবপূজা করিতেন, জটেশ্বর মহাদেবের মোহন্তও যোগী ছিলেন। এই সকল শিবমন্দিরে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই ভক্তিসহকারে পূজা দিতেন। ইহাতে কি যোগিদের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদিত হয়না? আর যদি যোগিগণ ব্রাহ্মণই না হইতেন-যদি পৌরোহিত্যে তাঁহাদের শাস্ত্রসঙ্গত অধিকারই না থাকিত, তবে ব্রাহ্মণগণ যে যোগিদিগের হস্তে এই শিবপূজার পৌরোহিত্য ছাড়িয়া দিতেন, এবং যোগিদিগের পূজিত শিবমন্দিরে যে ব্রাহ্মণগণ পূজাদি প্রদান করিতেন, ইহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। অতএব দেখা গেল, বল্লালচরিতের মতে যোগিগণ ব্রাহ্মণ এবং বল্লালসেনের সময়ে তাঁহাদের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত উন্নত ছিল, ব্রাহ্মণগণের সম্মান অপেক্ষা সমাজে যোগিদের সম্মান কোনও অংশে হেয় ছিল না।"

(বঙ্গীয় যোগিজাতি।)

(১০) যোগিজাতি শালগ্রামাদির পূজাও করিতেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত শালগ্রাম-পূজার অধিকার অপর জাতির নাই। যোগীরা ব্রাহ্মণ না হইলে কখনই শালগ্রাম-শিলা স্পর্শ ও তাঁহার পূজা করিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণগণ যেমন স্বহস্তে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা প্রণব উচ্চারণ করিতে পারেন। অন্ন ব্যঞ্জন দ্বারা দেব-দেবীর ভোগ দেন এবং তীর্থাদিতে নানা স্থানে আজিও সর্ব্বজাতির পৌরোহিত্য ও ধর্ম্মগুরুত্ব করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই সকল এবং অন্যান্য আরও নানা ব্রাহ্মণোচিত অধিকার সর্ব্ব জাতিই আবহমানকাল স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ইহারা ব্রাহ্মণ না হইলে কখনই এরূপ অধিকার স্বীকৃত হইত না।

(১১) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-এই তিনটী দ্বিজাতির যজন যাজনের অধিকার আছে। এতদ্ব্যতীত অপর কোন জাতির সে অধিকার নাই। তাহারা ব্রাহ্মণজাতির কোন ব্যক্তির সহয়তার অর্থাৎ পৌরোহিত্যে স্বীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কালক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সংখ্যালোপের সহিত ভারতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শূদ্রদের বেদে অধিকার না থাকায় তাহারা ব্রাহ্মণকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়াছে। এইরূপে শূদ্রও ব্রাহ্মণ পুরোহিত পাইয়াছে। যোগিজাতি স্বয়ং ব্রাহ্মণ বলিয়া অপর কোন ব্রাহ্মণকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন নাই। ব্রাহ্মণ যেমন নিজ নিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম স্বয়ং বা স্বজাতীয় কোন পুরোহিত দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, তদ্রূপ যোগিজাতিও স্বয়ং বা স্বশ্রেণীর ব্যক্তিদ্বারা পৌরোহিত্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের যদি ব্রাহ্মণ্যে বিশ্বাস না থাকিত, তবে এরূপ করিতে সাহসী হইতেন না। নিশ্চয়ই কোন ব্রাহ্মণকে পৌরহিত্যে বরণ করিতেন। স্বীয় ব্রাহ্মণ্যে বিশ্বাস ছিল বলিয়াই করেন নাই। শূদ্রও যখন ব্রাহ্মণ পুরোহিত পাইয়াছে, তখন যোগিগণ যে পাইতেন না, এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না। প্রশ্ন হইতে পারে-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতির যখন যজন-যাজনাধিকার আছে, তখন যোগিজাতি ব্রাহ্মণ না হইয়া ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যও ত হইতে

পারেন। উত্তরে বলা যায়, যোগিজাতির আচার ব্যবহার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মত নহে, কখনও ছিল না; শাস্ত্রেও তাঁহাদের সেরূপ আচার উল্লিখিত হয় নাই। ব্রাহ্মণাচার উল্লেখই সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

(১২) "পাশুপত-মতাবলম্বী নাথ যোগিদিগের সম্বন্ধে কুর্ম্মপুরাণ বলেনঃ-

"ততঃ পাশুপতাঃ শান্তা ভস্মোদ্ধলিত বিগ্রহাঃ।
দ্রষ্টুং সমাগতা রুদ্রং মধ্যমে-শ্বরমীশ্বম্ ॥ ৬
ওঙ্কারাসক্ত মনসো বেদাধ্যয়ন-তৎপরাঃ।
জটিলা মুণ্ডিতাশ্চাপি শুদ্ধ যজ্ঞোপবীতিনঃ ॥৭
কৌপিনবাসনাঃ কেচিদপরে চাপ্যবাসসঃ।
ব্রহ্মচর্য্যরতাঃ শান্তা দান্তা বৈ জ্ঞান-তৎপরাঃ" ॥৮ পূর্ব্বভোগ–৩৩ অধ্যায়।

অর্থাৎ অনন্তর শান্ত, ভস্মলিপ্ত–কলেবর পাশুপতেরা ভগবান্ মধ্যমেশ্বর দেবকে দর্শন করিতে আগমন করিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ জটাধারী, কেহ মুণ্ডিদ মস্তক, কেহ-কৌপীন পরিহিত, কেহ দিগম্বর; কিন্তু সকলেই ওঁঙ্কারাসক্ত-চিত্ত; বেদাধ্যয়ন-নিরত, শুদ্ধ যজ্ঞোপবীতধারী, ব্রহ্মচর্য্যনিরত, শান্ত, দান্ত এবং জ্ঞাননিষ্ঠ। এই স্থলে দেখা গেল, পাশুপত নাথ যোগিদিগের সকলেই ওঁঙ্কারাসক্ত-চিত্ত, সকলেই বেদাধ্যয়ন-রত, সকলেই যজ্ঞোপবীতধারী পাশুপত-মতের আচার্য্য মহাত্মা মৎস্যেন্দ্রনাথও তদ্রূপই ছিলেন; সুতরাং তিনি এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের সকলেই যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? নতুবা তাঁহার উপদিষ্ট পাশুপত-মতের অনুসরণকারী লোকদিগের বেদাধ্যয়নে, যজ্ঞোপবীত ধারণে এবং প্রণবোচ্চারণে কিরূপে অধিকার জন্মিল?

(১৩) জাতিগত উপাধি দ্বারা হিন্দুদিগের প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই পূর্ব্বতন সামাজিক অবস্থা সূচিত হয়। ব্রাহ্মণের জাতিগত উপাধি শর্ম্মা-এই উপাধি দ্বারা ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্য সূচিত হয়। শূদ্রদিগের জাতিগত উপাধি দাস–ইহা দ্বারা সূচিত হয় যে, অন্য বর্ণত্রয়ের দাসত্বই ইহাদের কার্য্য ছিল। ধনে, মানে, বিদ্যায় হিন্দুসমাজের উন্নত আসনে অধিষ্ঠিত কায়স্থগণ রঘুনন্দনের ব্যবস্থার ফলে বঙ্গদেশে যখন শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন, তখন তাহাদেরও জাতিগত উপাধি "দাস" হইয়া পড়িল। তাই প্রত্যেকেই লিখিতেন বা বলিতেন–অমুক দাস ঘোষ, অমুক দাস বসু, অমুক দাস গুহ ইত্যাদি। এই রূপে নাথ-যোগিদের "নাথ" * উপাধিরও একটা মূল আছে। নাথ উপাধি দ্বারা তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব এবং গুরুতা ব্যবসায়ই সুচিত হয়। স্মরণাতীত কাল হইতে নাথ-যোগিদের স্ত্রীলোকের "দেবী" উপাধি প্রচলিত আছে; ইহাও যোগিদিগের দ্বিজত্বের পরিচায়ক।

---

* মহাদেবের অনেকগুলি নামের অন্তে "নাথ" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা–চন্দ্রনাথ, শম্ভুনাথ, আদিনাথ, বৈদ্যনাথ ইত্যাদি। সাধন-বলে নাথ-যোগিগণের যখন "সোহহং" বা "শিবোহম্" জ্ঞান জন্মিয়াছিল, যখন তাঁহারা জ্ঞানবলে সাধারণ ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলী অথবা তাঁহাদের মতাবলম্বীগণ যে তাঁহাদিগকে গৌরব-সূচক শিবত্বজ্ঞাপক "নাথ" উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছিলেন, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কালক্রমে এই "নাথ" তাহাদের বংশানুক্রমিক উপাধি হইয়া পড়িল।



(১৪) নাথ যোগিগণের সকলেরই শিবগোত্র। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের যোগিদিগেরও শিবগোত্র। শাস্ত্রেও শিবগোত্রের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোনও জাতির নিজের গোত্র নাই। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি তাহাদের নিজ নিজ কুল-পুরোহিতের গোত্রকেই আপনাদের গোত্র বলিয়া মনে করে। কিন্তু যোগিদিগের নিজের গোত্র আছে। ইহাতেও যোগিদিগের শ্রেষ্ঠত্ব ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

(১৫) নাথ-যোগিগণের গুরুতা ব্যবসায় ছিল। তজ্জন্য তাঁহারা জগদ্বিখ্যাত ছিলেন। শৈবমঠ ও শৈবতীর্থের মোহন্তরূপে তাঁহারা চতুর্ব্বর্ণের তীর্থ-গুরুত্ব করিতেন। ভগবান্ শঙ্করের অবতার শঙ্করাচার্য্য নাথ-গুরু গোবিন্দনাথের শিষ্য ছিলেন– তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় অবতার, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এবং অনেক রাজগণ তাঁহাদের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন–তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়াদিতে আমরা দেখিতে পাইব। আমরা দেখিতে পাইব যে, যোগিবর অগস্ত্যের নিকট রামচন্দ্র, সন্দিপানির নিকট শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম, জনৈক যোগীর নিকট বুদ্ধদেব, শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাণ্ডচোল গুপ্তরাজগণ শৈব ছিলেন। তাঁহারা শৈব যোগিদের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। পাল-রাজগণ শৈব ছিলেন এবং নাথ-যোগিদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তাঁহারাও ইহাঁদিগের শিষ্য ছিলেন। ধুলনাথ নামক জনৈক নাথ-যোগী সেনবংশের আদি রাজা আদিশূরের গুরু ছিলেন। পীতাম্বর নাথকে বল্লালসেন গুরুবৎ পূজা করিদেন-তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নেপালাধিপতি মৎস্যেন্দ্র নাথকে স্বরাজ্যে আহবান করিয়া নিয়া তাঁহাকে তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেণ এবং সমগ্র নেপালরাজ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরুরূপে তাঁহার পূজার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যোধপুরের রাজা মানসিংহ দেবনাথ-নামক জনৈক যোগীকে গুরুরূপে বরণ করেন। যোধপুরে প্রাচীর-বেষ্টিত এক যোগমঠ আছে। তথাকার যোগিগণ যোধপুর রাজ্যের রাজগণও জনসাধারণের গুরুতা করিতেন। উদয়পুরের এক-লিঙ্গেশ্বরের মোহন্তগণ উদয়পুর-রাজকর্ত্তৃক গুরুরূপে পূজিত হন। গোরক্ষনাথ উদয়পুরের রাজা বাপ্পারাওকে একখানি তরবারি দিয়াছিলেন। তাহা এখনও উদয়পুর রাজধানীতে পূজিত হয়। গোরক্ষনাথ রাণী ময়নামতীর গুরু ছিলেন। ময়নামতীর পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্র গোরক্ষনাথের শিষ্য হাড়িফা যোগীর শিষ্য ছিলেন। বগুড়ার শালবন রাজাও গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন জানা যায়। গোরক্ষা নাথ ও মস্যেন্দ্রনাথের বিগ্রহ ভারত ও ভারতের বাহিরে অনেক স্থানে এখনও গুরুরূপে পূজিত হন। এখনও রাজপুতনা ও পঞ্জাবের অনেক রাজগণ পঞ্জাবের বহর যোগমঠের, গোরক্ষপুরের গোরক্ষনাথের মঠের এবং অন্যান্য স্থানের যোগমঠের নাথ-মোহান্ত কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া থাকেন। চতুর্ব্বর্ণের ,অপর জনসাধারণেরও গুরুতা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ না হইলে কখনও তাঁহাদের নিকট মহাপুরুষ, রাজগণ ও হিন্দু জনসাধারণ দীক্ষিত হইতেন না। তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মতেজ না থাকিলে তাঁহারা কখনও এ বরেণ্য পদ লাভ করিতে পারিতেন না।

'বঙ্গীয় যোগিজাতি' ও 'যোগি-সখা' হইতে এস্থলে ত্রিপুরা ও বরিশালের কতিপয় নাথগুরু ও তাঁহাদের শিষ্যের নাম উল্লেখ করা হইল। সময়াভাববশতঃ অন্যান্য স্থানের গুরুগণের বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

১। গুরু শ্রীযুক্ত কালিকাপ্রসাদ দেবনাথ, পোঃ বিদ্যাকুট, জিং ত্রিপুরা। তাঁহার শিষ্য (১) শ্রীকেদারচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ও তাঁহার মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি) পিতা মৃত নবকিশোর চক্রবর্ত্তী(কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ)। (২) শ্রী গৌরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (৩) শ্রীতিতামণি দে পিতা মৃত শাচুনচন্দ্র দে (কারস্থ)। (৪) শ্রীকৈলাসচন্দ্র দে, পিতা নবীনচন্দ্র দে, সাং বিদ্যকুট। (৫) শ্রীকামিনীকুমার দে পিতা মৃত রামসুন্দর দে। (৬) শ্রীমহেশচন্দ্র দে।

২। গুরু শ্রীযুক্ত রামকান্ত দেবনাথ, সাং রুটী, পোঃ তন্তর, জেং ত্রিপুরা। তাঁহার শিষ্য (১) শ্রীপ্রসন্নকুমার দত্ত (কায়স্থ)। (২) শ্রীদীনবন্ধু দেব (কায়স্থ)। (৩) শ্রীদীনবন্ধু শীল (ক্ষৌরকার) গ্রাম বাজকাটি। (৪) শ্রীহরচন্দ্র শীল, এতদ্ব্যতীত ইহারপর অনেক উচ্চবংশ-জাত বৈদশিষ্যও আছেন, বিশেষ কারণে, তাহাদের নাম প্রকাশ করা হইল না।

৩। গুরু শ্রীযুক্ত মথুরামোহন দেবনাথ, গ্রাঃ উলচাপাড়া, পোঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ত্রিপুরা, তাঁহারা শিষ্য (১) শ্রীমোহন শর্ম্মা। (২) শ্রীঅমৃতলাল শীল।

৪। গুরু শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দেবনাথ, গ্রাঃ তালসহর, পোঃ অষ্টগ্রম, ত্রিপুরা। ইহার ও অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি শিষ্য আছেন।

৫। গুরু ৺কালীচরণ নাথ (সান্ন্যাসী) গ্রাঃ উসিউড়া, পোঃ সুলতানপুর, ত্রিপুরা। ইনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য প্রভৃতি সকলেই ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত সকল শ্রেনীর হিন্দুই তাঁহার সমাধিস্থানকে পূজা করিতেছেন। ইহার নামানুসারে প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসের পাঁচ তারিখ উসিউড়ার মেলা হইয়া থাকে।

৬। গুরু ৺অর্জ্জুনচন্দ্র নাথ (সান্ন্যাসী) গ্রাম বাদুরপুর, পোঃ তালসহর, ত্রিপুরা। ইনিও পুর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; এবং ইহার সমাধিও আজ পর্য্যন্ত পূজিত হইতেছে।

৭। গুরু ৺মণিরাম নাথ (সন্ন্যাসী) গ্রাম বিটঘর, ইনিও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুই ইহার সমাধি পূজা করিয়া থাকেন; কিন্তু যোগী ব্যতীত অন্য কাহারও পূজা দিবার অধিকার নাই।

৮। গুরু শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দেবনাথ, গ্রাম রুটী, পোঃ তন্তর, ত্রিপুরা। তাঁহার শিষ্য শ্রীচণ্ডীচরণ রুদ্রপাল (কুম্ভকার) পিতামৃত কমলচন্দ্র রুদ্রপাল। ইহার অনেক শিষ্য আছে। ইহার পিতার নাম দীনদয়াল দেবনাথ, পিতামহের নাম উদ্ধবচন্দ্র দেবনাথ (সান্ন্যাসী); উদ্ধব নাথ বেশ প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল। উত্তরাধিকার সুত্রেই নবদ্বীপ দেবনাথ তাঁহার শিষ্যমহল পাইয়াছেন।

(বঙ্গীয় যোগিজাতি)

৯। গুরু শ্রী অভয়াচরণ নাথ সাধু, তাঁহার ও অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতীয় শিষ্য



আছেন। নিম্নে কয়েকজনের নাম দেওয়া হইল ঃ

(১) শ্রী নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বি,এ,বি,টি (কায়স্থ)। (২) শ্রী অক্ষয়কুমার গুহ ঠাকুরতা (কায়স্থ)। (৩) শ্রী সত্যরঞ্জন রায়, (কায়স্থ)। (৪) শ্রী আশুতোষ গুহ, শিক্ষক (কায়স্থ)। তাঁহারা তাঁহাদের গুরুদেব শ্রীযুক্ত অভয়চরণ নাথের ভুক্তাবশেষ প্রসাদ স্বরূপ প্রকাশ্যে গ্রহণ করেন। এই সমস্ত শিষ্য ভিন্ন তাঁহার সাহা , কুম্ভকার প্রভৃতি জাবতীয় শিষ্য আছে। (যোগিসখা) এইরূপ আরও অনেক গুরুর নাম করা যাইতে পারে। যাঁহাদের নাম করা হইল, স্থানাভাববশতঃ তাঁহাদের সকল শিষ্যের নামও প্রকাশ করা হইল না। যে সকল নাথ-গুরুগণের নাম বলা হইল, তাঁহারা স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত নহেন। ইহাঁরাও অন্যান্য যোগিদিগের ন্যায় সংসারী; ঠিক এক ভাবেই বৈদিক ক্রিয়াদি করিয়া থাকেন। সাধারণ যোগিদিগের সহিত ইহাদের বিবাহাদি সর্ব্ববিধ সামাজিক কার্য্য হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইহাঁদের যে সমস্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যাদি জাতীয় শিষ্য আছেন, তাঁহারা সকলেই প্রকাশ্যভাবে প্রসাদ জ্ঞানে ইহাঁদের উচ্ছিষ্ট ও চরণামৃত গ্রহণ করিয়া থাকেন; বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে, প্রকাশ্য সভায়ই ব্রাহ্মণ, কায়স্থাদি শিষ্যগণ গুরুবরণ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহারা সমাজে নিন্দিত হন না। নাথযোগিগণ যে ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভুত, ইহা অপেক্ষা তাহার আর বিশিষ্ট প্রমাণ কি হইতে পারে? উপরোক্ত প্রমাণগুলি ব্যতীত যোগিজাতির ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে আধুনিক পণ্ডিত, প্রত্ন-তাত্ত্বিক, সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং অপরাপর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাদের কতিপয় বিবরণের আবশ্যক অংশ পাঠকগণের সুবিধার জন্য এখানে প্রদত্ত হইলঃ-

(১) ভারতের অবজ্ঞাত নিম্নশ্রেণীর অকৃত্রিম বান্ধব, বঙ্গবিখ্যাত সমাজসংস্কারক, বিখ্যাত বাগ্মী, জাতিভেদ, শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার, জলচল ও স্পর্শদোষ বিচার, চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ, দেবীপূজায় জীববলি, প্রেমাবতার শ্রীগৌরঙ্গ, বিদেশীবর্জ্জন, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, স্বাধীনতার বাণী, গো-কোরবাণি, বিধবার নির্জ্জলা একাদশী, মালীজাতির উদ্বোধন, স্বরাজ-সাধনায় নরসুন্দর সমাজ, বৈশ্যতত্ত্ব বা তেলীজাতির ইতিবৃত্ত, বৈশ্যতত্ত্ববয় জাতির জাগরণ, কোচজাতির জাগরণ, বড়-হাড়ি জাতির উদ্বোধন, বাহক বেহারা জাতির জাগরণ, নিগীড়িতের নূতন বেদ, স্বরাজ কারাবাস, জল চলে আশার সংবাদ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, নবদ্বীপ বিশ্ব-বৈষ্ণব-সভার উপাধিপ্রাপ্ত, ব্রাহ্মণকুল-তিলক, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যভূষণ মহাশয় ১৩৩৩ বাং ১৬ই কার্ত্তিক লিখিয়াছেন,-

"আমি যোগি-ভ্রাতাগণকে ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করি।"

(২) পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় ১২৯৬ সালের ৭ই পৌষ লিখিয়াছেন,-

*** "যোগিজাতি রুদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ ও পূর্ব্বে ইহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ যাজনাদি কার্য্য করিতেন।" (বল্লাল-চরিত)।

(৩) সুপ্রসিদ্ধ জমিদার, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন,-

*** "আমি রাজপুতনা-ভ্রমণকালে জনৈক নাথযোগির ভবনে অতিথি হইয়াছিলাম। আমি তাঁহার গৃহে আহার করিয়াছি। পশ্চিমাঞ্চলের নাথযোগিগণ ব্রাহ্মণ কিন্তু বঙ্গে আমরা যোগিদিগকে পতিত করিয়া রাখিয়াছি।" **** (সঞ্জীবনী, ১লা কার্ত্তিক, সন ১৩৩০।)

(৪) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যেপধ্যায় মহাশয় গৌরীবারীয়া কলিকাতা হইতে লিখিয়াছেন,– *** "যোগিজাতি যে রুদ্রবংশীয় রুদ্রজ- ব্রাহ্মণ তাহার অনেকটা প্রমাণ পাওয়া যায়। *** জানি না, আমাদের পূর্ব্ব- পুরুষগণ কি কারণে এই যোগি-ভ্রাতৃগণের সহিত গৃহবিচ্ছেদ করিয়া, ইহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া কি তৃপ্তিলাভ করিয়া ছিলেন? *** আমার স্বজাতি ব্রাহ্মণমণ্ডলী যতদিন না স্বজাতির প্রতি অনুকূল হন; ততদিন সমাজের দোহাই দিয়া, ভাই হয়েও আমি এই যোগিভ্রাতৃগণকে দূরে রাখিতেছি; তজ্জন্য পরমেশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন।"

(৫) সুপ্রসিদ্ধ কবি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার "চন্দ্রনাথ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,–***"নাথবংশীয় যোগিজাতির শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ক্রিয়াকণ্ড সামবেদীয় ব্রাহ্মণবৎ, মন্ত্রও তদ্রূপ, অন্যথা তাহা পণ্ড হইবে।"

(৬) কলিকাতা কালীঘাটের একতম অধিকারী, অতিবৃদ্ধ গুণজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আমার আত্মীয় বাবু রুদ্রপ্রসাদ মজুমদার বি, এ মহাশয়ের সহিত একদিন যোগিজাতিসম্বন্ধীয় কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,-

"আপনারা ব্রাহ্মন ছিলেন, যোগ অবলম্বনহেতু 'যোগী' হইয়াছেন।"

(৭) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ "শ্রীবৎসচরিতম্" গ্রন্থের ১৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,- এই জাতির উপাধি নাথ, ইহারা শিবগোত্র নামে কথিত হয়। ইহাদের ক্রিয়াপদ্ধতি সামবেদীয় ব্রাহ্মণের ন্যায়, স্ত্রীলোকেরা দেবীপাঠ ব্যবহার করে, ইহাদের অশৌচ দশাহ মাত্র।"

(৮) স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়া গিয়াছেন,-"*** নাথ শব্দের অর্থ প্রভু, গুরু; সুতরাং নাথ-শব্দ সম্মান বাচক। এই উপাধি দ্বারা বুঝা যায়, যোগিগণ একসময়ে হিন্দু সাধারণের গুরু বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। যদি তাঁহারা ব্রাহ্মণ না হইতেন, তাহা হইলে, অপর সাধারণ কখনও তাহাদিগকে গুরুরূপে মান্য করিত না। ***নেপাল অতি বিস্তীর্ণ পুরাতন স্বাধীন রাজ্য; এই রাজ্যে বহু সংখ্যক প্রাচীন নাথ-যোগীর নিবাস আছে। তাঁহারা প্রায় সকলেই যোগমার্গে রত এবং ঐ প্রদেশস্থ সমস্ত হিন্দুজাতির অর্থাৎ চতুর্ব্বর্ণের গুরুপদে বরণীয়। ***ইহারা নাথবংশ-সম্ভূত যোগী, এই অঞ্চলে ইহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত।"

(৯) "যোগিগণ ৯ শত বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণবৎ পূজিত ও সম্মানিত হইতেন; বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যান্য স্থানে আজও ইহারা পূর্ব্ববৎ পূজিত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন।"***

(সঞ্জীবনী, ১৩০৩ সাল)



(১০) টেলবয়জ হুইলার তাঁহার "ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও নেপালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে" লিখিয়াছেন,–

" এক শ্রেণীর সুপবিত্র ও উন্নত ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁহাদিগকে ' নাথ' ও 'স্বামী' বলা হইত এবং সকলেই তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় পূজা করিত। তাঁহারা রাজ রাজড়ার উপর প্রভূত আধিপত্য বিস্তার করিয়া ছিলেন।"

(১১) ভুবনবিখ্যাত মহাপুরুষ আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এম, এ, কে, টি, সি, আই, ই ; ডি, এস্-সি, পি, এইচ, ডি, মহাশয় বলেন,- "যোগিজাতির মধ্যে সংস্কৃত চর্চ্চা খুব বেশী। তাহা দেখিয়া মনে হয় ব্রাহ্মণত্বের দাবী ইহাদের আছে। যাহা যাহাদের নাই, তাহা লইয়া তাঁহারা কখনও দাবী করে না।"(১)

(১২) সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া, এম, এ, ডি, লিট, (লণ্ডন) মহাশয় বলেন,- "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব-প্রবর্ত্তিত পরম প্রেমরূপ ভাগবত-ধর্ম্ম এবং সর্ব্বপাপ-তাপহর, ভয়-ভৈরববারণকর সুমধুর হরিনাম গ্রহণ এবং বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন হওয়ার পূর্ব্বে এই সমাজের লোকসকল মৎস্যেন্দ্রনাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ ও বিন্দুনাথ প্রভৃতি নাথ-পদবী-বিশিষ্ট ভারতবিশ্রুত সিদ্ধ যোগিরাজগণের উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই সমাজের নরনারী যোগী ও যোগিনী বেশে সর্ব্বত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিতেন। সন্ন্যাস গ্রহণ এবং যোগসাধনের দ্বারা মোক্ষলাভ করাই এই সমাজের চরম লক্ষ্য ছিল। এই সমাজের ধর্ম্মোপদেষ্টা বা কুল-গুরুগণ স্মৃতিশাস্ত্রকার ও গণক ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় গার্হস্থ্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না। এই সমাজের ধারণায় ইহার ধর্ম্মোপদেষ্টা কুলগুরুগণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ইহার আপামর সাধারণ সকলেরই এই উচ্চপদ লাভের অধিকার ছিল। বল্লাল-চরিত হইতে যে সকল আভাস পাওয়া যায়, তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই, যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে নাথপন্থ যোগি- সন্ন্যাসীগণ রুদ্রজ-ব্রাহ্মণরূপে গৌড়, বঙ্গ ও ত্রিকলিঙ্গে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন, তাঁহাদিগের দ্বারা পূজাকার্য্য সম্পাদন করাইতে পারিলে সকলে চরিতার্থ বোধ করিতেন। বৌদ্ধ, রামাৎ, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরা মৎস্যেন্দ্রনাথ-প্রমুখ নাথ-নামধেয় সিদ্ধ যোগিপ্রবরগণের আদর্শ অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছিলেন।" (যোগি-সমাজের মর্ম্মস্থল, প্রাণস্পন্দন ও গতি-বিধি।)

(১৩) বরিশালের গৌরব, শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের অকৃত্রিম সুহৃদ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নিশিথচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন,- "ব্রাহ্মণত্বের গুণ আপনাদের ছিল ব'লেই আপনারা ব্রাহ্মণের দাস হন নাই। আপনারা নিজের মধ্যে গুণের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই জন্য শ্রেষ্ঠত্বলাভও করেছিলেন।" (1)

* * *

(১৪) সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তমেনাশচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম, এ, মহাশয় "ইতিহাস ও আলোচনা" নামক মাসিক পত্রিকার ১৩২৮ বাং শ্রাবণ-সংখ্যায় "নাথধর্ম্ম" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,- "হিন্দুর দেবতা ব্রাহ্মণ, নাথপন্থীগণ মানিলেও ইহাদিগের স্থান মহাজ্ঞানপ্রাপ্ত সিদ্ধাইগণের অনেক নিম্নে।"

১ যোগিসখা পত্রিকা ১৩৩০, পৌষ সংখ্যা ২৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৫) মার্কোপোল * সাহেবের মত,- "মার্কোপোলো ছুগী (Chugi) শব্দে যোগীদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইঁহারা ব্রাহ্মণ (a brahman) ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়।" (বিশ্বকোষ, যোগিন্ শব্দ দ্রষ্টব্য।)

(১৬) সঞ্জীবনী, ১৩৩০ সাল, ৬ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস, "স্পর্শদোষ-প্রথা" প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,- * * * "পূর্ব্বে যোগীরা "রুদ্রজ-ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণবৎ পূজিত ও সম্মানিত হইতেন।

(১৭) ভুবন-বিখ্যাত মহাপুরুষ, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সর্ব্বপ্রধান অগ্রণী "বেঙ্গলী" নামক ইংরাজী পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,-

"যোগীদের বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সামদেবীয় ব্রাহ্মণগণের ন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যোগীরা যে স্মরণাতীত কাল হইতে নাথ-উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহা দ্বারাই বুঝা যায়, পূর্ব্বকালে ইহাদের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত উন্নত ছিল।" (-বেঙ্গলী, ১৯১০, ২৭শে এপ্রিল, অনুবাদ)

(১৮) হিতবাদী (১৩৩০ সাল) লিখিয়াছেন,-

"যোগিজাতি যে অস্পৃশ্য হীন নহেন, ব্রাহ্মণের বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা প্রধানতঃ মহানুভব মণিমোহন নাথের চেষ্টাতেই সপ্রমাণ হইয়াছে।"

(১৯) স্বনামখ্যাত কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার " Dying race" নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন,-

"The yogis have successfully contested with the Brahmins. Now the class of people occupying a social position lower than that of the Brahmins is known to have contested the superiority of the Brahmins. Yogis also would never have dared to enter into any contest with the Brahmins had they not been convinced of the fact that their origin was in no way inferior to that of the brahmins."

অর্থাৎ যোগিজাতি কৃতকার্য্যতার সহিত ব্রাহ্মণদের সহিত বিরোধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিম্নস্তরের কোন জাতিই ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। ব্রাহ্মণের উৎপত্তি অপেক্ষা তাঁহাদের উৎপত্তি কোন অংশে হীন নহে, এ বিষয়ে তাঁহাদের স্থির বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহারা কখনই ব্রাহ্মণদের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইতেন না।

(২০) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন বলেন,-"যুগীশব্দ যোগী শব্দেরই অপভ্রংশ।" "কায়স্থ কৌস্তভ" নামক অতি প্রাচীন গ্রন্থের ১০৬ পৃষ্ঠায় এই কথা লিখিত আছে। ঐ গ্রন্থের মতে নাথ-যোগিগণ ব্রাহ্মণ।"

(২১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন,-

"যোগিজাতি ব্রাহ্মণ-পর্য্যায়-ভুক্ত। শাস্ত্রাদিতে উহার যথেষ্ট প্রামাণ আছে।"

* Marcopolo's Taavels. VOL. 11, P130

# তৃতীয় অধ্যায়

## (ব্রাহ্মণ-জাতির শ্রেণী-বিভাগ।)

জন্মগত অধিকারবলে এক ব্রাহ্মণজাতি-ভুক্ত হইয়াও কিরূপে রুদ্রজ ব্রাহ্মণগণ আবার ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে স্বাতন্ত্র্যলাভ করিয়া ছিলেন, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। বৈদিক ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান-মূলক ইহাতে যাগ যজ্ঞ পশুহত্যা প্রভৃতির অত্যন্ত বাহুল্য ছিল। এই ধর্ম্মে তেজোময় ও শক্তিশালী প্রত্যেক প্রাকৃতিক পদার্থেরই এক একটী অধিষ্ঠাতৃ দেবতা কল্পিত হইয়াছে এবং তাহার পূজা বিহিত হইয়াছে। প্রকৃতিকে প্রবল পরাক্রান্ত জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রসাদলাভের জন্য বৈদিক সাধক সর্ব্বদা তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে নানাভাবে পূজা করিতেন। এই ধর্ম্মে, আত্মার উৎকর্ষলাভের বড় বিশেষ কিছু ছিলনা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের ভিতর প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা তাহাতে বিশেষ প্রীত হইলেন না; তজ্জন্য আধ্যাত্মিক-চিন্তামূলক উপনিষদের সৃষ্টি হইল। উপনিষদে অনেক তত্ত্বের অবতারণা ও মীমাংসা করা হইল। কিন্তু তত্ত্বপিপাসুগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না-তাঁহারা আরও কিছুর জন্য লালায়িত হইলেন। এ পিপাসা প্রথমে রুদ্রজ ব্রাহ্মণগণের মনেই উদিত হইল। মহাজ্ঞানী মহারুদ্রের অংশে জন্মগ্রহণ করাতে তাঁহাদের মনে স্বতঃই জ্ঞান-পিপাসা প্রবল ছিল। এই জগতের স্রষ্টা কে, তাহার প্রাপ্তির উপায় কি, ক্ষুদ্র মানবদেহে পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের কোন সাদৃশ্য আছে কিনা? মানব কোন প্রকারে সাধন-বলে প্রকৃতির উপর প্রাধান্য করিতে পারে কিনা? ক্ষুদ্র মানব দেহে ঈশ্বরত্ব জাগান যায় কিনা? এবং সেই প্রবুদ্ধ ঐশীশক্তি বলে প্রকৃতির নিয়ম-শৃঙ্খলার উপর প্রাধান্য-লাভ বা সেই নিয়ম-শৃঙ্খলাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারা যায় কিনা? ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে রুদ্রজব্রাহ্মণগণ ইচ্ছুক হইলেন। দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার সন্তানদিগের এই ঐকান্তিক জ্ঞান-পিপাসা লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে আনন্দের সহিত সেই জ্ঞান প্রদান করিলেন। রুদ্রজব্রাহ্মণগণ মহারুদ্রের নিকট প্রকৃতি-বিজয়ী যোগ-কৌশল লাভ করিলেন। এইজ্ঞান সাধন-মূলক। নিষ্কাম ও নিবৃত্তি-মার্গাবলম্বী অধ্যবসায়ী সাধক ব্যতীত এই জ্ঞানে কেহ সিদ্ধ হইতে পারে না। নির্জ্জন সাধনাও ইহাতে আবশ্যক। যেহেতু ইহাতে চিত্তস্থৈর্য্যের একান্ত আবশ্যকতা। জাগতিক সমুদয় ব্যাপার হইতে মন ও ইন্দ্রিয়কে আকর্ষিত করিয়া অন্তর্মুখীন করিতে হয়। লোকালয়ের হট্টগোলে ইহার সাধনা হয়না। তাই রুদ্রজ-ব্রাহ্মণগণ লোকালয় ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইলেন। নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া যোগ-সাধনে তৎপর হইলেন। ফল মূল তাঁহাদের ভক্ষ্য হইল, তাঁহারা সর্ব্ব-বিষয়ের ভোগ-বিলাসে বিরত হইলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ লোকালয়ে রহিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে রুদ্রজ ব্রাহ্মণগণ এইরূপে একটু দূরে সরিয়া পড়িলেন। লোকালয়ে যাহারা রহিলেন, তাহারা বৈদিক মতে ধর্ম্মচর্য্যায় ব্যাপৃত রহিলেন। যোগ-মার্গাবলম্বী রুদ্রজ ব্রাহ্মণগণ অরণ্যচারী হইলেও পর্ব্ব ও উৎসবাদিতে লোকালয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া বৈদিক মতাবলম্বী ব্রাহ্মণ-ভ্রাতৃগণের সহিত সময় সময় মিলিত হইবার সুযোগ পাইতেন। যোগমার্গাবলম্বী ব্রাহ্মণগণ যোগমার্গে থাকিয়া সাধন বলে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিলেন। তাঁহারা অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধির অধিকারী

হইলেন। তাঁহাদের সাধন-লব্ধ-জ্ঞান তাঁহারা গ্রন্থাদিতে নিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই হইতেই যোগদর্শনের উৎপত্তি হইল।

জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিমান বস্তুকে বৈদিক মতে যে ভয়ে ভয়ে পূজা করা হইত, যোগমার্গাবলম্বী সাধকগণ যোগবলে তাঁহাদের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারিলেন। তাঁহারা যোগবলে দেহকে লঘুতম করিয়া জলের উপর, বায়ুর মধ্যে ও আকাশে অনায়াসে বিচরণ করিতে পারিতেন। অগ্নির দাহিকা-শক্তি, প্রভঞ্জনের প্রবল গতি তাঁহাদের আদেশে নষ্ট হইত। এই হইতেই তাঁহারা বৈদিক-মতে প্রাকৃতিক বস্তুর আরাধনায় ক্ষান্ত হইলেন, অর্থাৎ বিরত থাকিলেন বৈদিক যাগযজ্ঞেও তাঁহারা আস্থা হারাইলেন বা তাঁহারা তাঁহার আবশ্যকতা কিছু আছে বলিয়া মনে করিলেন না। বৈদিক পশু-হনন ও তাঁহারা নিন্দার চক্ষে দেখিলেন ; যেহেতু তাহাদের মতে এক পরমাত্মা সর্ব্বজীবে বর্ত্তমান। কেহ কাহারও ভক্ষ্য হইতে পারেনা। অরণ্যের ফল-মূলে যখন উদর পূরণ করা যায়, তখন আত্মার্থে পশু-হনন করিয়া পশুদেহে ক্লেশ দেওয়া পাপজনক বলিয়া বিবেচনা করিলেন। সাম্যমৈত্রী, তাঁহাদের মূল মন্ত্র হইল। তাঁহারা "অহিংসাধর্ম্ম" প্রচার করিলেন। বৈদিকধর্মে রুদ্রজ ব্রাহ্মণগণের এই অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা-হেতু তাহারা লোকালয়ের বৈদিক-ব্রাহ্মণসমাজের সমালোচনার পাত্র হইলেন। বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে আর প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিলেন না। তাহারা যোগমর্গের সাধক বলিয়া তাঁহাদিগকে যোগী বা যোগি-ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় আখ্যা দিলেন। ভারতের আদি ব্রাহ্মণজাতি এইরূপে দ্বিধা বিভক্ত হইল।

যে সকল বৈদিকব্রাহ্মণ লোকালয়ে থাকিয়া পশু-হনন-মূলক যজ্ঞ-পূজাদি কার্য্য, জনসাধারণের পৌরোহিত্য-কার্য্যে রত রহিলেন, কালক্রমে তাঁহারা রাজা, শিষ্য ও যজমানবর্গের দানে বিত্তবিশিষ্ট হইয়া বিলাসী ও নানা কুক্রিয়াসক্ত হইয়া পড়িলেন। যজন, যাজন, অধ্যাপনাদি ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য নাম-মাত্রে পর্য্যবসিত হইল। তাঁহারা কেহ ক্ষত্রধর্ম্মী (১) কেহ কেহ বৈশ্য ধর্ম্মী, কেহ কেহ বা শূদ্রধর্ম্মী হইলেন। (২), কেহ কেহ বা এতদুর অধঃপাতে যাইতে লাগিলেন যে দস্যুতা-চৌর্য্য-মিথ্যা-ভাষণ প্রভৃতি নীচবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। (৩) কোন কোন ব্রাহ্মণ পতিত হইয়া মাসিক ব্রাহ্মণ হইলেন। (৪) কোন কোন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেতর জাতীয়া কন্যা, এমন কি রাক্ষস-কন্যা পর্য্যন্ত বিবাহ করিয়া ব্রাহ্মণবংশে ব্রাহ্মণেতর জাতির রক্ত মিশ্রিত করিতে লাগিলেন। এই সকল অনুলোম

(১) "কাম-ভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যাক্তস্বধর্ম্মাঃ রক্তাঙ্গা স্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ।।
ভোগবাসনাপ্রিয় ক্রোধস্বভাব, সাহসী, স্বধর্ম্মত্যাগী দ্বিজ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।
পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, অশ্বত্থামা, ক্ষত্রধর্ম্মী ব্রাহ্মণের উদাহরণ স্থল।

(২) "গোভ্যা বৃত্তিং সমাস্থায়াপীতা কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মানানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতা।
হিংসানৃতপ্রিয়লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ ।।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ



সম্প্রবজাত সঙ্কর-ব্রাহ্মণগণ নানাপ্রকার গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া বৈদিকধর্ম্মের অবনতি করিতে লাগিলেন। নানাপ্রকার তন্ত্রগ্রন্থে মদ্য-মাংস-মৎস্য-মৈথুন-মুদ্রার সাধনা মোক্ষমূলক বলিয়া বিধিবদ্ধ করা হইল। বলা হইল-

"মদ্যং মাংসং চ মীনং চ মুদ্রা মৈথুনমেবচ এতে পঞ্চমকারাঃ স্যু র্মোক্ষদা হি যুগে যুগে।"

মদ্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা হইল,- "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পতিত ভূতলে। পুনরুত্থায় বৈ পীত্বা পুনর্জন্মা ন বিদ্যতে।।"

পঞ্চমকারের শেষ মকার সম্বন্ধেও যে ভীষণ ও বিভৎস ব্যবস্থা প্রদত্ত হইল, তাহা এখানে উল্লেখ করিয়া লেখনী কলুষিত করিতে চাই না। মূলকথা লোকালয়ের ব্রাহ্মণগণ ক্রমে প্রবৃত্তিমার্গের অতল গহ্বরে নামিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া নিবৃত্তমার্গাবলম্বী যোগি-ব্রাহ্মণগণ এই সকল ব্রাহ্মণগণকে হেয় জ্ঞান করিলেন (৫) এবং তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই যোগ-সাধন-হেতু লোকালয় ত্যাগ করতঃ অরণ্যবাসী হইয়া লোকালয়ের বৈদিকমার্গাবলম্বী ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃগণ হইতে এক প্রকার পৃথক ছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ সংশ্রব ত্যাগ করেন নাই। আবশ্যক হইলে লোকালয়ে আসিয়া ব্রাহ্মণ-ভ্রাতৃগণকে সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু যখন ব্রাহ্মণগণ তান্ত্রিকাচার অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্তির গভীরতম কূপে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন, তখন যোগমার্গাবলম্বী যোগি-ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণ সংশ্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। যোগি-ব্রাহ্মণগণের তান্ত্রিক-ব্রাহ্মণগণের সঙ্গ-ত্যাগ সম্বন্ধে চন্দ্রাদিত্য পরমাগমে এইরূপ লিখিত আছে-

পার্ব্বত্যুবাচঃ-কস্মাদ্‌যোগী ত্যজেৎ বিপ্রান্ মহাদেব ব্রবীষি মে।
মহাদেব উবাচঃ- কদাচারান্বিতে র্বিপ্রে র্মিথ্যাবাক্যং সদোচ্যতে।
প্রতিগ্রহে প্রলুব্ধৈশ্চ যাজিতেতরলোককৈঃ।
অতস্তু যোগিনঃ সর্ব্বে বিপ্রসঙ্গঞ্চ তত্যজুঃ।। * * *।
সর্ব্বে বভুবুস্তে বিপ্রাঃ কৌলিকা চারতৎপরা।
প্রণিন্যু স্তে বহূন্ প্রস্থান্ মহত স্তন্ত্র সংজ্ঞান্।
সংস্থাপ্য স্বমতং সর্ব্বেপ্রচেরু র্ধর্ম্ম মুত্তমং।
মুমুহ স্তে লোকান্ সর্ব্বান্ স্বয়ং বিপ্রে র্বভুবিরে।
মূলমন্ত্রং পরিত্যজ্য জল্পন্তি রচিতং সদা।
তাংশ্চ দৃষ্টা কুপিতা সা রাক্ষসান্ মূঢ়চেতসঃ। বিপ্ররূপ ধরান্ দেবী শশাপ তান্ রুষান্বিতা।

যাহারা কৃষি-বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন তাহারা বৈশ্যত্ব, আর যাহারা হিংসাশীল মিথ্যাপ্রিয়-লুব্ধ শৌচাচার-পরিভ্রষ্ট হইয়া সকল প্রকার নীচবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন সেই দ্বিজগণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

(৩) রত্নাকর, অজামিল প্রভৃতি উদাহরণস্থল।

(৪) "ব্রাহ্মণঃ পতিতো ভূত্বা মাসিকো ব্রাহ্মণো ভবেৎ।" (পরশুরাম-সংহিতা)

(৫) কূর্ম্মপুরাণের মতেও জানা যায় যে, যোগরত যোগী ঋষিগণ বিষয়াসক্ত প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।

অতস্তয়াতি সংক্ষিপ্তা তে পাষণ্ডা দুরাশ্রয়াঃ। বেদোক্ত কর্ম্মহীনাশ্চ তন্ত্রাচাররতাঃ সদা।
যূয়ং কলৌ ভবতৈতানিত্যাহ পরমেশ্বরী। কলৌ ত্রিংশৎ সহস্রাব্দে প্রাপ্ত কামা ভবন্তি চ।
নিঃশেষাতাং গতা পশ্চাদ্বীতার্থাশ্চান্ন চিন্তকা।" (চন্দ্রাদিত্য পরমাগম, ২২শ অঃ)

অনুবাদ-"পার্ব্বতী বলেন দেব করি নিবেদন। কি কারণে যোগিগণ ত্যাজিল ব্রাহ্মণ।। শুনিতে ব্যাকুল মম হইয়াছে মন। বিশেষ করিয়া দেব কহ বিবরণ।।

শঙ্কর বলেন দেবী শুন সমাচার, ব্রাহ্মণ হইল মিথ্যাবাদী স্বার্থপর।।
অর্থলুব্ধ দস্যুবৃত্তি কপট আচার। শূদ্রের যাজক স্ত্রৈণ হৈল ভ্রষ্টাচার।।
ইহা দেখি যোগিগণ বলেন ব্রাহ্মণে। এমত কুকার্য্য সবে কর কি কারণে।।
ধর্ম্মে স্থির কর মন হও শুদ্ধাচার। যাহাতে এ ভবার্ণবে হইবে উদ্ধার।।
নানারূপ বুঝাইল না শুনে ব্রাহ্মণ। একারণে পরিত্যাগ করে যোগিগণ।।
আর তবে যোগিগণ বিচারিল মনে। বাস করি যদি মোরা ইহাদের সনে।।
ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণের দেখি আচরণ। কুকার্য্যে হইবে রত বংশধরগণ।।
নানারূপ চিন্তা করি যত যোগিগণ।। পরিত্যাগ করে সব স্বজাতি ব্রাহ্মণ।। * * *
নানারূপ তন্ত্র মন্ত্র উপদেশ দিত।। উহাদের সঙ্গে মিলি যতেক ব্রাহ্মণ।
রাক্ষসের কর্ম্মে করে বিশ্বাস স্থাপন।।
ত্যাগ করি গায়ত্রীদেবীর উপাসনা। উপদেবতাদি যত পূজে সর্ব্বজনা।।
ব্রাহ্মণের এ প্রকার দেখি আচরণ। ক্রুদ্ধা হয়ে অভিশাপ দিলেন তখন।।
বলেন গায়ত্রী দেবী শুন বিপ্রগণ। কলিযুগে ছদ্মবেশী হইবে ব্রাহ্মণ।।
বেদ উক্ত কার্য্য আদি হইবে রহিত। রুচি হবে তন্ত্রশাস্ত্রে রাক্ষস রচিত।।"

(আগম প্রভাপদ্য প্রকাশ)

এইরূপে যোগি-ব্রাহ্মণগণ আদি ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে ক্রমে ক্রমে অধিকতর দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা বড় দুঃখিতও ছিলেন না। যেহেতু বৈদিক ব্রাহ্মণ-সমাজ তাঁহাদের প্রতি যেরূপ ভাব পোষণ করুন না কেন, অপর-জনসাধারণ তাঁহাদের অলৌকিক সাধন-বিভূতি লক্ষ্য করিয়া ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত তাহাদের পদপ্রান্তে সমবেত হইয়া তাঁহাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেন ও মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ লইতেন। এইরূপে জনসাধারণের গুরুত্বে বৃত যোগি-ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মজগতে বিরাট প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিয়া প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বী বৈদিক ও তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণের সঙ্গ-ত্যাগের অসুবিধা উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন শৈব-ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন তখন, ভারতের সকল শৈবতীর্থ স্বীয় অধিকারে আনিয়া সেই সকল তীর্থের তীর্থগুরুত্ব করিতে লাগিলেন। শৈব-তীর্থের অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহারা দর্শনাগত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি সকল জাতীয় লোকেরই গুরুতা ও পৌরোহিত্য করিতে পারিতেন। যখন তাহারা "নাথ-ধর্ম্ম" মত প্রচার করেন তখনও তাঁহাদের সেই প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন ছিল। তাহাদের নিবৃত্তি-পরায়ণতা ও সংসার-বৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি ধর্ম্ম-পিপাসু সকলেই আকৃষ্ট হইতেন। সুতরাং প্রবৃত্তিমার্গীয় স্বজাতি ব্রাহ্মণ-ভ্রাতৃগণকে ত্যাগ করিয়া তাঁহারা কখনও নিজকে ক্ষতিগ্রস্ত বিবেচনা করেন নাই।

# চতুর্থ অধ্যায়!

## নাথ-যোগিগণের ধর্ম্ম।

নাথ-যোগিগণ যোগধর্ম্ম, শৈবধর্ম্ম ও নাথধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ধর্ম্মবলে ইহারা সমাজে অদ্বিতীয় ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রকৃতির উপরও প্রাধান্য খাটাইতে পারিতেন। যোগধর্ম্ম এমন উদার এমন বিশ্বজনীন যে, যোগের মাহাত্ম্য জগতে প্রচারিত প্রত্যেক ধর্ম্মে অল্পাধিক গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুত তাঁহার অস্থি মজ্জায় ইহা গ্রহণ করিয়াছে। পূজায়, আহ্নিকে, শয়নে, ভোজনে, উপবেশনে, ক্রিয়ায়, কর্ম্মে যোগের কোন না কোন নিয়ম না মানিয়া বা কোন না কোন ক্রিয়া না করিয়া তাঁহার উপায় নাই।

শৈব-ধর্ম্মও একদিন ভারতে একচ্ছত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, স্বয়ং চৈতন্যমহাপ্রভুকেও নিজ ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য এই ধর্ম্মের তৎকালীন প্রধান আচার্য্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়া ছিল। এখনও শৈবতীর্থ-সমূহ ভারতে সংখ্যায় ও মাহাত্ম্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শৈবাচার্য্যগণের নিকট এখনও ভারতের রাজাধিরাজ হইতে কুটীরবাসী পর্য্যন্ত ভক্তি-পরায়ণ রহিয়াছেন।

নাথধর্ম্মের অগ্নিশিখা একদিন ভারতের সর্ব্বত্র প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল এবং আপামর জনসাধারণ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন। ভারতের গর্ব্ব করিবার যত কিছু আছে-যোগধর্ম্ম, শৈবধর্ম্ম ও নাথধর্ম্ম তাহাদের অন্যতম বলিয়া প্রত্নতাত্তিকগণ মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছেন। নাথধর্ম্মের দীপশিখা বর্ত্তমানে ক্ষীণ হইলেও এখনও ভারতের অনেক স্থানে এই ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং বহু ধর্ম্মপিপাসু তথায় দীক্ষালাভার্থ গমন করিয়া থাকেন। জগতের আদিকাল হইতে যে যোগিজাতি এইরূপে ভারতে ধর্ম্মপরম্পরা প্রবর্ত্তন করিয়া ধর্ম্মজগতে যুগযুগান্তর ধরিয়া ধর্ম্মগুরু ও ধর্ম্মাচার্য্যরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন-তাঁহাদের মাহাত্ম্য অসীম ছিল। মানব-সাধারণের নিকট তাঁহারা দেবতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁদের স্ত্রীগণও দেবীতুল্যা ভক্তি শ্রদ্ধা পাইতেন। তাঁহারা যোগিনী, দেবী-আখ্যায় আখ্যাতা ছিলেন। চৌষট্টি যোগিনীর পূজা আজও হিন্দু-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। ভারত সর্ব্বদা গুণের আদর করিয়াছে। গুণীর নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে। আজ সেই ভারতের কি শোচনীয় পরিণাম?...... নাথ-যোগিগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত উপরোক্ত তিনটা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

### (১) যোগধর্ম্ম।

দেবাদিদেব মহাদেব সর্ব্বজ্ঞানের আধার। বেদও তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞানী মহারুদ্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যোগশাস্ত্র তাঁহারই কথিত ইহা জগতের আদিধর্ম্ম। আদি-মানব জ্ঞানের জন্য যখন লালায়িত হন এবং জগৎ প্রপঞ্চের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের জন্য সকলে যখন ব্যগ্র হন, তখন দেবাদিদেব মহাদেব জগতের হিতার্থে দয়া করিয়া সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় সন্তানগণের নিকট এই ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁহার সন্তানগণ ইহা লাভ করিয়া জগতে প্রচার করেন। সুতরাং জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার সর্ব্বপ্রথমে রুদ্রসন্তান যোগিজাতির নিকটই উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। তাঁহারা এই ধর্ম্মের আচরণ করিয়া জগতে 'যোগী' নামে খ্যাত হন।

যোগধর্ম্মে এক পরমাত্মা স্বীকৃত হইয়াছে। তিনি এই চরাচর বিশ্বের স্রষ্টা, পিতা ও লয়কর্ত্তা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাঁহাতে স্থিত আছে এবং তাহাতেই বিলীন হইবে। তিনি সর্ব্বঘটে বিরাজ করেন। আত্মা মায়ামোহিত হইলে জীব-সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হন। মায়ামোহিত জীবাত্মা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক-এই ত্রিবিধ দুঃখের অধীন হন। এই ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্মা-স্বরূপে অবস্থিত হওয়াই যোগের চরম উদ্দেশ্য। পতঞ্জলি প্রভৃতি যোগিগণ যোগের এক একটা বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পতঞ্জলির যোগসূত্র যোগদর্শন নামে খ্যাত। ভারতের গৌরব করিবার জন্য সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত, মীমাংসা- নামক যে ষড়দর্শন আছে, পাতঞ্জলির যোগদর্শন তাহার অদ্বিতীয় বটে।

যোগ-সাধনের ফলে নানাপ্রকার অলৌকিক সিদ্ধি বা শক্তিলাভ হয়। তন্মধ্যে অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, ঈশিত্ব, বশিত্ব, প্রাকাম্য, কামাবসায়িত্ব, এই আটটীকে অষ্টসিদ্ধি কহে। এই সকল শক্তি লাভ করিয়া যোগিগণ জগতে অপ্রতিহত ভাবে বিচরণ করেন। জলে, স্থলে, অনলে, অন্তরীক্ষে তাঁহাদের অব্যাহত গতি হয়। প্রকৃতির উপর তাঁহারা প্রাধান্য লাভ করেন। এবং সিদ্ধিবলে অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। তাঁহাদের ইচ্ছা শক্তি এত প্রবল হয় যে, তাঁহারা ইচ্ছামাত্র সমুদয় কাজই করিতে পারেন এবং জগতের যাবতীয় ভোগ্যবস্তু অনায়াসে লাভ করিতে পারেন।

যোগিজাতি এইরূপ যোগধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক ছিলেন। জগতের আদি জ্ঞানীগুরু হওয়ায় যোগিসন্তানগণ জগতের সকল ধর্ম্ম-গুরুগণের উপর স্বীয় প্রভাব অল্পাধিক পরিমাণে বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে দীক্ষিত হইয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে আদর্শ গ্রহণ করিয়া যুগে যুগে ধর্ম্মাচার্য্যগণ স্ব স্ব ধর্ম্মমত গঠিত করিয়াছেন। কেহই যোগধর্ম্মের আদর্শ হইতে স্খলিত হইতে পারেন নাই। যোগধর্ম্ম এমন এক উদারতাপূর্ণ বিরাট ধর্ম্ম যে জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম ইহার গণ্ডীর ভিতর নির্ব্বিবাদে দাঁড়াইতে পারে। সাংখ্যদর্শনে যোগমতের আভাস আছে। এজন্য সাংখ্যদর্শনকে সাংখ্যযোগও বলে। সংখ্য পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। পতঞ্জলি সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়া অধিকন্তু ঈশ্বরকেও স্বীকার করিয়াছেন। কপিল সাংখ্যযুগের বক্তা। আগমে আমরা এক কপিলের নাম প্রাপ্ত হই। তিনি নাথযোগী আদিনাথের ষোড়শ পুত্রের মধ্যে যে ছয় জন গৃহবাসী হইয়াছিরেন তাঁহাদের একতম যথা,- "কপিলো নানকশ্চৈব ষড়েতে গৃহবাসিনঃ।"

ইনি যোগিজাতির একজন আদি পুরুষ ও গৃহবাসী হইলেও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কপিলকে সিদ্ধদের প্রধান বলিয়াছেন।* সিদ্ধ উপাধি যোগিজাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের চৌরাশি সিদ্ধের কথা সর্ব্বত্র খ্যাত। গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে যে কপিলমুনির তীর্থ আছে, তাঁহাতে অদ্যাপি নাথমোহন্তগণ তীর্থ গুরুত্ব করিয়া আসিতেছেন।

বেদান্তমতও যোগমতের অনুকূল। যোগিগণ অদ্বৈতবাদী। ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া যোগের চরম উদ্দেশ্য। "সোহহং তত্ত্বমসি অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বাক্য যোগিদেরই বাক্য বটে। বেদান্ত-প্রণেতা

* "সিদ্ধানাং কীপলো মুনিঃ।।" (গীতা ১০।২৬)



ব্যাসদেব লয়যোগের সাধক ছিলেন।

পৌরাণিক যুগে যখন নানা দেবদেবী কল্পিত হইয়া তাঁহাদের পূজা-পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তখন সেই পূজা-পদ্ধতিতে আসন, প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, ধ্যান, মানস-পূজা, মুদ্রা ও জপের বিধান যোগশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছিল। পুরাণ ও সংহিতাদিতে যোগের অনেক কথা বর্ণিত ও অনেক মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ সান্দিপণি মুনির নিকট যোগধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রীতিমত যোগসাধনা করেন* এবং তাহাতে সিদ্ধ হইয়া গীতায় যোগধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন। এই জন্য গীতাকে যোগশাস্ত্র কহে। গীতার প্রায় সমস্ত বর্ণনাই কোন না কোন যোগের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ, তৃতীয়ে কর্ম্মযোগ, চতুর্থে জ্ঞানকর্ম্মযোগ, পঞ্চমে কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ, ষষ্ঠে ধ্যানযোগ, অষ্টমে তারকব্রহ্মযোগ, নবমে রাজগুহ্যযোগ, দশমে বিভূতিযোগ, একাদশে বিশ্বরূপ দর্শনযোগ দ্বাদশে ভক্তিযোগ, ত্রয়োদশে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ যোগ, চতুর্দ্দশে গুণত্রয় যোগ, পঞ্চদশে পুরুষোত্তমযোগ ষোড়দশে দেবাসুর সম্পাদ যোগ, সপ্তদশে শ্রদ্ধাত্রয় যোগ ও অষ্টাদশে সমোক্ষযোগ বিবৃত হইয়াছে। তিনি যোগীকে কর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমন কি তপস্বী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন যথা,-

"তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপিমতোহধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন।।" (গীতা-৬।৪)

গীতার পঞ্চম আধ্যায়ের ২৭।২৮ শ্লোকে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১০-১৫ এবং ২৪-২৬ শ্লোকে সংক্ষেপে যোগের অষ্টাঙ্গের উপদেশ কথিত হইয়াছে। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য হইলে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম স্থাপনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম স্থাপনের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তিনি গীতায় যোগিজাতির প্রচারিত যোগধর্ম্মেরই ব্যাখ্যা সমর্থন ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। অন্য কোন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা বা প্রতিষ্ঠা করিয়া যান নাই।

জৈনধর্ম্ম যোগধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত বলিয়া কথিত। নিগ্রন্থ-নাথ মহাবীর এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বৈশালীর নিকটবর্ত্তী এক পল্লীতে ইহার জন্ম হয়। যৌবনাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হইলে [illegible] সন্ন্যা[illegible] অবলম্বন করিয়া জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন। ইহাকে নাথ-পুত্র বলা হয়।* তিনি নাথবংশীয় যো[illegible] ছিলেন, অথবা কোন নাথ যোগীর শিষ্য ছিলেন। খৃঃ অষ্টম নবম শতাব্দীতে এই ধর্ম্ম সাতিশ[illegible] উন্নতি লাভ করে। যোগের অহিংসা ইহারা অতি ব্যাপকভাবে পালন করিয়া থাকেন জৈন[illegible] তীর্থঙ্কর বা ধর্ম্ম-গুরুগণকে তাঁহারা 'নাথ' বলে, যথা-আদিনাথ, পরেশ নাথ ইত্যাদি। ইহা[illegible] নাথ-যোগিদের সহিত তাহাদের সংশ্রব প্রকাশ পায়। জৈনগণ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার ক[illegible] এবং যোগীগণের ন্যায় অহিংসা, সত্যভাষণ, অস্তেয় পালন করিয়া থাকেন। এইরূপে দেখি[illegible] পাওয়া যাইবে যে যোগধর্ম্ম হইতে ইহারা উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন।

বুদ্ধদেব গোরক্ষপুর জিলার কপিলাবাস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি [illegible]

* শৈবপুরাণ দ্রষ্টব্য।

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম, এ, ডি, লিট মহাশয়ের "বঙ্গীয় যোগি-সমাজে মর্ম্মস্থল, প্রাণ- স্পন্দন ও গতি বিধি" দ্রষ্টব্য।

মোবাইল নং 01714-755930

দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য সংসার পরিত্যাগ করেন। গোরক্ষপুরে সেই সময় গোরক্ষনাথের ধর্ম্ম প্রবল ছিল। নাথগণের সংসার-বৈরাগ্য বুদ্ধদেবকে বৈরাগ্যধর্ম্মে আকৃষ্ট করিয়াছিল। পরে প্রমোদ-কাননের উত্তর তোরনদ্বারে একদিন এক শান্তদান্ত যোগি-সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করিয়া বৈশালী-দেশে জনৈক যোগীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতঃ ছয় বৎসর কাল যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি যোগের অষ্টসিদ্ধির অণিমা, লঘিমা, মহিমা ব্যতী অপর পাঁচটী সিদ্ধি আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন [১]। বুদ্ধের যোগাচার-সম্প্রদায় যোগধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করেন।[২] বুদ্ধদেবের যত মূর্ত্তি আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে যোগিদের ন্যায় পদ্মাসনোপবিষ্ট ও ধ্যানস্তিমিত-লোচন দেখা যায়। বৌদ্ধদের ভিক্ষুগণ যোগিসন্ন্যাসী গণের আদর্শে গঠিত।

পাশ্চাত্য জগত যীশুখৃষ্ট প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আচরণ করেন। যীশুখৃষ্ট এসিয়াবাসী ধর্ম্মপ্রচারক। এসিয়ামাইনরের জেরুজলেমে তাঁহার জন্ম। আমরা শৈবধর্ম্ম-প্রসঙ্গে দেখিব যে এসিয়ার পশ্চিমাংশে ও ইউরোপের পূর্ব্বাংশে এক সময়ে শৈব-যোগীগণের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রাবাল্য ছিল। ইহাদের আদর্শে ইনি প্রভাবিত হইয়াছিলেন ইহা স্বাভাবিক। ইনি ধর্ম্মপ্রচার করিবার পূর্ব্বে যোগধর্ম্মের আদিস্থান ভারতে আগমন করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং জনৈক যোগীর নিকট যোগধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অনেক বৎসর যোগাভ্যাস করতঃ সিদ্ধিলাভ করেন। সেই সময় ভারতে যোগধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল। তিনি তিব্বত, নেপাল, পুণা, কোকনদ, কোম্বাকোমাদ, নগরকৈল, আলেপমঞ্জরী, আর্ণকুলুম, কাশী, তমলুক প্রভৃতি ভারতবর্ষের অনেকস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন [১]। যোগীরা যীশুকে যোগধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া তাঁহার নাম ঈশনাথ বা ঈশাই নাথ রাখিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ আছে [২]। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে অমৃতবাজার পত্রিকায় জনৈক-রুসদেশীয় পণ্ডিত তিব্বত-দেশস্থিত কোনও বৌদ্ধ বিহারের এক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া জনসাধারণকে জানাইয়াছিলেন যে, যীশুখৃষ্ট ভারতে আগমন করিয়া কাশীতে ব্রাহ্মণদিগের নিকট আর্য্যধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া ছিলেন এবং তদনন্তর কোন বৌদ্ধমঠে বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করেন। এবং পরে ভারতের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া জগন্নাথক্ষেত্র পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। জোহন-কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া যীশু ঈশ্বর লাভ আশায় বনগমনপূর্ব্বক যোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন। দ্বাদশ এপসলস্- কথিত তাঁহার অভিব্যক্তি হইতে জানা যায় যে তিনি জেরিক মরুভূমির কেয়োরান্টানিয়া প্রদেশে যোগসিদ্ধ হইয়া ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশে বলীয়ান হইয়াছিলেন। যোগাভ্যাস-কালে পাপ-সহচরগণের সহিত তাঁহাকে দ করিতে হইয়াছিল। খৃষ্টের দশ আজ্ঞা (Ten commandments) মধ্যে যে দশবিধ পাপ হইতে বিরত থাকার কথা কথিত আছে, তাহা ভাষার পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া অল্পাধিক পরিমাণে যোগিগণের অহিংসা, সত্য, অস্তেয়ং, ব্রহ্মচর্য্য অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিদান এই-দশপ্রকার যম ও নিয়মেরই নামান্তর মাত্র। খৃষ্ট-ধর্ম্মের ত্যা

(১) ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীকৃত " যোগিবর ও তদীয় সমাচার" নামক ইংরাজী পুস্তিকার ৩।৩৭পৃঃ এবং তাঁহার রচিত "বাঙ্গলা রচনাবলী" ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(২) ১৩২৩ ইংরাজীর ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' দ্রষ্টব্য।



সাধুদিগকে সেইন্ট (saint) বলে। সেইন্ট শব্দ সন্ত-সৎ (অর্থাৎ সাধু) শব্দের অনুরূপ। যাহারা মঠে বাস করেন তাঁহাদিগকে মঙ্ক (monk) বলে। তাঁহাদের জীবন যাপন-প্রণালী অনেকটা হঠ-যোগীদের মত। তাঁহারা মঠে বাস করিয়া জনসাধারণকে ধর্ম্মে দীক্ষা দেন। সুতরাং যীশুর যোগধর্ম্মে দীক্ষা, যোগাভ্যাস, ঈশনাথ নামগ্রহণ প্রভৃতি যোগধর্ম্মের সহিত তাঁহার প্রীতি সূচনা করিতেছে।

বৌদ্ধপ্লাবিত ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সাহায্যকারী শঙ্করাচার্য্য গোবিন্দনাথ নামক জনৈক যোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অধিকারীর স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করেন [১]। যদিও তিনি উচ্চ অধিকারীর জন্য বেদান্তমত এবং সাধারণ লোকের জন্য পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের সমর্থন করেন, তবুও তিনি নাথ-যোগী গোবিন্দনাথের যোগমতও শিক্ষা করিয়াছিলেন- তিনি যোগের পরম সাধক ছিলেন এবং যোগবলে নিতান্ত অল্পবয়সে নিখিল শাস্ত্রে, পারদর্শী ও সমুদয় জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি যোগবলে দেহ হইতে আত্মাকে বিচ্যুত করিয়া পর-শরীরে প্রবেশ করিতে পারিতেন, জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড ভক্ষণ করিতে পারিতেন। তিনি যোগমতের কতিপয় গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমর্থিত পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের হাড়ে মাংসে যোগের প্রাধান্য স্বীকৃত আছে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বন, অরণ্য, আশ্রম তীর্থ ইত্যাদি নামে দশনামী সন্ন্যাসী-শ্রেণীর সৃষ্টি করেন। এই আদর্শও তিনি যোগি দিগের গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসী শ্রেণী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারক চৈতন্যদেব বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারের পুর্ব্বে ঈশ্বরপুরী ও কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন। আমরা আগমের বিবরণে দেখিতে পাইয়াছি যে, বিন্দুনাথের ১৬জন পুত্রের মধ্যে গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি নামের দশ জন গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব নামানুসারে গিরি, পুরী, ভারতীপ্রভৃতি নামে এক একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠন করেন [১]। সুতরাং চৈতন্যদেবের দুইজন ধর্ম্ম-গুরুই বিন্দুনাথের দুই সন্তানের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেবের অলৌকিক-ক্রিয়া কলাপ যোগেরই শ্রেষ্ঠ বিভূতি মাত্র। তাঁহার ধর্ম্মে ভক্তির প্রাধান্য থাকিলেও তাহাতে যোগের প্রাধান্য অস্বীকৃত হয় নাই। বৈষ্ণব-জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অপক্ষপাতী নহেন। বৈষ্ণব সমাজেও ষট্‌চক্রভেদ ও প্রাণায়ামাদির প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। উদাসীন বৈষ্ণব সংসারত্যাগী যোগি-সন্ন্যাসীরই অনুকরণ। সহস্রার পদ্মকে যোগী পরমাত্মা বা পরম শিবের স্থান বলিয়া মনে করেন। বৈষ্ণব সে স্থানকে পরমপুরুষ হরির স্থান বলিয়া কীর্ত্তন করেন[২]। বৈষ্ণবধর্ম্মে জপমালার সাহায্যে ইষ্টদেবতার মন্ত্রযোগের প্রাবল্য দেখা যায়। তাহা যোগীর মন্ত্রযোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৈষ্ণবের 'প্রভু' ও 'গোস্বামী' শব্দ যোগীদের নাথ-শব্দের সহিত সম্পূর্ণ একার্থবাচক। চৈতন্যদেব

(১) অধ্যাপক শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত "শঙ্করাচার্য্য-চরিত" দ্রষ্টব্য।

(১) "গিরিপুরী ভারত্যাদি শৈলনাগা সরস্বতী রামানন্দী শ্যামা নন্দী সুকুমারাক্যতাস্তথা।
এতেদশ গৃহং ত্যক্তা ভ্রমন্তি দিগ্-দিগন্তরং।

(২) "শিবস্থানং শৈবাঃ পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণা
লপন্তীতি প্রায়ো হরিহর পদং কেচিদপরে।

(১) "যোগীদের লিঙ্গারাধনা অশাস্ত্রীয় নহে। যোগসাধন কালে বানলিঙ্গ তাহাদের সদারাধ্য বলা হইয়াছে, যথা,-"বানলিঙ্গং সদারাধ্যং যোগীনাং যোগসাধনে। কৌলিকানাং কুলাচারঃ পশূনাং

যে সময়ে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন ভারতে 'নাথধর্ম্ম' পূর্ণগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। নাথধর্ম্মের 'নাথ' শব্দের অর্থানুসারে 'প্রভু' ও 'গোস্বামী' শব্দের পরিকল্পনা হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানে থিওসফিষ্টগণও যোগধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যে ইহার সাহায্যে নানাবিধ শক্তি লাভ করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিতেছেন। জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহাদের সম্প্রদায়ের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এইরূপে জগতের প্রায় ধর্ম্মেই অল্প বিস্তর যোগধর্ম্মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যোগিজাতি জগতের ধর্ম্মে স্বীয়ধর্ম্মের আদর্শ অনুপ্রবেশ করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যোগধর্ম্ম জগতের অতি প্রাচীন (সম্ভবতঃ আদি ধর্ম্ম) হওয়াতে প্রত্যেক ধর্ম্মমত স্থাপনকারীই যোগধর্ম্ম হইতে সমাদরে আদর্শ গ্রহণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্মমত পরিপুষ্ট করিয়াছেন।

## (২) শৈবধর্ম্ম।

যোগধর্ম্মে পরমাত্মার দৃশ্যমান কোন পার্থিব আকার বা মূর্ত্তি কল্পিত হয় নাই। যিনি এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, সেই বিরাট পুরুষকে ক্ষুদ্র মানব-চক্ষুর গ্রাহ্য কোন আকারবিশিষ্ট করিয়া প্রচার করাও অন্যায় বিবেচিত হইয়াছিল। তিনি ধ্যানও ধারণার বস্তু ছিলেন। ধ্যানযোগেই তাঁহাকে জানা যাইত। সাধকের ঐকান্তিকতা দেখিলে তিনি নিজেই আত্ম-প্রকাশ করিতেন। বৈদিক সময়ে যে সকল দেবতার মন্ত্রস্তুতি প্রচলিত ছিল, তাহাদেরও কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তি কল্পিত হয় নাই। সে সময়ে বর্ত্তমানকালের মত মূর্ত্তি পূজা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু কালক্রমে পৌরাণিক যুগে যখন দেখা গেল যে, এরূপ ভাবনামূলক সাধন-প্রণালীর প্রতি সাধারণ লোকের মন পরিতুষ্ট থাকিতেছে না, তখন যোগিগণ সেই পরমাত্মার একটা পার্থিব আকার কল্পনা করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা পরমাত্মার স্থলে বেদের রুদ্র বা শিবকে বসাইলেন। পরমাত্মা স্বরূপ শিব বিশ্বের আদি ও বীজী-পুরুষ,তিনি স্বীয় প্রকৃতি বা শক্তি সাহায্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবোৎপত্তির কারণীভূত তাঁহার পুরুষ-শক্তি ও প্রকৃতি-শক্তি লিঙ্গ ও যোনিরূপে কল্পিত হইল। শিব ও তদীয় প্রকৃতিপুরুষাত্মক যোনি-লিঙ্গের উপাসনা যোগিগণ কর্ত্তৃকই প্রচারিত হইয়াছে। পরমাত্মার যখন মূর্ত্তি কল্পনা আবশ্যক হইয়াছিল, তখন যোগিগণ স্বীয় আদিপুরুষ পরমাত্ম-স্বরূপ মহাদেবের মূর্ত্তিকে ও তাঁহার প্রকৃতি পুরুষাত্মক যোনি-লিঙ্গকে সে সুযোগে প্রচার করিলেন। এইরূপে যোগধর্ম্মাচারী যোগিগণ পৌরাণিক যুগে শিব ও তাহার লিঙ্গোপাসক শৈব হইয়া দাঁড়াইলেন। শিবোপাসক হইলেও তাঁহারা যোগধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানমার্গের সাধক ছিলেন, তাঁহারা পরমাত্মার স্থলে শিবকে কল্পনা করিয়া যোগের বিধানানুসারে জীব-শিবের সংযোগ সাধনে তৎপর রহিলেন। (১) আর যাঁহারা তাহাতে অশক্ত হইলেন, তাহারা অনুষ্ঠান-বহুল পূজা-পদ্ধতি অনুসারে শিব ও শিবলিঙ্গ উপাসনায়

শক্র-নিগ্রহে।।" বানলিঙ্গের স্তোত্র মধ্যেও আছে,-"পরিত্রাণায় যোগীনাং কৌলিকানাং প্রিয়ায় চ।। কুলাঙ্গনানাং ভক্তায় কুলাচার রতায়চ।। কুলভক্তায় যোগায় নমো নারায়ণায় চ। মধুপান-প্রমত্তায় যোগেশ্বরায় নমোনমঃ।"(শব্দকল্পদ্রুম ধৃত যোগসার-বচন)

(২) 'প্রাচীন ভারতবাসীরা সেই সৃষ্টিস্থিতি-লয়কারী অব্যয়াত্মার নিরাকারত্ব অপনোদন করিয়া ক্রমে লিঙ্গরূপে তাহার সাকারত্ব কল্পনা করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাই ক্রমে জগদ্বাসীর উপাস্য বলিয়া গৃহীত



রত রহিলেন। এইরূপ পূজা-পদ্ধতিও একেবারে যোগের সাংশ্রব-শূন্য ছিলনা। শিবমূর্ত্তি অপেক্ষা শিবলিঙ্গের উপাসনাই অত্যন্ত ব্যাপক। জগতের সর্ব্বত্র এই লিঙ্গোপাসনার নিদর্শন পাওয়া যায়। শৈব-যোগিগণ ইহার প্রচারার্থ একদিন দিগদিগন্তে ধাবিত হইয়াছিলেন। জগতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তারার্থ বৌদ্ধাচার্য্যগণ যেরূপ প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, শিবলিঙ্গোপাসনা প্রচারার্থও শৈব যোগিগণ তাঁহাদের বহুশতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই তদ্রূপ প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। (২) শৈবধর্ম্ম অতি প্রাচীন। বৈদিককালেও তাহার অস্তিত্ব দেখা যায়। বেদের রুদ্রকেই পুরাণাদিতে শিব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পুরাণে শিবের যে যে নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার কতিপয় নাম (যথা,-শিভ, কপর্দ্দী, ঈশান, স্বয়ম্ভূ, আশুতোষ, বৈদ্যনাথ, ত্র্যম্বক ইত্যাদি) বেদেও পাওয়া যায়। পুরাণাদিতে মহাদেবের যে রূপ, বর্ণ ও যে যে গুণ বর্ণিত হইয়াছে, বেদেও তাহার সেইরূপ, বর্ণ ও গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে। বেদেও তাঁহার উপাসনা দেখা যায়। রুদ্রোপস্থান (১) বৈদিক সন্ধ্যার একটা অবশ্য কর্ত্তব্য অঙ্গ। সায়ংকালীন গায়ত্রী-ধ্যানে গায়ত্রীকে শিবরূপা বলিয়া ধ্যান করা হইত (২)। পুরাণে শিব ও তদীয় লিঙ্গের উপাসনা অতি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শিব কেবল ধ্বংসের দেবতা নহেন, তিনি সৃষ্টি-স্থিতিরও কর্ত্তা। তিনি সর্ব্বমঙ্গল বিধায়ক, সর্ব্বজ্ঞানের ভাণ্ডার ও সর্ব্বশক্তিমান। যোগশাস্ত্র তন্ত্রশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাই তৎকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। প্রলয়কালে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব তাহাতেই লয় হইবে। এইজন্য তিনি লিঙ্গ-নামে খ্যাত। এরূপ সর্ব্বশক্তিমান দেবতা যোগিজাতির বীজী-পুরুষ, সুতরাং তাঁহারা তাঁহার পূজাবিধান করিয়া নিজে তাঁহার ভক্ত হইবেন ও জগদ্বাসীকে তাঁহার ভক্ত হইতে উপদেশ দিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

যজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণে সতী প্রাণত্যাগ করিলে বিষ্ণু তাঁহার দেহ চক্র দ্বারা ৫১ খণ্ডে বিভক্ত করেন। সতীদেহের সেই বিচ্ছিন্ন খণ্ড ভারতের যে যে স্থানে পড়িয়াছে, সেই সেই স্থানেই এক একটা পীঠস্থান হইয়াছে এবং সেই পীঠস্থানে কোন না কোন রূপে শিবমূর্ত্তি বর্ত্তমান আছেন। এইরূপে অতি প্রাচীনকালেই ভারতে একান্নটী শৈব ও শাক্ততীর্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। ভারতে যে পঞ্চ উপাসক-সম্প্রদায় অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, শিবোপাসক তাঁহাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছেন। শিব ব্রাহ্মণের উপাস্যদেবতা বলিয়াও কথিত হইয়াছেন, যথা-

বিপ্রাণাং দৈবতং শম্ভুঃ ক্ষত্রিয়ানাস্তু মাধবঃ।

হইয়াছে। শুধু ভারতে নহে, সুপ্রাচীন চীন, গ্রীক ও রোমক জাতির মধ্যেও লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত ছিল।" (বিশ্বকোষ)

(১) রুদ্রোপস্থানের মন্ত্র যথা,-"ঋতাং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং। উর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমো।।" (বৈদিক সন্ধ্যাবিধি দ্রষ্টব্য) বৈদিককালে শিব যে ত্রিসন্ধ্যায় উপাসিত হইতেন, তাহা এই মন্ত্রে বুঝা যায়। অধিকন্তু এখানে লিঙ্গ শব্দের উল্লেখ থাকায় বৈদিককালেও লিঙ্গোপাসনার প্রথার অস্তিত্ব সূচিত করিতেছে।

(২) "সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদ সমায়তাং।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দেবতা শিব, ক্ষত্রিয়ের দেবতা মাধব।

ভারতের ব্রাহ্মণজাতি মাত্রেই শিবের পূজা করিয়া থাকেন। অনেকে শিবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়া থাকেন। অনেকে নিত্য শিবপূজা ব্যতীত জল গ্রহণ করেন না। দেবপূজায় যে পঞ্চদেবতার পূজা করিতে হয়, তন্মধ্যে শিব ও তাঁহার শক্তি দুর্গা পরিগণিত।

বুদ্ধদেবের জন্মের বহু বৎসর পূর্ব্বে এদেশে শিবোপাসনার নিদর্শন পাওয়া যায় বহু প্রাচীন শিলালিপিতে শিবের নাম ও মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের সময়েও শিবের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মে দেশ প্লাবিত হইলেও শৈব-ধর্ম্ম তখনও জাগ্রত ছিল। বৌদ্ধগণ রাজ-সহায়তা পাইলেও শৈব-ধর্ম্মের প্রতি কোন রূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হন নাই। চীন-পরিব্রাজক হুয়েন সাং ৬২৯ খৃঃ ভারতে আসেন এবং ৬৪৫ খৃঃ ভারত ত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে শৈবগণের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি কাশী, কান্যকুজ, করাচী, মালবার, কান্দাহার প্রভৃতি বহু স্থানে শিবমূর্ত্তি ও শিবমন্দির দেখিয়া গিয়াছেন। সেই সময় পাশুপত মতাবলম্বী শৈবও ছিলেন। কাশীতে তিনি ২০টী শিবমন্দির এবং তাহার একটীতে পিত্তল নির্ম্মিত পূর্ণাবয়ব ৬৬ হাত দীর্ঘ সুবৃহৎ শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া বিস্মিত* হইয়াছিলেন। তিনি তথায় ১০০ ফিট উচ্চ তাম্রময় একটী শিবলিঙ্গও দেখিয়া ছিলেন।

রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদি হইতেও শিবের বহু মাহাত্ম্যের কথা জানা যায়। পরাক্রান্ত রাজগণও অসুরগণ প্রায় সকলেই শৈব ছিলেন। তিনি বলের দেবতা বলিয়া তাঁহারা তাহার নিকট হইতে জগতে অজেয়ত্ব প্রার্থনা করিতেন।

শৈবদের মধ্যে চারিটী সম্প্রদায় আছে, যথা- কাপাল, কালমুখ, পাশুপত ও শৈব। ইহাদের দর্শনও চারিটী, যথা- লকুলীশ পাশুপত দর্শন, শৈব দর্শন, প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন, রসেশ্বর দর্শন। মহাভারতে পাশুপত মতাবলম্বী শৈবদের কথা আছে। কোন সময়ে বিষ্ণু দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া ভৃগুমুনি মহাদেব আরাধনা করেন। তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া মহাদেব নকুল অর্থাৎ লগুড় হাতে লইয়া তাহাকে দর্শন দেন। লগুড়-হস্তে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া মহাদেবের নাম লকুলীশ হয়। অন্য মতে উলুকের অর্থাৎ বৈশেষিক দর্শন-প্রণেতা কণাদেয় পুত্র শাপ প্রাপ্ত হইয়া মহাদেবের আরাধনা করিলে মহাদের লকুলীশ রূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহকে পরিতুষ্ট করেন। লিঙ্গ-পুরাণ অনুসারে জানা যায়-লকুলী মহাদেবের অষ্টাবিংশ বা শেষ অবতার কুর্ম্মপুরাণেও মহাদেবের এই অবতারের কথা জানা যায়। লকুলীশের সুহিত কোশিক, গার্গ্য, কৌরুষ এবং মৈত্রেয় নামে চারিটী শিষ্যও আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহারা চারিটী শৈব-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। গোরক্ষনাথ, শঙ্কর, শ্রীমন্তনাথ প্রভৃতিকেও শৈবগণ শিবের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। দাক্ষিণাত্যের মুনিনাথ চিল্লুক লকুলীশের অবতার-রূপে খ্যাত। হেমাবতী শিলালিপি পাঠে জানা যায়, মুনিনাথ চিল্লুকই লকুলসিদ্ধান্ত ও লকুলাগমের শিক্ষক। কোড়িয় মঠের গুরুগণ পাতঞ্জলোক্ত যোগশিক্ষা প্রদান করিতেন। সুতরাং নকুল-সিদ্ধান্ত যোগ-সংমিশ্রিত। মুনিনাথ চিল্লুক যে মত প্রকাশ করেন, তাহাই দাক্ষিণাত্যের নব্য লকুলীশ সম্প্রদায়ের মত। ন্যায় প্রণেতা গৌতম ও শৈব ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

* বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য।



অতি প্রাচীনকাল হইতে দাক্ষিণাত্যে শৈব-ধর্ম্মের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণ শৈব ছিলেন। তিনি লঙ্কা হইতে হিমালয় পাহাড়ের কৈলাস-শিখরে গিয়া প্রত্যহ শিবপূজা করিতেন। একদা শিবকে লঙ্কায় নিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহাকে মাথায় করিয়া বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত আসিলে তাঁহার শৌচে যাইবার প্রয়োজন হয়। তখন শিবলিঙ্গকে এক ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের হাতে দিয়া শৌচে যান। কিন্তু শৌচ হইতে প্রত্যাগত হইয়া শিবলিঙ্গকে ভূপতিত দেখিতে পান ; পূর্ব্বে কথা ছিল, ভূপতিত হইলে শিবলিঙ্গ-মূর্ত্তি আর রাবণের সহিত লঙ্কায় যাইবেন না, যেখানে ভূপতিত হইবেন তথায়ই থাকিবেন। তদবধি মহাদেব বৈদ্যনাথ রহিয়াছেন।

রামচন্দ্র রাবণ-রাজাকে পরাজয় করিবার জন্য সমুদ্রকূলে শিবশক্তি দুর্গার পূজা করেন। শিব-গীতায় উল্লেখ আছে যে রামচন্দ্র অগস্ত্য কর্ত্তৃক শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শিবারাধনা করেন (১) এবং লঙ্কা-বিজয়ের পর রামেশ্বরে রামেশ্বরনাথ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া আসেন। বালি ও যবদ্বীপে শৈবগণের কীর্ত্তি-কলাপ দেখিতে পাওয়া যায়। যবদ্বীপের প্রম্বনন-নামক স্থানে দুই শতাধিক শিব মন্দির দৃষ্ট হয়। এখানে শিব, গনেশ, দুর্গা ও সূর্য্যের পিত্তল ও পাষাণময় মূর্ত্তি আছে। বালিদ্বীপেও শিবোপাসনার সমধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে দাক্ষিণাত্য হইতে শৈবধর্ম্ম বালি ও যবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাণ্ড্য ও চোল রাজগণ শৈব ছিলেন। তাঁহারা খ্রীষ্ট জন্মের বহু বৎসর পূর্ব্বে শিব-মন্দির নির্ম্মাণ ও শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া শৈবধর্ম্মের বিস্তার করেন। দাক্ষিণাত্যে শত শত শিব-মন্দিরে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে। মাদ্রাজে বৎসরের মধ্যে বহু শিবোৎসব হইয়া বোম্বাই অপেক্ষাও তথায় শৈবদের সংখ্যা অধিক। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যের সময় দাক্ষিণাত্যে শৈবধর্ম্ম একেবারে নিষ্প্রভ হইয়াছিল, কিন্তু পুনরায় তথায় লিঙ্গ বা রুদ্রোপাসক শৈবদের প্রাদুর্ভাব হয়, এবং তাঁহারা ভারতে হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন। (১)

উত্তরভারতেও বহু শিবোৎসব হইয়া থাকে। হিমালয়ের কৈলাস-গিরি শৈবদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। কৈলাসের পর হরিদ্বার ও কাশী। এই সকল স্থান পরম মুক্তিস্থান বলিয়া বিখ্যাত। উত্তরভারতে লক্ষ লক্ষ শৈব-সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের সময়ও কাশীক্ষেত্র শৈবদের প্রধান কেন্দ্রস্থান ছিল। কাশ্মীর রাজ্যে শৈব-প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়। তথাকার ব্রাহ্মণগণ যথারীতি শিবমন্ত্র গ্রহণ করেন ও শিবোপাসনা করেন। মেবারের অর্ব্বুদপর্ব্বতে বহু সংখ্যক প্রাচীন শিবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দিরটী ৬৭১ খৃঃ স্থাপিত। উদয়পুর হইতে ১৪ মাইল দূরে একলিঙ্গজীর বিখ্যাত মন্দির

(১) এবমুক্তা মুনিশ্রেষ্ঠ গতে তস্মিন্নিজাশ্রমন্। অথ রাম গিরৌ রামস্তস্মিন্ গোদাবরী তটে।।১।। শিবলিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য কৃত্বা দীক্ষাং যথাবিধি। বিভূতি-ভূষিতসর্ব্বাঙ্গো রুদ্রাক্ষাভরণৈ র্যুতঃ।।২।। [illegible] জলৈঃ পূণ্যৈগৌতমীসিন্ধুসম্ভবৈঃ। অর্চ্চয়িত্বা বন্যপুষ্পৈস্তদ্বদ্বন্য ফলৈরপি।।৩।। ভস্মাচ্ছন্নো ভস্মশায়ী ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে স্থিতঃ। নাম্নাং সহস্রং প্রজপন্নক্তন্দিবমনন্যধীঃ।।৪।। মাসমেকং ফলাহারো মাসং পূর্ণাসন স্থিতঃ।। মাসমেকং জলাহারো মাসঞ্চ পবনাশনঃ।।৫।। শান্তো দান্তঃ প্রসন্নাত্মাধায়ন্নেবং মহেশ্বরং।" (শিবগীতা)

(১) "খৃষ্টের ১০ম বা ১১শ শতাব্দে দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গ বা রুদ্রোপাসক শৈবসম্প্রদায়ের পুনঃ প্রাদুর্ভাব হয়। তাঁহারা বৌদ্ধদিগকে উৎসন্ন করিয়া ভারতে হিন্দু-প্রাধান্য স্থাপনকল্পে শৈবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। এই

আছে। নাথমোহন্তগণ তাহার পুরোহিত। গুজরাটের সোমনাথের মন্দির বিখ্যাত ছিল। সুলতানমামুদ উহা ধ্বংস করেন। বেলুচিস্থানের অন্তর্গত হিংলাজ একটী পবিত্র শৈব-তীর্থ, তথায় ভারতের বহু শৈব ও শাক্তগণ গিয়া থাকেন।

সুদূর আরব ও মিশরেও একসময় শৈবধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। মোক্কেশ্বর শিবের নামানুসারে মক্কার নামকরণ হইয়াছে বলিয়াও প্রবাদ আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মোক্কেশ্বর শিবের বিবরণ পাওয়া যায়। মিশরদেশে ওসীরস্ দেবের লিঙ্গপূজা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। তাঁহার ভার্য্যা আইসীস্। ওসীরস্ ঈশ্বর অর্থাৎ শিবশব্দের এবং আইসীস্ ঈশী অর্থাৎ পার্ব্বতী শব্দের নামান্তর মাত্র। তথাকার লিঙ্গপূজার সহিত ভারতীয় লিঙ্গপূজায় প্রায় সর্ব্ববিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। প্রাচীন ফিনিসিয়া, আসীরীয় ও বাবিলন রাজ্য বাসীরাও প্রায় ৩০০ হস্ত দীর্ঘ লিঙ্গমূর্ত্তির উপাসনা করিতেন। পূর্ব্ব কালে খৃষ্টানদিগের মধ্যেও লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল। বঙ্গদেশে এক সময়ে বহু শৈবতীর্থ ছিল। এখনও চন্দ্রনাথ, আদিনাথ প্রভৃতি তীর্থ সমধিক প্রসিদ্ধ। এখনও তথায় বহু যাত্রী সমাগত হয়। বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ অনেকেই শিবপূজা ব্যতীত জলগ্রহণ করেন না। গৌড়ের পালরাজগণ শৈবধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে এদেশে শৈব-পাশুপত-ধর্ম্মের প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। শূর ও সেন রাজগণের সময়ও এধর্ম্মের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

আসামে শৈব ও শাক্তধর্ম্মের তীর্থ ও পীঠস্থান আছে। কাম রূপের কামাখ্যাদেবী ও উমানন্দ ভৈরব খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের রূপেশ্বর তীর্থ, কাছাড়ের কপিলাশ্রম ও ভুবনেশ্বর, শ্রীহট্টের গোটাটিকর প্রভৃতি তীর্থ-স্থান শৈবধর্ম্মের নিদর্শন।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দে আসামে ও কাম্বোজে শৈব-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। চীন ও তিব্বতদেশেও একদিন লিঙ্গপূজার প্রাধান্য ছিল। তিব্বতের মন্দিরগুলি আজও লিঙ্গনামে অভিহিত, যেমন ভাঙ্গিয়া লিঙ্গ, কুণ্ডলিঙ্গ, জেমচক্ লিঙ্গ, জামলিঙ্গ ইত্যাদি। চীনের পর্ব্বত গুলির নামের শেষেও লিঙ্গ-শব্দ দেখা যায়, যথা-পাংলিঙ্গ।

মহাভারত হইতে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণও মহাদেবকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং জয়দ্রথ-বধার্থ স্তবস্তুতি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাশুপত মন্ত্র গ্রহণ করেন। (বনপর্ব্ব দেখুন) অনুশাসন পর্ব্বে দেখা যায়, তিনি মহাদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সন্দিপনী-মুনির নিকট শৈবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।*

এইরূপে দেখা যায় যে, লিঙ্গপূজা একদিন এসিয়াখণ্ডের নানাস্থানে প্রচলিত ছিল। ভারতের হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত শৈবতীর্থ ও শিবলিঙ্গের অবস্থান প্রায় সর্ব্বত্রই আছে। আজও ভারতের আট কোটী লোক শিবোপাসক আছেন। আজও উত্তর-ভারতে লক্ষ লক্ষ শৈব-সন্ন্যাসী দৃষ্টিগোচর হয়। কুম্ভমেলায় তাঁহাদের সমাগম মানব মাত্রেরই দর্শনযোগ্য। আজও শৈব সাধক-শ্রেষ্ঠগণ সহস্র সহস্র শিষ্য-পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মজগতের এক প্রকার সম্রাট রূপে বিরাজ করিতেছেন।

---

বৌদ্ধ-শাক্ত বিরোধ ভারতীয় হিন্দু ইতিহাসের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা।" (বিশ্বকোষ)

* সান্দিপানিং সমাসাদ্য ততশ্চ শিবমন্ত্রকম্
সম্প্রাপ্য তৎপ্রভাবেণ বিদ্যাং সর্ব্বাঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ।
(শৈবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, ৬৯ অধ্যায়।)



শিব ও শিবলিঙ্গ পূজার মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক কথা বিবৃত আছে, যথা-

"অশ্বমেধ সহস্রাণি বাজপেয় শতানি চ।
মহেশার্চ্চন-পুণ্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।" (মৎস্যসূক্ত)

অথাৎ সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞ করিলে যে ফল হয়, তাহা মহেশার্চ্চন ফলের ষোড়শ ভাগের একভাগও নহে। স্কন্দপুরাণে আছে,- "অগ্নিহোত্রাস্ত্রিবেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ।

শিবলিঙ্গার্চ্চনস্যেতে কোট্যংশেনাপিতে সমাঃ।। হিত্বা ভিত্বা চ ভূতানি হিত্বাসর্ব্বমিদং জগৎ।
যজেদ্দেবং বিরূপাক্ষং ন স পাপেন লিপ্যতে।। অনেক-জন্ম সাহস্রং ভ্রাম্যমাপশ্চ জন্মসু।
কঃ সমাপ্নোতি বৈ মুক্তিং বিনা লিঙ্গার্চ্চনাৎ নরঃ।"

অর্থাৎ শিবলিঙ্গ পূজা করিলে যে ফল হয়, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞফল তাহার কোটি ভাগের এক ভাগের সমান মাত্র। লিঙ্গ পূজায় সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। জীব নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া একমাত্র লিঙ্গার্চ্চন দ্বারাই মুক্তি লাভ করিতে পারে।

স্কন্দপুরণে আরও আছে,-

"বিনা লিঙ্গার্চ্চনং যস্য কালো গচ্ছতি নিত্যশঃ।
মহাহানি র্ভবেত্তস্য দুর্গতস্য দুরাত্মনঃ।।
একতঃ সর্ব্বদানানি ব্রতানি বিবিধানি চ।
তীর্থানি নিয়মা যজ্ঞা লিঙ্গাধারণমেকতঃ।।
ন লিঙ্গারাধনাদন্যৎ পুরাবেদে চতুষ্বর্পি।
বিদ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রণামেষ এব সুনিশ্চিতঃ।।
ভুক্তি মুক্তি প্রদং লিঙ্গং বিবিধাপন্নিবারণম্।
পূজয়িত্বা নরোনিত্যং শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।।
সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য ক্রিয়াজালমমেষতঃ।
ভক্ত্যা পরময়া বিদ্বান লিঙ্গমেকং প্রপূজয়েৎ।"

অর্থাৎ লিঙ্গার্চ্চন ব্যতীত যাহার কাল অতীত হয়, তাহার মহা অমঙ্গল হইয়া থাকে। সকল প্রকার দান ও বিবিধ যাগযজ্ঞাদি শিব-পূজার তুল্য।

লিঙ্গপূজা-বিনা যাগযজ্ঞাদি বৃথা হইয়া থাকে। লিঙ্গপূজা ভুক্তি মুক্তি-প্রদ ও বিবিধ পাপ-নাশক। লিঙ্গারাধনার ফলে শিব-সাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে।.......................

লিঙ্গপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়,-

শিবস্য পূজনাদ্দেবি চতুর্ব্বর্গাধিপো ভবেৎ।
অষ্টৈশ্বর্য্যযুতো মর্ত্ত্যঃ শম্ভুনাথস্য পূজনাৎ।।
স্বয়ং নারায়ণেনোক্ত যদি শম্ভুং প্রপুজয়েৎ।।
স্বর্গে মর্ত্তে চ পাতালে যে দেবাঃ সংস্থিতাঃ সদ্য।
তেষাং পূজাং ভবেদ্দেবি শম্ভুনাথস্য পুজনাৎ

অর্থাৎ শিবপূজাফলে চতুর্ব্বর্গফলও অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ হয়। স্বয়ং নারায়ণ বলেন-স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে যত দেবতা আছেন, একমাত্র শিবপূজা করিলেই তাঁহাদের সকলের পূজা হইয়া থাকে।.........................

লিঙ্গ-পুরাণে আরও দেখিতে পাওয়া যায়,–

"বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ শিবভক্ত বিশিষ্যতে।"

অর্থাৎ এক হাজার বৈষ্ণব অপেক্ষাও এক শৈব শ্রেষ্ঠ।

লিঙ্গার্চ্চন-তন্ত্রের ১ম পটলে আছে,–

সর্ব্বপূজাসু দেবেশি লিঙ্গপূজা পরং পদম্।
লিঙ্গপূজাং বিনা দেবি অন্য পূজাং করোতি যঃ।।
বিফলা তস্য পূজা স্যাদন্তে নরকমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাল্লিঙ্গং মহেশানি প্রথমং পরিপূজয়েৎ।।

অর্থাৎ সকল পূজার মধ্যে লিঙ্গপূজা শ্রেষ্ঠ। লিঙ্গপূজা ব্যতীত যে অন্য পূজা করে তাহা বিফল হয় এবং সে নরকভাগী হয়। সুতরাং সকল পূজায় প্রথমে লিঙ্গপূজা করা আবশ্যক।

এইরূপ মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক শিব ও লিঙ্গপূজার ফলে শৈব যোগি-জাতি জগতের পূজ্য ছিলেন। যোগধর্ম্মের সময় তাঁহাদের যেরূপ মাহাত্ম্য ও প্রভাব ছিল, শৈব হওয়ায় তাঁহাদের সে মাহাত্ম্য ও প্রভাবের কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। তাঁহারা ভারতের যাবতীয় শৈবতীর্থের অধিকারী হইয়া হিন্দু-সমাজে অখণ্ড প্রতিপত্তিশালী রহিলেন এবং জগতের নানাস্থানে বিশেযতঃ ভারতের নানা কেন্দ্রস্থলে শিব-মন্দিরাদি স্থাপন করিয়া শৈবধর্ম্মের বিস্তৃতি সাধন করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন।

### (৩) নাথ-ধর্ম্ম।

নাথ-ধর্ম্ম নাথ-যোগিগণের প্রবর্ত্তিত আর একটী ধর্ম্ম। ইহা যোগধর্ম্মেরই নামান্তর মাত্র। ইহাও অতি প্রাচীন ধর্ম্ম। কত প্রাচীন তৎসম্বন্ধে প্রত্নতাত্তিকগণের মধ্যে ঘোর মতভেদ দেখা যায়। শ্রীযুক্ত তমোনাশচন্দ্র দাস গুপ্ত এম, এ, মহাশয় বলেন যে, ১০ম-১১শ শতাব্দীতে নাথধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়া শৈব হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে মিলন সংস্থাপন করিয়া শান্তিবারি সেচনে প্রয়াসী হইয়াছিল। কেহ কেহ নাথধর্ম্মকে গোরক্ষনাথ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন এবং গোরক্ষনাথকে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া বর্ণনা করেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই, মহাশয় নাথ ধর্ম্মকে খৃষ্টীয় নবম শতকের ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইহা "বঙ্গের নবম গৌরব" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে "নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব"নামক প্রবন্ধ আলোচনাকালে নাথ ধর্ম্মকে জৈনধর্ম্ম অপেক্ষা বহু প্রাচীন ও বৈদিক-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ, মহাশয় বলেন অথর্ব্ববেদে যে মন্ত্রতন্ত্রবহুল শৈবধর্ম্মের প্রাধান্য দেখা যায়, নাথধর্ম্ম তাহা হইতে উদ্ভূত।

বস্তুতঃ নাথধর্ম্ম অতি প্রাচীন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের সৃষ্টিতত্ত্ব বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত অভিন্ন। এই ধর্ম্মে একমাত্র পরব্রহ্ম স্বীকৃত হইয়াছে এবং সেই পরব্রহ্মকে জগন্নাথ, নাথ, নিরঞ্জন প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই নিখিল বিশ্বকর্ত্তাকে নাথ বা গুরুরূপে ভজনা করিতে হয় বলিয়া এই ধর্ম্মকে নাথধর্ম্ম বলে। নাথধর্ম্মের প্রথম সাধকগণ মানবরূপী মন্ত্রদাতা স্বীয় গুরুদেবকে পরম গুরুরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন এবং পরে সাধনামর্গে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গুরু ও পরমগুরুর একত্ব উপলব্ধি করিতে গুরুদেবের স্থলে পরমগুরুকে কল্পনা করিয়া নিরপেক্ষ সাধনা করেন। "নাথ স্তেযাং গুরুঃ প্রোক্তশ্চিন্তয়েৎ পরম গুরুং।" অর্থাৎ তাহাদের গুরুকে তাহারা "নাথ" বলেন এবং সেই নাথের সাহায্যে পরম-গুরুর চিন্তা করিয়া থাকেন।



এই গুরু ভজন-মূলক সাধনা পরবর্ত্তীকালে সকল ধর্ম্মেই গৃহীত হইয়াছে। জৈন ও বৌদ্ধগণও গুরুপূজক হইয়াছিলেন। হিন্দু-সমাজের প্রত্যেক সমাজেই এই গুরু পূজার প্রাধান্য আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ই প্রথমে মন্ত্রোপদেষ্টা-গুরুকে ভজনা করেন এবং তাঁহার সাহায্যে উপাস্য দেবতার প্রসাদ লাভ করিতে চেষ্টিত হন। গুরুকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরের এমন কি পরব্রহ্মের তুল্য বলা হইয়া থাকে (১)। তাঁহাকে ইষ্টদেবস্বরূপও ভাবনা করা হয় (২)। প্রাতকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রথমেই গুরুকে ধ্যান করিতে হয় (৩)। মানস-উপচারে পূজা করিতে হয় (৪) এবং প্রণাম করিতে হয়। গুরুকে মানবরূপে দেখিতে নাই (৫) মন্ত্রকে গুরু এবং গুরুকে স্বয়ং হরিরূপে কল্পনা করিতে হয় (৬)। প্রথমে গুরুর পূজা করিতে হয়, তৎপর অন্যান্য দেবার্চ্চনা বিধেয় (৭)। মানবরূপী গুরুকে দেবতার ন্যায় পঞ্চ বা ষোড়শোপচারে পূজা করিবার নিয়মও আছে। তখন গুরুকে নাথরূপে কল্পনা করিয়া গুরুপূজা করা হইয়া থাকে। সুতরাং নাথ-ধর্ম্মের নাথ বা গুরু-পূজার প্রাধান্য সকল ধর্ম্মেই স্বীকৃত হইয়াছে।

যে দেশের যোগী, বৃক্ষ, ঋষি, মুনিগণ জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, পাহাড়ে, পর্ব্বতে, বৃক্ষে ভগবানের অস্তিত্ব জানিতে পারিয়া তাঁহার পূজা করিত, যে দেশের লোক শিলা, মৃত্তিকা বা দারুময় নির্জ্জীব বিগ্রহ রচনা করিয়া তাহার পূজা করতঃ পরম-পুরুষের প্রাপ্তির জন্য আরাধনা করিত, তাঁহারা সজীব মানুষ-দেহে ভগবানের অস্তিত্ব দেখিবেন এবং মন্ত্রদাতাকে ইষ্টদেবের প্রাপ্তির সহায়ক ভাবিয়া ইষ্টদেবস্বরূপে তাঁহারই পূজা করিবেন–ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। মন্ত্রদাতা-গুরু কেন, গুণবান মানুষ মাত্রকেই তাঁহারা পূজা করিয়াছেন। এবং অতি মানুষ মাত্রকে ভগবানের অবতার মনে করিয়া তাঁহার নিকট ভক্তিভরে মস্তক নত করিয়াছেন। এই হেতু আজ সনকাদি কুমারগণের, পুলস্ত্যাদি ঋষিগণের এবং রাম, লক্ষণ, ভীষ্মের প্রত্যহ তর্পণ করিয়া থাকেন। এই জন্য হিন্দুর কাছে রাম, কৃষ্ণ, বলরাম, চৈতন্য প্রভৃতি অতি-মানুষগণ ভগবানের অবতার বলিয়া পূজ্য। বিবাহ-বাসরে বিবাহ-কালে বরকে বিষ্ণুপুরুষরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে এবং কন্যাদাতা, তিনি শ্বশুর বা অন্য গুরুজনই হউন না কেন, তখন বরের রীতিমত পূজা করিয়া থাকেন। সুতরাং মানুষ-পূজা এদেশে চিরপরিচিত।

নাথধর্ম্মের নাথকে নাথাচার্য্যগণ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষরূপেও কল্পনা করিতেন এবং জ্যোতিরূপে তাঁহার পূজা করিতেন।–বেদে রুদ্রকেই সূর্য্য বা অগ্নিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই রুদ্রই সূর্য্য-রূপে প্রকাশমান জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ। তাহা হইতে সমুদয় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তাই সূর্য্যকে জগৎসবিতা ও ব্রহ্মজ্যোতি বলা হয়। প্রাচীন আর্য্যগণও সূর্য্যকে জগতসবিতারূপে কল্পনা করিয়া

(১) "গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরের পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"

(২) "নমস্তে গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণি। যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসজ্ঞিতং।।"

(৩) গুরুর ধ্যান,–"প্রাতঃশিরসি শুক্লাজে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেত্তংনামপূর্ব্বসকম্।।"

অন্য প্রকার,–

"শিরসি সহস্রদল কমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং শ্বৈতমাল্যানুলেপনম।
স্ব-প্রকাশস্বরূপং স্ববামস্থিতরক্তশক্ত্যা সহিতং গুরুং ধ্যায়েৎ।।"

(৪) মানস-পূজার ক্রম যথা,–

"কনিষ্ঠাভ্যাং লং পৃথ্যাত্মকং গন্ধং
অমুকানন্দনাথায় ঐ শ্রীগুরুবে সমর্পয়ামি নমঃ।
অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং হং আকাশাত্মকং পুষ্পং

গায়ত্রী মন্ত্রে তাঁহার উপাসনা করিবার বিধি প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বজ্যোতির আধার বলিয়া তাহার পূজা করা হইয়াছে। নাথ-ধর্ম্মেও সেই রুদ্রকে মহারুদ্র বামদেব বা মহাদেবরূপে জগতের ধ্বংসকারী তেজোময়ী শক্তিরূপে পূজা করা হইয়া থাকে এবং নাথাচার্য্যগণ সেই তেজের আধারস্বরূপ অগ্নিশিখা স্ব-স্ব আশ্রমে প্রজ্জলিত রাখেন। বৈদিক কালের আর্য্যগণ নানাভাবে তেজ বা অগ্নির উপাসনা করিতেন। যজ্ঞাগ্নি অহরহ প্রজ্জলিত রাখিতেন। পূজা ও দশকর্ম্মে অগ্নিপূজা করিতেন। এখনও এই প্রথা হিন্দুসমাজে অব্যাহত রহিয়াছে।

নাথসাধক রুদ্ররূপী মহাদেবের সাধক। মহাদেবকে নাথ, প্রভু, ঈশ বলে। মহাদেবের কতিপয় নামও নাথান্ত আছে। নাথসাধক অদ্বৈতবাদী। তিনি নিজকে নাথোহহং শিবোহহম্ মনে করিয়া নিজেও নাথান্তক নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

নাথধর্মে নাদবিন্দুর উপাসনা আছে। নাদবিন্দু প্রণবেরই নামান্তর মাত্র। নাদ বা প্রণব হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি মনে করিয়া নাদবিন্দুর উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যোগক্রিয়ার সাহায্যে নাথ-সাধক উপাসনা করিয়া থাকেন। নাথধর্ম্ম যোগধর্ম্মেরই নামান্তর মাত্র। নাথ-ধর্ম্মে হঠযোগের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাবল্যে ও রাজবিপ্লবে নাথধর্ম্ম নিষ্প্রভ হইয়াছিল। গোরক্ষনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাসিদ্ধ-পুরুষগণ নাথ-ধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবিত করেন এবং ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মের পুনঃ প্রচার করেন। নাথগণ সকলেই শৈব ছিলেন–এ কথা বলাই বাহুল্য। এমন একদিন ছিল যখন ভারতের প্রায় প্রত্যেক শৈব-তীর্থই নাথদের আয়ত্তে ছিল। কিন্তু কালক্রমে বহু তীর্থ তাঁহাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। এখনও ভারতের স্থানে স্থানে যে সকল নাথ-তীর্থ ও নাথ-মঠ বিদ্যমান আছে, তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। নিম্নে তাহার কতিপয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল'–

১। মচ্ছেন্দ্রগড়–– বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র- কেশরী শিবাজি এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এখানে মৎস্যেন্দ্র নাথের প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। কালে গ্রামবাসী জনৈক ভক্ত এই দেবতার পূজা-মানসে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও এই দেবালয়ের সেবাইত রহিয়াছেন। প্রতি বৎসর এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে।

২। গোরক্ষ-কুঞ্জ–– দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত "রাণীশঙ্কল থানার মধ্যে গোরক্ষকুঞ্জ-নামক স্থানে এক অতি প্রাচীন শিব ও কালীমন্দির দৃষ্ট হয়। এখানে পাথর দিয়া ঘেরা একটী প্রস্রবণ বা কূপ আছে। যত জল লওয়া হউক না, কিছুতেই তাহার জল (শেষ) হয় না। শিবরাত্রির দিন এখানে মহা ধূমধাম হইয়া থাকে। ইহার নিকট রাম রায় শ্যাম রায়ের প্রাচীন

---

অমুককানন্দনাথায় ঐ শ্রীগুরুবে সমর্পয়ামি নমঃ। তর্জ্জনীভ্যাং যং বায়্বাত্মকং ধূপং
অমুকানন্দনাথায় ঐ শ্রীগুরুবে সমর্পয়ামি নমঃ। মধ্যমাভ্যাং রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং
অমুকানন্দনাথায় ঐ শ্রীগুরুবে সমর্পয়ামি নমঃ। অনামিকাভ্যাং বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং
অমুককানন্দনাথায় ঐ শ্রীগুরু সমর্পয়ামি নমঃ।" (গুরুগীতার্ধৃতকঙ্কালমালিনী-তন্ত্র)

(৫) "গুরৌ মানুষবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকং। প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ।"

(৬) "যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিস্বয়ং।"(উপাসনামৃত)

(৭) প্রথমস্তু গুরুং পূজ্যাততশ্চৈব মমার্চ্চনম্। গুরুরের সদারাধ্যঃ শ্রেষ্ঠো মন্ত্রাদভেদতঃ।
গুরৌ তুষ্টে হরিস্তুষ্টো নান্যথা কল্পকোটিভিঃ।" (ভজনামৃত)



কীর্ত্তির অগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।" ("বিশ্বকোষ", দিনাজপুর শব্দ, ৪৫৪পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

৩। গোরক্ষমড়ি–– কাটিয়া বাড়ে "গোরক্ষমড়ি" নামে একটী মন্দির আছে। এখানে গোরক্ষ-নাথের পূজা হয়।

৪। গোরক্ষ কুপ–– কচ্ছদেশে ধমকদার নিকট অবস্থিত। সেখানে গোরক্ষনাথ চিরঞ্জীবী বলিয়া জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস। এখানেও গোরক্ষনাথের পূজা হয়।

৫। গোরক্ষটিলা–– কাশীক্ষেত্রে অবস্থিত। এখানে যোগিজাতীয় অনেক সাধু-সন্ন্যাসী অবস্থান করেন। ইঁহারা সকলে ব্রাহ্মণবৎ পূজ্য।

৬। গোরক্ষ বাসলি–– কলিকাতার নিকট-বর্ত্তী দমদম রেল ষ্টেশনের সন্নিকট এই মঠটী অবস্থিত। এখানে দত্তাত্রেয়, গোরক্ষনাথ ও মীননাথের তিনটি প্রতিমূর্ত্তি আছে। এতদ্ব্যতীত শিব, কালী, হনুমান প্রভৃতি দেব-বিগ্রহও আছে। মন্দিরের বিগ্রহ সকলকে সর্ব্ব জাতীয় লোকই পূজা দিয়া থাকেন। এই স্থানে নাথদের আরও একটী মন্দির ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাহা ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। ১৩১৮ সালে এই মঠের মোহন্ত শঙ্কর নাথজী সাতক্ষীরা মহকুমার ধূলী সহর গ্রামের যোগী-ভ্রাতৃগণকে উপবীত ও দীক্ষিত করেন।

৭। পশুপতি নাথের মন্দির–– নেপাল রাজ্যে বাঘমতী নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত এই মন্দিরে পশুপতি নাথের বিগ্রহ আছে। তাহার সেবা পূজাদি কার্য্য পাশুপত মতাবলম্বী নাথগণ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাঁহারাই উক্ত মন্দিরের মোহন্ত।

৮। গোরক্ষ ক্ষেত্র–– ইহা পাঞ্জাব প্রদেশের পেশোয়ারে অবস্থিত। ইহা একটী অতি প্রাচীন মঠ। আবুল ফজলের "আইন আকবরী"তে ইহার উল্লেখ আছে। বিখ্যাত উইলসন সাহেব তাঁহার গ্রন্থে এবং কর্ণেল টড সাহেব তাঁহার "রাজস্থান" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। নাথগুরু গোরক্ষনাথের নামানুসারে এই স্থানের নাম গোরক্ষক্ষেত্র হইয়াছে।

৯। কথুনাথের দেবালয়–– রূপগঞ্জ থানার অন্তর্গত লাক্ষাতীরবর্ত্তী ভাঙ্গাবাজারের সন্নিহিত তালতলা গ্রামে সাধকশ্রেষ্ঠ কথুনাথের সমাধি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত সাধনমন্দির স্থাপন করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে ভীষণ অরণ্যানী-সঙ্কুল উচ্চ ভূমি ছিল। কথুনাথ ঐ স্থানে আগমণ পূর্ব্বক গুরুদত্ত সিঙ্গাধ্বনি করিতে থাকেন। সাধকের সিঙ্গার রব শ্রবণ করিয়া অরণ্যের যাবতীয় হিংস্র জন্তু মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বীয় আবাসস্থল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলে, ক্রমে ক্রমে তথায় জন-সমাগম হইয়া প্রসিদ্ধ দেবস্থানে পরিণত হয়।

দেবালয়ের চারিদিক ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। পূর্ব্বদিকে, প্রাচীরের বহির্দ্দেশে একটী পুষ্করিণী বিদ্যমান। এই পুষ্করিণীর পূর্ব্বতীরে কথুনাথের ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে দুইজনের দুইটী ক্ষুদ্র সমাধি-মন্দির অবস্থিত। দেবালয়ের অভ্যন্তরে পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণের ভিটীতে একতালা অট্টালিকা এবং উত্তরের ভিটীতে একখানা টিনের ঘর আছে। পূর্ব্বের ভিটীর দালানেই কথুনাথের উপাসনামন্দির। এই উপাসনা মন্দিরের চত্বরের সহিত সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে যে ক্ষুদ্র দুইটী ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির অবস্থিত, তাহার একটীতে কথুনাতের ইষ্টদেবতা রামকৃষ্ণ গোসাইর ও অপরটীতে কথুনাথের পাদুকা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

১০। গোরক্ষপুরের মঠ–– ইহা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গোরক্ষপুরে অবস্থিত। ইহা গোরক্ষনাথের জন্ম-স্থান বলিয়া খ্যাত।

১১। ভুবনতীর্থ-- ইহা কাছাড়ের পূর্ব্বাংশে ভুবন-পাহাড়ে অবস্থিত। এখানে একটী শিলাস্তরের নীচে মহাদেবের ও মহাদেবীর প্রস্তরময়ী-মূর্ত্তি বিদ্যমান। মহাদেব দক্ষিণমুখে এবং মহাদেবী উত্তর মুখে পরস্পর ৪।৫ হাত দূরে দণ্ডায়মান। উপরে একটী শিলাস্তর এক পার্শ্বস্থ উচ্চস্থান হইতে বর্দ্ধিত হইয়া বিগ্রহ দুইটীকে চন্দ্রাতপ বা ছত্রের ন্যায় আচ্ছাদন বিশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। এই শিলাস্তর ক্রমশঃ বর্দ্ধমান। বিগ্রহ দুইটীর সম্মুখে একটু নিম্নভূমিতে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী বর্ত্তমান। এই স্থানের প্রায় এক মাইল দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের মধ্যে একটী সুড়ঙ্গ আছে। সুড়ঙ্গটীর প্রবেশ-পথে দুইখানা প্রকাণ্ড প্রস্তর পরস্পর সম্মুখীন অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহারা সুড়ঙ্গে সদর দরজার কাজ করিতেছে। এই স্থান অতিক্রম করিলে সুড়ঙ্গে প্রকাণ্ড মুখগহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে নিম্ন পথ দিয়া নামিয়া পরিসর-বিশিষ্ট একটী সমতল চত্বরে পৌঁছা যায়। এই চত্বরের সম্মুখভাগে প্রস্তর-গাত্রে একটী ক্ষুদ্র পথ দেখা যায়। ইহাকে যোগিপথ বলে। এই পথ অতিক্রম করিলে একটী সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ পাওয়া যায়। এই সুড়ঙ্গ পথ দিবা দ্বিপ্রহরেও ঘোর অন্ধকারময়। যাত্রীগণ আলো ছাড়া তথায় যাইতে পারেন না। সুড়ঙ্গটী কত দীর্ঘ কেহ বলিতে পারে না। প্রতিবৎসর শিবরাত্রির সময় এখানে ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। বহুদিন এই তীর্থটী লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। যোগি-জাতীয় রাধানাথ সন্ন্যাসী স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে ইহা আবিষ্কার করতঃ জনসাধারণের নিকট পরিজ্ঞাত করেন। নাথ-যোগী রাধানাথ কতিপয় বৎসর এই স্থানের পূজক ও অধিকারী ছিলেন। পরে কতিপয় হিংসুক ব্যক্তির চক্রান্তে রাধানাথ উক্ত স্থানের পূজক ও অধিকারীর পদ হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হন এবং গোপালদাস নামক এক পশ্চিম দেশীয় ব্যক্তি তথায় প্রতিষ্ঠিত হন। পরে আদালতে বিচার-প্রার্থী হইয়া রাধানাথ উক্ত তীর্থের দুই আনা মাত্র মালিকী স্বত্ত্ব উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। কিন্তু মন-ক্ষোভে তিনি উক্ত দুই আনা অংশ গ্রহণ করিতে আর ভুবনতীর্থে যান নাই। অধুনা কাছাড়ের পুষ্কর নাথজী উক্ত তীর্থের সন্নিকটে একটী যোগাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

১২। ঢাকেশ্বরী মন্দির-- ঢাকার ঢাকেশ্বরী বাড়ীর মন্দির এক্ষণে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের হাতে আছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বে এই মন্দির যোগিজাতীয় পুরোহিতের হাতে ছিল। শেষে ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি লোকের চেষ্টায় তাঁহারা তথা হইতে বিতাড়িত হন এবং ঢাকার মুন্সীগঞ্জের নিকট লক্ষীবাড়ী নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৩। যোগী গোফা-- গোয়ালপাড়া জেলায় অবস্থিত। বল্লাল কর্তৃক তাড়িত যোগিগণ বল্লালের অধিকার ছাড়িয়া এখানে আসিয়া আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া নিরুপদ্রবে যোগ-সাধন-রত হন। এখনও ইহা যোগি সন্ন্যাসিগণের অধীন আছে।

১৪। মৈনমের শিবলিঙ্গ ও কালী মন্দির -- রাজশাহী জেলার নওগা মহকুমার অন্তর্গত পোঃও, গ্রাম মৈনম নিবাসী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ ভূমিতে মৈনমের হাট বসে। ঐ হাটের পশ্চিম প্রান্তে রায় বাবুদের স্থাপিত একটী শিবলিঙ্গ বিগ্রহ ও একটী কালীমন্দির আছে। মন্দির ও বিগ্রহ পাশাপাশি অবস্থিত। স্থানটী সান্তাহার রেল জংশসন হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমাংশে অবস্থিত। ঐ বিগ্রহের পূজা ও ঐ কালী মন্দিরের



বার্ষিক কালী-পূজা ঐ গ্রামের যোগিজাতীয় শ্রীরামশঙ্কর নাথ সন্ন্যাসী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে। উক্ত রায় মহাশয় কাছাড় নিবাসী স্বজাতি হিতৈষী শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয়কে উক্ত বিষয়ে নিম্নরূপে লিখিয়াছেন, যথা-"আমাদের অধিকারে একটী কালীমণ্ডপ ও শিবলিঙ্গ বিগ্রহ আছে। তাহার বৎসরান্তে চৈত্রমাসের শেষে যে পূজার অনুষ্ঠান হয়, তাহা যোগী জাতীয় শ্রীরামশঙ্কর নাথ সন্ন্যাসী দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কেবল যে তিনি একাই করিতেছেন এমত নহে; তাহার পিতৃ-পিতা মহাদিক্রমে ঐ মণ্ডপের পূজাদির কার্য্যে পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছেন। গ্রামের প্রায় সকল প্রকার হিন্দুসম্প্রদায় হইতে ঐ মন্ডপে -দেবোদ্দেশে যে সকল ফল-মূলাদি দেওয়া হয়, তাহা নিবেদনান্তে সকলেই স্ব স্ব গৃহে লইয়া যায়।

১৫। উল্টাডিঙ্গীর শিবালয়-- উহা কলিকাতার উল্টাডিঙ্গীতে অবস্থিত। এখানে যোগেশ্বর নামক এক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার সেবাদি কার্য্য কলিকাতার স্বনামখ্যাত পদ্মচন্দ্র নাথ মহাশয় দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। এক্ষণে তৎপুত্র চন্দ্রকুমার নাথ কর্ত্তৃক তাহা নির্ব্বাহ হইতেছে।

১৬। মহানাদের জটেশ্বর মন্দির-- জেলা হুগলীর অন্তর্গত ত্রিবেণীর ৪ চারিক্রোশ পশ্চিমে মহানাদ নামক স্থানে অবস্থিত। প্রবাদ আছে, এখানে একটী দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ পতিত হইয়াছিল। বায়ু-সজ্জাতে উক্ত শঙ্খ হইতে মহানাদ (মহাশব্দ) উত্থিত হওয়াতে দেবগণ তথায় আগমন করেন এবং স্থানটী পবিত্র জানিয়া তথায় জটেশ্বর শিব ও বশিষ্ট গঙ্গা নামক জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থানটি চিরস্মরণীয় করেন। শঙ্খ হইতে মহানাদ উত্থিত হইয়াছিল বলিয়া স্থানটীর নাম মহানাদ হইয়াছে। এখানে নাথ-বংশীয় যোগি রাজার নিবাস আছে।

১৭। বহরযোগ-মঠ- দিল্লীর প্রায় ৪০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম রোহতক জিলার বহর নামক স্থানে এই মঠ অবস্থিত। ইহার চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত ও অট্টালিকাযুক্ত। নাথ-বংশীয় যোগিগণ ইহার মোহন্ত। পূর্ব্বতন মোহন্তগণের মধ্যে শ্রীমন্তনাথ, চেৎনাথ, সন্তোষ নাথ অতি প্রসিদ্ধ শ্রীমন্তনাথের অদ্ভুত যোগবলের কথা "শ্রীমন্তনাথ-চরিত্র" নামক গ্রন্থে সবিস্তার উল্লিখিত আছে। অদ্যাপি শ্রীমন্তনাথের নামে তথায় বৎসরে একটী মেলা হইয়া থাকে। চেৎনাথজীও একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের অনেক নাথ-সন্তানের গুরু ছিলেন। স্বনাম-খ্যাত সমাজ-সংস্কারক বর্দ্ধমানবাসী স্বর্গীয় বিষ্ণুচন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহারই সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন। বহরের নাথ-মোহন্তগণ উত্তর পশ্চিম প্রদেশের রাজাদের কুলগুরু। এখানে বহুসংখ্যক নাথ-যোগী বাস করেন। ইহারা সকলেই যোগসাধন-রত। মঠের প্রচুর ভূসম্পত্তি আছে, আয়ও প্রচুর।

১৮। যোগীর ভবন *-- বগুড়া জেলার বগুড়া সহর হইতে ৩।০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহা আইপন্থী কণফট যোগী-সম্প্রদায়ের মঠ। এ মঠ কুরুক্ষেত্রের মূল মঠের শাখাবিশেষ। এখানকার মোহন্ত কুরুক্ষেত্রের প্রধান মঠাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আসেন। বর্ত্তমান মোহন্তের নাম বলকাইনাথ। ইহারা আইপন্থী (অর্থাৎ আদিনাথপন্থী) বলিয়া নামের শেষে 'আইনাথ' উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এখানকার মোহন্তগণের পূজাদি-কার্য্য পূর্ব্বে স্থানীয় নাথজাতীয় ...হিত দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত। অল্পদিন হইল মোহন্তগণ স্বয়ং পূজাদির কার্য্য গ্রহণ ক... ছেন। শিবরাত্রি -যোগে এ স্থানে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এ স্থানে গোরক্ষনাথের সমা... মান আছে বলিয়া কথিত হয়।

১৯। কপিল মুনির আশ্রম-- ইহা সাংখ্য-দর্শন-প্রণেতা মহর্ষি কপিলের আশ্রম। গঙ্গাসাগর -সঙ্গমে অবস্থিত। যে দ্বীপের উপর আশ্রমটী অবস্থিত তাহাকে সাগর-দ্বীপ কহে। এখানকার মোহন্ত যোগিজাতীয়। প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তিও অন্যান্য যোগ উপলক্ষে যে সকল যাত্রী গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নানার্থে গিয়া থাকেন, তাহারা তথায় পূজাদি দিয়া থাকেন। ভারতের আরও কতিপয় স্থানে কপিলাশ্রম আছে। ইহা ভিন্ন ভিন্ন কপিলের আশ্রম হইতে পারে। অথবা একই কপিল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া যোগ-সাধন করিয়া-ছিলেন বলিয়া প্রত্যেক স্থানের আশ্রমই তাঁহার নামে খ্যাত হইয়াছে।

২০। মহাস্থানগড়*-- ইহা বগুড়া জেলায় অবস্থিত। যোগি-জাতীয় সন্ন্যাসিগণ ইহার মোহন্ত ছিলেন। "বল্লাল-চরিত্র" গ্রন্থে মহাস্থানের উল্লেখ আছে। তখন ধর্ম্মগিরি ইহার মোহন্ত ছিলেন; এই ধর্ম্মগিরিও বল্লালের পুরোহিত বলদেব ভট্টকে পূজার দ্রব্যের ভাগ বিষয়ে অপমানিত করিয়াছিলেন।

২১। চৌরঙ্গী--"কেহ কেহ বলেন, তৎকালে এখানে গোরক্ষনাথের শিষ্য চৌরঙ্গী-নামধারী হঠযোগীরা বাস করিতেন , তাহা হইতে এই স্থান চৌরঙ্গী-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।" আবার কেহ কেহ বলে "প্রাচীন গোরক্ষপুরের পূর্ব্বাংশে (১) জঙ্গলগিরি-নামক একজন চৌরঙ্গী যোগী কালীদেবীর কোন পবিত্র-চিহ্নের সেবা করিতেন। এই চিহ্নই দেবীর কনিষ্ঠাঙ্গুলি। অবশেষে গোবিন্দপুরে বর্ত্তমান কেল্লা নির্ম্মাণ করিবার সময়ে এই পবিত্র চিহ্ন বর্ত্তমান কালীঘাট-নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। উক্ত দেবী-পূজক চৌরঙ্গী হইতে বর্ত্তমান চৌরঙ্গী-নামক স্থানের নামকরণ হইয়াছে।" শেষোক্ত মতটী যুক্তিসিদ্ধ ও প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না। চৌরঙ্গী যোগিদিগের অনেক পূর্ব্বে কালীঘাট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ("বিশ্বকোষ" কলিকাতা শব্দ ২৯১ পৃঃ Vol 3)

২২। চুনাগলির কালী মন্দির-- ইহা কলিকাতার চুনাগলিতে অবস্থিত। এখানে কালী-মায়ের বিগ্রহ আছে। মায়ের সেবা-পূজা যোগিজাতীয় পূজক দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে।

২৩। লক্ষ্মীবাড়ী-- ঢাকা মুন্সীগঞ্জের নিকট অবস্থিত। এখানকার পূজকগণ পূর্ব্বে ঢাকেশ্বরীর বাড়ীর পুরোহিত ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। এখানে সকল জাতীয় লোক পূজা দিয়া থাকেন।

২৪। বুড়াশিবের বাড়ীর মন্দির-- ঢাকা শহরে রমনার নিকট অবস্থিত। বহুকাল এই মন্দিরের শিবলিঙ্গের পূজা যোগিজাতীয় মোহন্তের হাতে ছিল। অল্পাধিক দশবৎসর হইল ইহার শেষ মোহন্ত ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামী মন্দিরের মোহন্ত পদ-হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামী একদা বিক্রমপুরে যোগিজাতীয় লোকদিগকে উপনয়ন দিতে গিয়াছিলেন। তিনি মন্দিরের কার্য্যে মনোযোগী নহেন—এই আপত্তিতে তাঁহাকে শহরের উকিল, মোক্তার প্রভৃতি গণ্যমান্য লোকগণ আদালতের আশ্রয়ে পদচ্যুত করেন। ইহার ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সবজাতীয় শিষ্য ছিল। ঢাকার

* প্রচার উপলক্ষে উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ কালে আমি এই স্থানটী দেখিয়া আসিয়াছি। বিস্তৃত বিবরণ যোগিসখায় প্রকাশিত হইবে।--শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার

(১) এখন এখানে প্রেসিডেন্সি জেল।



স্বামীবাগ-নামক মহল্লাটী ইহার নামেই নামকরণ হইয়াছে।

২৫। পঞ্চানন ঠাকুরের দেবালয়--হাওড়া জেলার অন্তর্গত লিলুয়া ষ্টেশনের নিকট অবস্থিত। যোগিজাতীয় পুরোহিত কর্ত্তৃক পরিচালিত। এই দেবালয়ের দেবোত্তর সম্পত্তি ও জমিদারী আছে।

২৬। ভর্ত্তৃহরির গুহা-- "উজ্জয়িনীনগরের পার্শ্বে রাজা ভর্ত্তৃহরির গুহা। রাজা ভর্ত্তৃহরি সংসার ত্যাগ করিয়া প্রথমে এইখানে আশ্রয় লন। *** গুহার মধ্যে সোজা হইয়া দাঁড়াইলে উপরে মাথা ঠেকে। গুহার মধ্যে তিনদিকে থাম আছে। থামে কতকগুলি অস্পষ্ট মূর্ত্তি খোদিত আছে। স্থানে স্থানে কয়েকটি লিঙ্গ-মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে কেবল কেদারেশ্বরের লিঙ্গের পূজা হয়। বামদিকের গুহায় দুইটি কাল-পাথরের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, একটী কিছু উচ্চে, অপ-রটী তাহারই নীচে। এখানকার লোকে বলে, উপরে গোরক্ষনাথ নীচে তাহারই শিষ্য ভর্ত্তৃহরি।"

("বিশ্বকোষ", উজ্জয়িনী শব্দ, ৩২১ পৃঃ।)

২৭। শিববাড়ির অচল শিবলিঙ্গ--

"দাশোড়ার নিকটবর্ত্তী শিববাড়ি গ্রামে একটী অতি প্রাচীন শিব ও শিবমন্দির আছে। এই অচল শিবলিঙ্গ দাশোড়ার বৈদ্যবংশোদ্ভব দত্তমহাশয়দিগের প্রতিষ্ঠিত। যুগীজাতীয়গণ (২) এই শিবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কথিত আছে, এই যুগীদিগের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ইহার সন্ধান পাইয়াছিলেন। অদ্যাপি প্রত্যেক যুগী-পূজারীকেই দত্তমহাশয়দিগের অনন্তর-পুরুষগণের প্রধানের নিকট হইতে কপালে টীকা গ্রহণ করিতে হয়। উহাই তাহার নিয়োগপত্র-বিশেষ। এই শিববাড়ী একটী প্রসিদ্ধ দেবস্থান। প্রকাণ্ড কুণ্ড মধ্যে শায়িত সুবৃহৎ পাষাণময় অচল শিবলিঙ্গ ও মনোহারিণীবালা-ভৈরবীমূর্ত্তি। শিবরাত্রির সময় এখানে একটী মেলার অধিবেশন হয়।" (যতীন্দ্র রায়ের "ঢাকার ইতিহাস" ৩৯৫ পৃঃ।)

২৮। যোগি-গুফা-- "গোবিন্দগঞ্জের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে পাহাড়পুর-নামক গ্রামে বৌদ্ধস্তূপ দৃষ্ট হয়। ইহার প্রায় আড়াই ক্রোশ পশ্চিমে 'যোগিগুফা'-নামক বিখ্যাত স্থান আছে। এখানে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ***

যোগি-গুফার চারিদিকে বিস্তর ধ্বংসাবশেষ আছে; প্রবাদ যে, এই স্থানে দেবপাল, দেবপালের মাতা ভীমাদেবী, চন্দ্রপাল, মহীপাল প্রভৃতির প্রাসাদ ছিল। *** বাস্তবিক যোগিগুফার নিকটবর্ত্তী প্রাচীন স্তূপ উদ্ঘাটন করিলে পালরাজগণের অনেক কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে।" ("বিশ্বকোষ," দিনাজপুরশব্দ, ৫৫৫ পৃঃ।)

২৯। জটেশ্বর শিবমন্দির-- ত্রিবেণীর ৪।৫ ক্রোশ দক্ষিণে এই মন্দিরটী অবস্থিত। যোগীজাতির মোহন্ত মন্দিরের পূজা-কার্য্য করিয়া থাকেন। এই মন্দির কনফট যোগীদের অধিকৃত।

৩০। বশিষ্ট গঙ্গা-- জটেশ্বর মন্দিরের নিকটেই বশিষ্ট-গঙ্গা-নামে একটী জলাশয় আছে, নাথ-যোগীরা ও তীর্থযাত্রীরা এই জলাশয়কে গঙ্গার ন্যায় মান্য করিয়া থাকেন। এই মন্দিরে

(২) লেখক "যোগী"-শব্দের পরিবর্ত্তে "যুগী" লিখিয়াছেন। যুগী শব্দ যে অশুদ্ধ, বোধ হয় লেখক মহাশয়ের তাহা জানা নাই। —গ্রন্থকার।

একজন নাথযোগী বাস করেন, তাঁহার বিষয় সম্পত্তি যথেষ্ট, জমিদারীও আছে, ইহাকে জনসাধারণ যোগিরাজ বলিয়া থাকেন। এই যোগিরাজবংশ বহু প্রাচীন।

৩১। এক লিঙ্গ শিবমন্দির— ইহা একটী প্রসিদ্ধ শিবমন্দির। মেবারে অবস্থিত নাথযোগী এই শিবমন্দিরের মোহন্ত। কন্‌ফট্‌ সম্প্রদায়ের নাথ-যোগীরাই এই মন্দিরের সত্ত্বাধিকারী।

৩২। গোরক্ষক্ষেত্র— দ্বারকার নিকট অবস্থিত। কন্‌ফট্‌ যোগী-সম্প্রদায়ের নাথগণ এই স্থানের সেবা-পূজাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাঁহারাই উক্ত মন্দিরের মোহন্ত। ইহা নাথ-যোগীদের অতি শ্রদ্ধেয় তীর্থ। আজ কতিপয় বর্ষ ধরিয়া ভারতের মনিষীগণ যোগধর্ম্ম, শৈব-ধর্ম্ম-নাথধর্ম্ম ও যোগীজাতি সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনা ও গবেষণার ফলে এই জাতি ও তাঁহাদের ধর্ম্মের বহু তত্ত্ব জনসাধারণে প্রচারিত হইতেছে। তাঁহাদের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের ধর্ম্ম এককালে ভারতে এক অতি প্রবল ধর্ম্মরূপে বিদ্যমান ছিল এবং ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

যোগিজাতি ও তাঁহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে কতিপয় প্রধান প্রধান বিজ্ঞ-গণের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই মহাশয় বলেন-

"নাথ-পন্থ এককালে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই নাথ-যোগিরা গিয়াছিলেন ও লোককে আপন-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন ; সিন্ধু, কচ্ছ, গুজরাট প্রভৃতি দূরদেশেও নাথেরা গিয়াছিলেন। ১৫৮৮ সালে মানসিংহ যোধপুরের রাজা ছিলেন। তাঁহার গুরু দেবনাথকে তিনি একটা নগর দান করিয়া ছিলেন, উহার নাম মহামন্দির ; উহার প্রাচীরটা প্রায় দুই মাইল হইবে। এখানকার নাথজী খুব বড়লোক।" (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৮ বাং ২৪ খ পৃঃ)

২। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের ত্রিপুরা-শাখার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে উক্ত শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণের একস্থানে নাথজাতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,-

"..........অনেকেই দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গলাভাষার এমন কিছু ক্ষমতা ছিল, যাহাতে ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আসাম,মণিপুর, উৎকল, নেপাল, সিকিম প্রভৃতি বাঙ্গলার প্রতিবেশীরাও বাঙ্গলার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন এবং বাঙ্গলার বিশেষ চর্চ্চা করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নেপাল হইতে হাজার বৎসরের যে সকল বাঙ্গলা পুঁথি আনা হইয়াছে, তাহাতেও দেখা যায়, বাঙ্গলার গান, বাঙ্গলার ছড়া, বাঙ্গলার দোঁহা, এককালে তর্জ্জমা হইয়া এসিয়ার দেশদেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা আদর করিয়া বাঙ্গলার সিদ্ধ পুরুষদের উপদেশ শুনিতেন। দেবতা বলিয়া তাঁহাদের পূজা করিতেন। তাঁহাদের প্রতিমা গড়াইয়া মন্দিরে মন্দিরে রাখিতেন, তাঁহাদের নামে যাত্রা উৎসব করিতেন, তাঁহাদের গানগুলি, ছড়াগুলি, দোঁহাগুলি নিজ নিজ ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া বিহারে বিহারে রাখিতেন, যত্ন করিয়া পড়িতেন, পড়াইতেন। সুতরাং বাঙ্গলাভাষার ও বাঙ্গালী জাতির একটী শক্তি ছিল, যাহাতে শুধু প্রতিবেশীদের নয়, দূর দূরান্তরের লোককেও মোহিত করিতে পারিতেন। এই যে হাজার বছরের পুথির কথা বলিলাম, এই কি বাঙ্গলার সব চেয়ে পুরাণ পুঁথি, না এর চেয়েও পুরাণ পুঁথি কিছু ছিল? ছিল বই কি। এ



সকল পুরাণ পুঁথিতে আবার তার চেয়েও পুরাণ পুঁথির কথা আছে। এগুলি বৌদ্ধদের, সেগুলি নাথদের শৈব যোগীদের। শৈব যোগীদের দুই একটী বোলও এই পুঁথিতে তোলা আছে। একটী নাথদের আদিগুরু মীননাথের লেখা। একজন রোষ পণ্ডিত বলিয়াছেন, নাথেরা খৃঃ ৮০০ বৎসরের কাছা-কাছি প্রবল হইয়া উঠেন। মীননাথের সে বোলটী ঃ-

কংহতি গুরু পরমার্থের বাট। কর্ম্ম কুরংগ সমাধি কপাট।।
কমল বিকশিত কহিছন যমরা। কমল মধু পিবিব ধোঁকে ন ভমরা।।

এইটী সত্যই মীননাথের লেখা, খৃঃ ৮০০ বৎসরের লেখা, খাস বাঙ্গলা, এখনও বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। এই মীননাথের বাড়ী কোথায়? আপনারা ময়নামতীর যে ছড়া পাইয়াছেন, তা যদি সত্য হয়, তবে মীননাথও ময়নামতীর লোক, ময়নামতীর পাহাড়েই তাঁহার বাড়ী ছিল, অন্ততঃ তিনি সেখানেও পসার করিয়াছিলেন। তাঁহার একজন চেলার নাম মৎস্যেন্দ্রনাথ, আর একজনের নাম গোরক্ষনাথ। ময়নামতীর ছড়ায় ত গোরক্ষনাথের অনেক কথা আছে। যদি ইহারা সত্য সত্যই ত্রিপুরা জেলার লোক হন, তবে একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, ত্রিপুরার কত গৌরব? এই যে শৈব-যোগী বা নাথ, ইহারা ত ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। সুদুর যোধপুর নগরে পাঁচিলে ঘেরা একটী নগরই রহিয়াছে, যাহার নাম মহামন্দির। উহা নাথ-যোগীদের একটী প্রধান আড্ডা। যোধপুরের রাজা মানসিংহ দেবনাথ যোগীকে আপনার গুরু করিয়া ছিলেন।"

৩। সুকবি, জমিদার শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় বলেন,-

"খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী হইতে, মুসলমান আক্রমণের সময়, দ্বাদশ শাতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গলাভাষার যতখানি পুষ্টি বা বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল, তাহাতে আমার বোধহয় বৈদেশিক প্রভাব একেবারেই ছিল না; কিন্তু তাহার উপাদান-বিভাগে সহজধর্ম্ম মত, নাথ-পন্থিদিগের ধর্ম্মমত ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত বিশেষ ভাবেই বিবৃত রহিয়াছে। এই সময়ে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ নাই, পুরাণসমূহের উল্লেখ নাই। আছে কেবল বৌদ্ধ-সন্ন্যাসের মত নাথপন্থী যোগিদিগের মত এবং সহজধর্ম্মমূলক সাধারণ নীতি কথার আবৃত্তি। পূর্ব্বগামী সিদ্ধাচার্য্যগণ, নাথ-পন্থের যোগিগণ এবং সহজিয়াগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়া নিজেদের ধর্ম্মমত বাঙ্গলার লোক-সমাজে প্রচার করিতেন, বাঙ্গলার ব্রাহ্মণগণ তখন সেই পন্থা অবলম্বন করিলেন ; এবং ফলে সঙ্গে সঙ্গে মনসার গান, মঙ্গলচণ্ডীর গান, শিবায়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণমতের অনুগামী লিখিত হইতে লাগিল। (সাহিত্য)

৪। ঢাকা সাহিত্যপরিষদ্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম এ সম্পাদিত "ময়নামতীর গান" নামক পুস্তিকার ভূমিকায় ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ-

"..... অথর্ব্ববেদে যে মন্ত্র-তন্ত্র-বহুল শৈবধর্ম্মের প্রাধান্য দেখা যায়, নাথধর্ম্ম তাহা হইতেই প্রসূত। মহাযান্ বৌদ্ধধর্ম্মের শাখাগুলি হইতে নাথ-ধর্ম্মের যে জীবনী-শক্তি অনেক বেশী ছিল, তাঁহার প্রমাণ এই যে, বর্ত্তমানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শাখা প্রশাখাগুলি লুপ্তপ্রায়। দুই একটী নাম ভাঁড়াইয়া কোন রকমে আত্মরক্ষা করিতেছে ; কিন্তু নাথ-ধর্ম্ম এখনও বর্ত্তমান ; নাথ-সম্প্রদায় অব্যাহত ভাবে এখনও ভারতের সর্ব্বস্থানে বিরাজ করিতেছেন এবং বাঙ্গলাদেশে রাজকোপে

তাঁহারা সমাজে পৃথক হইয়া পড়িয়া থাকিলেও সংখ্যায় এবং ক্ষমতায় তাহারা এখনও নগণ্য নহেন। চৈতন্যের প্রেম-বন্যায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শাখা-প্রশাখাগুলি ভাসিয়া ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু নাথ উপাধিধারী জন-সমূহ এখনও সগৌরবে তাহাদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। নাথ-ধর্ম্মের জীবনী-শক্তির ইহার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে?"

৫। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার "শ্রীবৎস-চরিতম্" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,- "কোন কোন শৈব-তীর্থে যোগিজাতীয় লোক মোহন্ত আছেন। * যোগিজাতি যে শৈব-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

৬। স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সেন বিদ্যাভূষণ বি, এ, বি, এল মহাশয় লিখিয়াছেন,- " * নাথ-পন্থীগণ যোগমার্গ অবলম্বী শৈব।" * খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে * * * বহুগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে "মাণিকচাঁদের গান," "গোপীচাঁদের গান," বা "গোবিন্দচন্দ্র গীত," "ময়নামতীর পুঁথী," "ময়নামতীর গান," "গোরক্ষবিজয়," মীনচেতন, প্রভৃতি তখনকার শক্তিশালী শৈব- সাহিত্যের পরিচয় দিবার নিমিত্ত অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল গীত-কবিতা পূর্ব্বে যোগি-সম্প্রদায়ের দ্বারা দেশ বিদেশে গীত ও প্রচারিত হইত। * * *

(ভারতবর্ষ, ১৩২৭ চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

৭। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, পি, এইচ্ ডি ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ, প্রণীত "শিশুরঞ্জন ভারত ইতিহাসের" ৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ-

"বল্লালের রাজ্যে এক শিবমন্দির ছিল, তাহার মোহন্ত ছিলেন যোগীজাতীয়। বল্লালের পুরোহিতের সহিত নৈবেদ্যের ভাগ লইয়া ঐ মোহন্তের বিবাদ বাঁধে। মোহন্ত অপমান করিয়া পুরোহিতকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দেন। পুরোহিত যাইয়া বল্লালের নিকট নালিশ করিলে বল্লাল যোগী জাতিকেও সুবর্ণ বণিক জাতির মত পতিত করেন।"

৮। বৃহত্তর ভারত-পরিষদে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই, মহাশয়ের পত্র........."যে শৈব কৌল যোগীগণ সারা ভারতে ও তাহার বাহিরে বাঙ্গলার মহিমা গাহিয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে যুগী বলিয়া উপেক্ষা করিতেছি?"

(যোগিসখা, ১৩৩৩ পৌষ-সংখ্যা।)

৯। সন ১৩২৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা "ভারতবর্ষে" পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,-

"পাতঞ্জল-দর্শন অবলম্বনে, হঠ-প্রদীপিকা, দত্তাত্রেয়-সংহিতা ও গোরক্ষ-সংহিতা, এই তিন সংহিতায় যোগিদিগের বিবরণ বর্ণিত আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, এই যোগিগণ নানা ভাবে বিভক্ত, এবং তাহাদের সাধারণ উপাধি "নাথ!"

১০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি-সাহিত্য-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক স্বনামধন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম, এ, ডি, লিট, (লণ্ডন) মহাশয় বলেন,-

"* * * * নাথ-পদবী-বিশিষ্ট একটী যোগি-সমাজ এখনও বাঙ্গলাদেশে বিদ্যমান আছে। ইহার লোক সংখ্যা পাঁচ ছয় লক্ষের কম নহে। বাঙ্গলার প্রত্যেক স্থানেই এই সমাজের লোকের



বসতি আছে, কেবল আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গেই এই সমাজের চারি পাঁচ লক্ষ লোকের বাস। বস্ত্রবয়ন ও বস্ত্রবিক্রয়ই এই সমাজের প্রধান উপজীবিকা, অথচ ইহা তাঁতি বা তন্তুবায় সমাজ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ইহার পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মে নাথ-পন্থী।

আজ নাথ-সমাজ নাথ-গুরুগণকে ভুলিয়া বৈষ্ণব- গোস্বামীদের শরণাপন্ন হইয়াছেন, গোরক্ষসংহিতা ছাড়িয়া শ্রী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে সকল নাথ-যোগিপ্রবরের দীক্ষায় ইহার প্রাণস্পন্দন ও হৃদয়ের অনুভূতি এবং যাঁহাদের জীবন, চরিত্র, শিক্ষা ও সাধনামাহাত্ম্য হিন্দু-মুসলমান কবিগণ বর্ণনা করিয়া গোরক্ষ-বিজয়, ময়নামতীর গান ও মীন-চেতন প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা নাথ-যোগিগণ স্মরণ করেন না। যে গোরক্ষ নাথের নামে একদিন সুদূর জলন্ধর ও সুরাষ্ট্র হইতে গৌড়, বঙ্গ ও আসাম উড়িষ্যা পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের সকল লোক সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিতেন, তাঁহার বিষয়ে নাথ-সমাজ অজ্ঞ এবং তাঁহার নামে পরিচিত হইতে যোগী ছাত্রগণ লজ্জিত। নাথদিগের অন্তর্নিহিত আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভাব পুনর্ব্বার জাগাইয়া তুলিতে হইলে প্রথমতঃ আত্ম-পরীক্ষা দ্বারা নিজের ভাল মন্দ বিচার করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলার নাথ-যোগিগণের অধিকাংশ লোকই বস্ত্র-শিল্প ও বস্ত্র-ব্যবসায়ী। * * * আসাম প্রদেশে বহু নাথ-যোগী পরিবারের বসতি থাকিলেও তথায় কোথায় ও বস্ত্র-বয়ন কিংবা বস্ত্র-ব্যবসায় নাথ-যোগীর উপজীবিকারূপে দৃষ্ট হয় না। আসাম-অঞ্চলে-যথা আনান্য সমাজে তথা নাথযোগী সমাজে, বস্ত্র-বয়ন রমণীদিগের গৃহশিল্প রূপেই বিরাজিত আছে। ঋগ্বেদে কতিপয় সূত্রের উক্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে, বস্ত্র বয়ন আর্য্যনারীর গৃহশিল্প ছিল। * * * নাথ-সমাজের মধ্যে যোগী, শৈব, অথবা তাপস শ্রেণীভুক্ত গৃহস্থ-দিগের বংশধরগণ বিদ্যমান আছেন।" (বঙ্গীয় যোগিসমাজের মর্ম্মস্থল, প্রাণ-স্পন্দন ও গতিবিধি।)

বগুড়ার ইতিহাস-প্রণেতা প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার বগুড়া ইতিহাসের ভূমিকাংশের ৫৬ পৃষ্ঠার পাদ-টীকায় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে গোরক্ষনাথ ও মৎস্যেন্দ্র নাথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-

"গোরক্ষনাথ কি গোষ্টিকথা নামক গ্রন্থে গোরক্ষনাথের এইরূপ পরিচয় আছে।

"আদিনাথকে নাতি মচ্ছনাথকে পুত্। মে যোগী গোরখনাথ অবধূত।।"

গোরক্ষনাথের পিতা মৎস্যেন্দ্রনাথই লোকেশ্বর পদ্মপাণি। উইলসন সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন, মৎস্যেন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের পূর্ব্ব বা উত্তর অংশের লোক পদ্মপাণি মৎস্যদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মৎস্যদেশের সিদ্ধপুরুষ বলিয়া তাঁহার নাম মৎস্যেন্দ্রনাথ। বগুড়া জেলার উত্তরাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ এক সময়ে মৎস্যদেশ নামে পরিচিত থাকিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

১৩২৯ বাং পৌষমাসের মানসী ও মর্ম্মবাণী মাসিক পত্রিকায় মুক্তিনাথ শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র আচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ-

"মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের মন্দির দুইটী পাহাড়ের অধিত্যকার উপর। কোনও সময় মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালের মঙ্গল দেবতা ছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ নাথ-সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ সাধু

এবং আদিনাথের শিষ্য ছিলেন। গোরক্ষনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য। নাথপন্থীদের মতে ম ৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ উভয়ই বিষ্ণুর অবতার ছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, মৎস্যেন্দ্রনাথ আৰ্য্যাবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব। একদা শিব সমুদ্রে-বলায় পার্ব্বতীকে যোগোপদেশ দিতেছিলেন ; তখন আর্য্যাবলোকিতেশ্বর মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া সেই উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং তখন হইতে তিনি মৎস্যেন্দ্রনাথ নামে পরিজ্ঞাত হন।

পরে উচ্চারণ ভেদে মচ্ছিন্দ্রনাথ, মছন্দরনাথ, মজীন্দ্রনাথ, মীন নাথ ইত্যাদি নামকরণ হইয়াছে। কালে মৎস্যেন্দ্রনাথ যোগমার্গ ভ্রষ্ট হইয়া নারীরাজ্যের অধিশ্বরী রাণী প্রমীলার প্রেমাস্পদ হইয়া পড়েন। পরে স্বীয় শিষ্য গোরক্ষনাথ পুনরায় তাঁহাকে বিষয়বাসনা হইতে ছাড়াইয়া সন্ন্যাস আশ্রমে লইয়া যান।

নেওয়ার রাজাদের সময় প্রতিবৎসর মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দিরের সহিত একটী ব্রাহ্মণ-কন্যার বিবাহ দেওয়া হইত। এমন কি গুরখা রাজাদের সময়ও কিছুদিন ঐ প্রথা প্রচলিত ছিল, পরে রহিত হইয়া গিয়াছে।"

১৩। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগ হইতে উদ্ধৃত ঃ-

"নেপাল অতি বিস্তীর্ণ পুরাতন স্বাধীন রাজ্য ; এই রাজ্যে বহু সংখ্যক প্রাচীন নাথযোগীর নিবাস আছে। তাঁহারা প্রায় সকলেই যোগমার্গে রত এবং ঐ প্রদেশস্থ সমস্ত হিন্দুজাতির অর্থাৎ চতুর্ব্বর্ণের গুরুপদে বরণীয়। ইঁহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইঁহাদের উপাধি যথা,-নাথজী মহারাজ, সিদ্ধজী মহারাজ, যোগিরাজ, অবধুত, সন্ন্যাসী, পরমহংস এবং সংযোগী (ইঁহারা আশ্রমী যোগীশ্রেণীভুক্ত) ও নাথজী ইত্যাদি। নেপালের উত্তর দিকে গুরখা জাতিই অধিক ; তাহাদের সাধারণ উপাধি যোগী, ইহারা নাথবংশ-সম্ভুত যোগী ; এই অঞ্চলে ইঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত।

নেপালাধিপতি বহুকাল হইতেই নাথগুরুর শিষ্য। এখানে যোগী গোরক্ষনাথজীর ও ম ৎস্যেন্দ্র (মীননাথ) নাথজীর প্রসিদ্ধ দুইটী মঠ আদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া নাথবংশীয় যোগীদিগের পবিত্র জাতিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঐ মঠদ্বয় বাঘমতী নদীর পূর্ব্ব ধারে পর্ব্বতোপরি স্থাপিত এবং ঐ পর্ব্বত-অধিত্যকা হইতে নদীকূল পর্য্যন্ত প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত ঘাট আছে ; ঐ ঘাট বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বিখ্যাত পবিত্র তীর্থস্থান "পশুপতিনাথ" এই স্থানেই স্থিত..............আমরা প্রত্যেক হিন্দুকে, বিশেষতঃ বঙ্গীয় নাথ বৃন্দকে এই পবিত্র তীর্থস্থান দর্শন করিতে অনুরোধ করি। ইহা দেখিয়া সকলেই সুখী হইবেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই দেবমন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরদ্বারা পরিশোভিত। এই সকল মন্দির ও দেবালয়ের সেবাদির জন্য বহু সংখ্যক নাথযোগী সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিয়াছেন। ঐ সকল মন্দিরের পূজাদির ব্যয় নেপালেশ্বর স্বয়ং বহন করিয়া থাকেন। এজন্য তাঁহাকে মাসিক পাঁচ সহস্রেরও অধিক টাকা ব্যয় করিতে হয়।"

১৪। শিলচর স্কুল সমূহের ভূতপূর্ব্ব সব ইনসপেক্টার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি. এ.

প্রণীত কাছাড়ের ইতিবৃত্ত প্রথম সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত ঃ-

"উপনিবেশ স্থাপন ও বিস্তৃতি।-

কাছাড়ে নাথজাতি বাহু প্রাচীন নহে। রাজা হরিশ্চন্দ্র নারায়ণের পূর্ব্বে ইহারা এদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন কিনা তদ্বিয়য়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাছাড়ের সমতলভাগে বাঙ্গালী জাতি উপনিবেশ স্থাপন করার পর ইহারা...........শ্রীহট্ট ও তন্নিকটবর্ত্তী জেলা সমূহ হইতে কাছাড়ে আগমন করেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময় হইতে নাথগণ দলে দলে কাছাড়ে প্রবেশ করিতে থাকেন। ....... ... ... কথিত আছে, কাছাড়ের রাজা লক্ষ্মীচন্দ্র তীর্থ-ভ্রমণান্তর গৃহপ্রত্যাগত হইবার সময় বিশিষ্ট কয়েক ঘর নাথ কাছাড়ে আনয়ন করিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন... ... বর্ত্তমানে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১১০০০।

ইহারা প্রথমে সকলেই শৈব ছিলেন। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন শৈব সন্ন্যাসী দৃষ্ট হইত। তন্মধ্যে শূলপাণি অতিথির নাম উল্লেখযোগ্য।

আচার ব্যবহার ঃ- ইঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় জননে মরণে দশদিন অশৌচ ধারণ করেন, কিন্তু মৃতদেহ মুখাগ্নি দ্বারা সংস্কৃতকরতঃ যোগাসনে বসাইয়া সমাধিস্থ করিয়া থাকেন। ইহারা স্বশ্রেণীর পুরোহিত দ্বারা দেবদেবীর পূজা ও বিবাহ করাইয়া থাকেন। শ্রাদ্ধাদিতে অন্নপিণ্ড প্রদান করেন। ইঁহারা আবাস গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে বড়ই যত্নবান। ইহাদের মধ্যে বাল্য ও বহু বিবাহ প্রচলিত নাই।

সমাজগঠন ও শাসন ঃ- ইঁহাদের সমাজগঠন বড়ই সুশৃঙ্খল।

* * * *

উলে প্রতিনিধি নিয়োগ ঃ-ইহাদের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে পর ইঁহাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ১৬ জন লোক খুব সুন্দর একখানা বস্ত্র উপঢৌকন সহ রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া উলে (রাজদরবারে) তাহাদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে রাজাজ্ঞা প্রার্থনা করেন। রাজা তাঁহাদের বস্ত্রখণ্ড প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে রাজবাটায় পান সুপারি সহ এক কাহন কড়ি উপহার দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তদনুসারে এই সমাগত ১৬ জন লোক 'উলে' প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। ইঁহাদের মধ্যে ৬ জন সদর অঞ্চলের, ৬ জন তিলাইনের পশ্চিমের, এবং ৪ জন হাইলাকান্দির ছিলেন।

* * * *

উপাধি ঃ- রাজা গোবিন্দচন্দ্র যখন চৌধুরী, মজুমদার, ভুঁইয়া, লস্কর, প্রভৃতি উপাধি বিতরণ করেন, তখন নাথ-সমাজের ১৬ জন লোক এবং অপরাপর উপযুক্ত বংশের লোকদিগকে উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্রহ্ম অভিযান ঃ-১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম-অভিযানের সময় কাছাড়ের নাথজাতির অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব লোপ পাইয়াছে। ব্রহ্ম অভিযানে অনেক প্রাচীন পুথি, পাঁচালী সনন্দ হারাইয়াছে এবং যাহা হারাইয়াছে, তাহা চিরকালের জন্য লোপ পাইয়াছে।"

* হাইলাকান্দির যে চারিজন লোক (কাহারও কাহারও মতে হাইলাকান্দির ছয়জন, শিলচরের ছয় জন ও তিলাইনের পশ্চিমের চারিজন এই ১৬ ষোল জন) রাজ-সভাসদ নির্ব্বাচিত

ইহয়াছিলেন-লালা, কাছাড় নিবাসী কাঁলীচরণ নাথ মজুমদার মহাশয়ের প্রপিতামহ তাঁহাদের একতম। ইনি রাজ-সরকার হইতে মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের বর্ত্তমান বংশধরগণের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ধনাঢ্য শ্রীযুক্ত গোলাপমণি নাথমং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সূর্য্যমণি নাথমজুমদার ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ নাথমজুমদার শিক্ষক মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। বংশ-মর্য্যাদায় এই বংশ বিশেষ সম্মানীয়।

১৫। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ-

যোগী বঙ্গবাসী হিন্দুজাতির শ্রেণী বিশেষ * * * যোগীসম্প্রদায় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্ম খণ্ডে ৮ম ও ৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত রুদ্র-পুত্রগণের উৎপত্তি-প্রসঙ্গ ধরিয়া এবং বৃদ্ধ শতাতপসংহিতা এবং আগমসংহিতোক্ত ঈশ্বরোদ্ভূত যোগপরায়ণ একাদশ রুদ্র হইতে মহাযোগী ও বিন্দুনাথাদির জন্ম স্বীকার করিয়া নাথ-বংশীয় যোগিগণ হইতেই বাঙ্গলার যোগীদিগের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। * * *

বিন্দুনাথই নাথবংশীয় যোগীদিগের আদিপুরুষ, কশ্যপ-দুহিতা কৃষ্ণার সহিত বিন্দুনাথের বিবাহ হয়। * * * বিন্দুনাথ গৃহস্থাশ্রমী হইয়াও যোগধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন. এই হেতু তাঁহার বংশীয়গণ ত্রিদণ্ডী ও যোগপট্ট ধারণ, ভস্মানুলেপন, ললাটে অর্দ্ধ-চন্দ্র ধারণ ও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া নাথগুরুর উপদেশানুসারে পরম গুরুর চিন্তা করিয়া থাকেন।

যোগি-সম্প্রদায়, চন্দ্রাদিত্য -পরমাগম নামক একখানি আগম সংহিতার বচনের দোহাই দিয়া বলেন যে, সূর্য্য-বংশীয় সুধন্বা-রাজ কন্যা সূর্য্যবতী মহাদেবকে পতিরূপে পাইয়া তাঁহার ঔরসে পুত্রোৎ-পাদন-আশায় কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছেন।

এতদ্দেশে প্রচলিত কিংবদন্তী ও যোগী-জাতীয় সামাজিক সংস্থান আলোচনা করিয়া ডাঃ বুকানন অনুমান করেন যে, যে বংশে রাজা গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র) জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, সেই বংশীয় বঙ্গেশ্বরগণের রাজত্বকালে এই যোগী-সম্প্রদায় সম্ভবত তাঁহাদের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহারা পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজগণের সহিত পশ্চিম ভারতবর্ষ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন। যোগিগণ পালবংশীয় রাজন্যগণকে পাল উপাধিধারী নাথ রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ সেই বৌদ্ধ প্রাদুর্ভাবের সময় বাঙ্গলার যোগী গুরুগণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল . রঙ্গপুরের যোগীরা রাজা মাণিকচন্দ্র ও গোপীচন্দ্রের উদ্দেশে রচিত গীত গাইয়া থাকেন।

পৌরাণিক প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান মূলক কিংবদন্তী ছাড়িয়া দিয়া, বর্ত্তমান ঐতিহাসিক আলোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, পূর্ব্বতন সিদ্ধ যোগী নাথ-বংশীয়গণ হইতে বাঙ্গলার যোগিগণ সমুদ্ভূত হইলেও কোন বিশেষ কারণে অথবা রাজ-বিদ্বেষ বশে এই ধর্ম্মাশ্রমাচারী জাতি বিশেষের অধঃপতন ঘটিয়াছে। বৌদ্ধ-প্রভাবের সময়ও এই যোগী সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লোপ হয় নাই। রাজা গোপীচন্দ্র, মাণিকচন্দ্র প্রভৃতি রাজগণ প্রসঙ্গে যোগী গুরু হইতে দীক্ষা প্রাপ্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ প্রাধান্যের সময়ে সম্ভবতঃ বাঙ্গবাসী যোগিগণের আচার-হীনতার সূত্রপাত হয়, অথবা বৌদ্ধ প্রাধান্যের হ্রাস ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যু-দয় ঘটিলে বৌদ্ধ-বিদ্বেষী হিন্দুগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কল্পে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সম্মান বৃদ্ধি এবং নাথ গুরুদিগের সম্ভ্রম বিনষ্ট হয়। * *



রাজা বল্লাল সেনের সময় হইতে বাঙ্গলার যোগি-সম্প্রদায় সমাজে নিম্নস্থান লাভ করিলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের টোলে যাইয়া অধ্যয়ন করিতে বাধা প্রাপ্ত হন নাই। * * * ইংরাজাধিকারে ইংরেজী শিক্ষার গুণে ইহাঁদের বর্ত্তমানে অনেক পরিবর্ত্তন ও উন্নতি ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে যোগী দিগের মধ্যে নাথ, দেবনাথ, অধিকারী, বিশ্বাস, মজুমদার, নাথজী, পণ্ডিত, রায়, সরকার, চৌধুরী, ভৌমিক, শর্ম্মা, দেবশর্ম্মা, ভট্টাচার্য্য, মহাত্মা, মণ্ডল, মল্লিক, বক্সি, চক্রবর্ত্তী, স্থানপতি, প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত দেখা যায়।

* * * *

যোগিগণ বিবাহাদি ব্যাপারে সামবেদীয় পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া চলেন। বিবাহকালে তাঁহাদের স্বশ্রেণীর কোন ব্যক্তি পৌরোহিত্যে ব্রতী হন।

* * * কর্ত্তব্যানুরোধে দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই। বিবাহাদি সংস্কার ও দেবপূজাদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকলই এই পুরোহিতবর্গদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। * * * যোগীদিগের মধ্যে শিবরাত্রিই প্রধান পর্ব্ব ; কিন্তু জন্মাষ্টমী প্রভৃতি প্রধান প্রধান পূজা পর্ব্ব ও ইহাঁরা পালন করেন। এতদ্ভিন্ন গ্রাম্য দেবতা, সিদ্ধেশ্বরীর পূজাও ইহাঁরা ধুম ধামে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বৃন্দাবন, মথুরা, গোলক, কাশী, গয়া, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) নেপাল প্রভৃতি তীর্থস্থানে ইহাঁরা গমন করেন। যজ্ঞডুমুর, তুলসী, বট, পিপল ও তমাল বৃক্ষে ইহাঁদের বিশেষ ভক্তি আছে। * * *

অধিকাংশ যোগীই শিবের উপাসক। কৃষ্ণের উপাসনাকারী বৈষ্ণব যোগীদিগের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। কেহ কেহ শক্তির উপাসনাও করেন। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত্যবংশীয় গোঁসাই গণ যোগীদিগকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া থাকেন। ফাল্গুন মাসের বারুণী-উৎসবের সময় স্থানে স্থানে যোগিগণ পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। (বিশ্বকোষ, ১৬শ ভাগ।)

৩। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক-পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "নাথপন্থ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ঃ-

"নাথপন্থ নামে একটী বড় ধর্ম্ম-সম্প্রদায় খৃষ্টীয় নবম শতকের শেষে * প্রথমে বঙ্গদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করেন। তারপর ক্রমশঃ পূর্ব্বভারতে, পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণভারতে নাথসম্প্রদায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়া শিষ্যশাখার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ পণ্ডিতদিগের ধারণা যে, নাথপন্থীদের প্রাদুর্ভাব কবীর বা নানকের সময়েই হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে যে নাথদের অস্তিত্ব ছিল, একথা পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই এতদিন মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। নাথদিগের মধ্যে গোরক্ষনাথের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তিব্বতীয় গ্রন্থমালার প্রমাণে রুশদেশীয় পণ্ডিত ভাসিলীফ্ (Wasilief) স্থির করিয়াছেন যে, গোরক্ষনাথ খৃষ্টজন্মের আটশত বৎসরের পরবর্ত্তী ছিলেন। তিব্বতীদের মতে গোরক্ষনাথ প্রাচীন ধর্ম্মগুরু হইলেও বস্তুতঃ এত প্রাচীন ছিলেন না। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, মৎস্যেন্দ্র বা মচ্ছেন্দ্রনাথের ২২ জন (কাহারও কাহারও মতে ১২ জন) শিষ্যের মধ্যে প্রধান ছিলেন গোরক্ষনাথ। মৎস্যেন্দ্রনাথ আদিনাথের শিষ্য ছিলেন। ... ... মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্য গোরক্ষনাথ। তারপর ধর্ম্মনাথ। ধরমনাথ

* কাছাড় ও শ্রীচট্ট জিলা ব্যতীত আসামের নাথদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী সম্মান জনক উপাধি প্রচলিত আছে. ডেকা, হাজারিকা, চহরীয়া, কাকতি, বড়ুয়া, বড়া ইত্যাদি।

পেশোওয়ার হইতে কাটিয়াবাড়ে আগমন করেন। অতঃপর তপ করিবার জন্য কচ্ছদেশে গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে সরন্ননাথ নামে একজন সাধক ছিলেন। আরও একজন শিষ্য ছিলেন, নাম গরীবনাথ। কচ্ছপ্রদেশের অন্তর্গত ধিনোধরের নাথপন্থীদের নিকট মচ্ছেন্দ্রনাথের গুরুপরম্পরা পাওয়া যায়। তদনুসারে-

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রথম গুরু | ... | ... | নিরঞ্জন নিরাকার |
| দ্বিতীয় গুরু | ... | ... | অধিক সোমনাথ |
| তৃতীয় গুরু | ... | ... | চেৎ সোমনাথ |
| চতুর্থ গুরু | ... | ... | ওঁকার নাথ |
| পঞ্চম গুরু | ... | ... | অচেৎনাথ |
| ষষ্ঠ গুরু | ... | ... | আদিনাথ |
| সপ্তম গুরু | ... | ... | মচ্ছেন্দ্রনাথ |

এই মচ্ছেন্দ্রনাথ সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া, বহু তীর্থে বাস করিয়া অনেক শিষ্য করেন। নেপালীরা ইঁহাকে ও আর্য্যাবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বকে অভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস করেন। [Hodgson's Essays (Trubncr's roprint, Vol. 11 pp. 40]

পঞ্জাবে ও নেপালে সন্তনাথের মন্দির আছে। এই দুই স্থানে ইঁহার পূজা হয়। ধরমনাথ সন্তনাথ-সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। ইনি ১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে যে বিদ্যমান ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। রীএগ্রা নামক গ্রামে রাও ভার-মলজী-নির্ম্মিত মন্দিরগাত্রে একটী লিপি আছে, তাহাতে লেখা আছে-

| | |
|---|---|
| সংবৎ ১৬৬৫ না বরষে কারকত সুদ | ১৯ পীর শ্রী |
| ভীযারীনাথ পীর হুয়া পীরপন্থ | নাথনা চেলা পীর ভী- |
| যরীনা চেলা পীর পরভাত নাথ | সধ ধোরমনাথ না পীর আদ |
| নাথ আ পীর পরভাত রাজ শ্রী | যেঙ্গারজী সৃত রাজ শ্রী |
| ভারত-মলজী বারে পীর আরা গাম | রায় যরাজত সুপত ধীনোধরজ |
| যে জে পদ্দর-রাজশ্রী যেঙ্গার | জীয়ে সাদাবৃত হিন্দুআণে গায়তর কাণে |
| সুঅর জে কোই এ গাম নো | পচায় করে তেহেনে গরীবনাথ না |
| ভবো ভবনা পাপই রাজশ্রী | ভীমনো ধরমছে। আয়ী দাবো |
| | ধীনোধরনো ছে। |

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, অষ্টম শতকের শেষে নাথধর্ম্ম বঙ্গে প্রবর্ত্তিত হয় (বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, অষ্টম অধিবেশন, কার্য্যবিবরণ ২১-২২ পৃষ্ঠা।) পূর্ব্বে তিনি লুইপাদের সময়-নিরূপণ অনুসারে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ছিলেন। লুইপাদ যে সে সময়ের লোক নন,- পরবর্ত্তীকালের, তাহা তিনি পরে স্থির করিয়াছেন।

Sir Charles Eliot [Hinduism and Buddhism (1921).vol 11. p. 117] বলেন যে, চতুর্দ্দশ-শতকে নাথদের প্রাদুর্ভাব হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই তাঁহাদিগকে সম্মান করিত।



লেওনার্ড (Notes on the Kanphata Jogis-Indian Antipuary, Vol VII, PP. 298-300) বলেন, যখন গোরক্ষনাথ ধরমনাথের সতীর্থ বলিয়া কচ্ছ-প্রদেশের লোকের ধারণা, তখন গোরক্ষনাথকে এই সময়ের ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পশ্চিম ভারতের মতে গোরক্ষনাথ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের ব্যক্তি। এইখানে একটা বিষয়ের বিচার আবশ্যক। গরীব-নাথ নামে ধরমনাথের এক শিষ্য তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এই গরীবনাথ জাটদিগকে বিতাড়িত করিয়া বরার-রাজ্যে রায়ধনকে ১১৭৫ খৃঃ হইতে ১২১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (Ind. Ant. Vol. VII, pp 49)। কচ্ছিভাষায়ও এ সম্বন্ধে প্রমাণ আছে। * দলপতরাম প্রাণ-জীবন খক্কর (Ind, Ant, Vol. VII, p. 49) তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এ হিসাবে আবার গোরক্ষনাথ দ্বাদশ শতাব্দীয় হইয়া পড়েন।

রাইট সাহেব তাহার নেপালের ইতিহাসে লিখিয়াছেন (১৪০-১৫২) রাজা বলদেব বা বরদেবের সময় ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতকে গোরক্ষনাথ নেপালে ছিলেন। Sylvain Levi (Le Nepeal I 347) লিখিয়াছিলেন যে, খৃঃ ৭ম শতকে যখন রাজা নরেন্দ্রদেব নেপালে রাজা ছিলেন, সেই সময়ে গোরক্ষনাথ ছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে।

উত্তর ভারতের প্রচলিত মত অনুসারে ইনি কবীরের সম-সাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী। কবীর যখন ১৫শ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন, ইনিও এই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। উইল্সন (H. H. Wilson) তাঁহার Religious Sects of the Hindus গ্রন্থে V'PJ (Vol. I p.p 213) এই উক্তি প্রচার করিয়াছেন। গোরক্ষনাথের সময় সম্বন্ধে এইরূপ অনেক মত আছে।

নাথপন্থীদের ধর্ম্ম বুঝিবার দুইটী উপায় আছে। নাথ, কবীর ও নানক-পন্থীদের গ্রন্থে নাথদের মতের অনেক খবর আছে। সেই গুলি হইতে তাঁহাদের ধর্ম্মমত উদ্ধারের একটী পথ আছে। ভারতের নানাস্থানে প্রচলিত পরম্পরাগত নাথমতের সংগ্রহ, আর একটী পথ। এই উভয়বিধ উপায়ের তুলনাও সমাঞ্জস্যে নাথমতের বিবরণও ইতিহাসের উদ্ধার হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়। নাথগুরু গোরক্ষনাথ কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির নাম,-(ভাষাগ্রন্থ)

(১) গোরখবোধ, (২) দত্তগোরখ-সংবাদ), (৩) গোরক্ষনাথ জীরাপদে, (৪) গোরখনাথজীকে স্ফুট-গ্রন্থ, (৫) জ্ঞান সিদ্ধান্তযোগ (৬) যোগেশ্বরী সাখী, (৭) বিরাটপুরাণ, (৮) গোরখসার।

(সংস্কৃত গ্রন্থ) (৯) গোরক্ষশতক (জ্ঞানশতক), (১০) চতুরশীত্যাসন, (১১) জ্ঞানামৃত, (১২) যোগ-চিন্তামণি, (১৩) যোগ-মহিমা, (১৪) যোগ-মার্ত্তণ্ড, (১৫) যোগসিদ্ধান্তপদ্ধতি, (১৬) বিবেক-মার্ত্তণ্ড, (১৭) সিদ্ধ-সিদ্ধান্তপদ্ধতি,।

ইহার রচিত আরও ২৭ খানি ছোট ছোট গ্রন্থের নাম - "মিশ্রবন্ধুবিনোদ" পুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠায় আছে। মরাঠী ভাষার 'নবনাথ-ভক্তিসার' নাথপন্থের একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ সাত বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি সুপ্রাচীন নাথমত পরম্পরা হইতে সংগৃহীত হইয়া ১০৩

* "গরবো গরীয় নাথ। আযো মুখ আবাজ।"
কুড়া জত কচি ভিন্নো রায়ধনকে রাজ।।

বৎসর পূর্ব্বে ১৭৪১ শকে জ্যৈষ্ঠ-শুক্লা প্রতিপদে সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থে নবনাথের বিবরণ আছে। ইহাতে নাথপন্থের কিছু কিছু পরিচয়ও পাওয়া যায়। "প্রাণ সংগনী" পাঞ্জাবী ভাষায় লিখিত নানক-বিরচিত একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ১৯১২ সালে সাল এলাহাবাদ হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রসঙ্গ-ক্রমে নাথ-সম্পদায়ের মতবাদের অনেক কথা আছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "কৌলজ্ঞান-বিনিশ্চয় নামে মৎস্যেন্দ্র নাথের একখানি তন্ত্রের পরিচয় দিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত "বৌদ্ধগান ও দোহাকোসে" নাথপন্থী মীননাথের একটী কবিতা আছে। কবিতাটী বাঙ্গলায় লিখিত বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম-

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট কর্ম্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাট।
কমল বিকসিল কহিব ন জমরা কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা।। -(৩য় পৃষ্ঠা)

সন্ধ্যাভাষায় লিখিত বৌদ্ধগান ও দোহাকোষে নাথপন্থেরও একটু আধটু ইঙ্গিত আছে। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি প্রাচীন নাথদিগের মত ছিল "হটযোগ।" প্রথম প্রথম নাথেরা শিবপূজা করিতেন, শিবকে তাঁহাদের দেবতা বলিয়া মানিতেন। তারপর শৈবমত ভাঙ্গিয়া তাঁহাতে সহজযান ও বজ্রযান মিশাইয়া নাথেরা একটী মতের প্রবর্ত্তন করে মৎ স্যেন্দ্রনাথ কিছু বেশী নমৈৎশবভাবাপন্ন ছিলেন। পঞ্জাব প্রদেশের রোহতক জেলার মধ্যে দিল্লী হইতে ৪০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে বহর নামে একটী স্থান আছে। এখানে একটী প্রকাণ্ড মঠ আছে। মঠটি শ্রীমন্ত নাথের সমাধি-মন্দির। মঠাধিপতির নাম সন্তোষ নাথজী। ইনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ অনেক রাজাদের কুলগুরু। ইহার সম্পত্তি যথেষ্ট। এখানে প্রায় পাঁচ হাজার নাথ আছেন। এখানকার মঠের নিয়ম এই যে, যে বার ব ৎসরের পর অধিপতি সমাধি লইয়া থাকেন। কাজে কিন্তু তাহা দেখা যায় না। এখানে প্রতি ব ৎসর ফাল্গুন মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি হইতে নবমী তিথি পর্য্যন্ত একটী মেলা হয়। ১০০ ব ৎসর ধরিয়া এই অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে। এই মেলার ২ লক্ষ লোক আসিয়া থাকেন। সম্ভ্রান্ত, অসম্ভ্রান্ত, হিন্দু স্ত্রী পুরুষ শ্রীমন্ত নাথের সমাধির উপর পূজা মানসিক দিয়া থাকেন। উড়িষ্যায়ও অনেক নাথ বাস করিয়া থাকেন। কঙ্কণ প্রদেশে আজকাল যোগীর সংখ্যা খুব কম। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। পর্টুগীজগণ যখন সাল্‌সেট অধিকার করে, তখন তাহারা কানেড়ী (Kanheri) গুহাতে বহু সংখ্যক যোগী দেখিয়াছিল। ইহাদের সম্বন্ধে পর্তুগীজগণ আশ্চর্য্যজনক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছে। তাহারা নাকি ৩০০০ গুহা দেখিয়াছিল। এই সমস্ত গুহায় যোগাচারী নাথেরা থাকিতেন। একজন যোগীর বয়স তাহারা ১৫০ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে নাসিকে যে সমস্ত নাথ-যোগীরা আছে, তাঁহারা রত্নগিরির যোগীদের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা ধরমনাথকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করেন। কচ্ছ দেশীয় ইতি-কথায় পাওয়া যায় যে, ধরমনাথ অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়া ছিলেন। তিনি প্রাচীন মান্দবী বা রায়পুর ধ্বংস করিয়া ছিলেন, রান নদী শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কাণকট্ যোগীরা খুব পরাক্রান্ত ছিলেন। প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে পশ্চিমে কোটেশ্বর এবং পূর্ব্বাঞ্চলে আজপালে তাঁহাদের প্রধান আখড়া ছিল। জুনাগড়ের একদল নাথ-সন্ন্যাসী ৩০০



শত বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া ইহাদের হাত হইতে আখড়া দুইটী কাড়িয়া লয়।

ধিনোধরের যোগীদের বেশ দু-পয়সা আছে। ইহারা ধিনোধর পাহাড়ের নীচে বেশ সুরক্ষিত মঠে বাস করেন। মঠের আশে পাশে ইহাদের থাকিবার জায়গা ও মঠধারীর সমাধি আছে। মঠধারীকে ইহারা 'পীর' বলে। ধরমনাথের মঠে ৭ বর্গফুট উচ্চ ধরমনাথের একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরে ধরমনাথের একটী মার্ব্বেল পাথরের ৩ ফুট উচ্চ মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির কাণে সম্প্রদায়ের অনুরূপ কর্ণভূষা আছে। তাহার পার্শ্বে ছোট ছোট শিবলিঙ্গ এবং পিতলের ও পাথরের অন্যান্য মূর্ত্তি আছে। এইখানে ধরমনাথের সময় হইতে একটী দীপ জ্বালাইয়া রাখা হইয়া থাকে। পূজা দিনে দুইবার হয়। নিকটেই একটী আবৃত স্থানে সকল সময় হোমকুণ্ড প্রজ্বলিত থাকে। বেরারে অনেক নাথ আছেন। অধিকাংশই গৃহী। তাঁহাদের নাম সংযোগী, যাঁহারা সন্ন্যাসী তাঁহাদের নাম যোগী। সংযোগীদের সম্বন্ধ গোসাঁইদের সঙ্গে হয়। যোগীর সংখ্যা খুব কম।

নেপালে গোরক্ষনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথের দুইটী মন্দির আছে। মন্দির দুইটী বাগমতী নদীর পূর্ব্বতীরে পর্ব্বতের উপর। ঐ পর্ব্বতের অধিত্যকা হইতে উপত্যকা পর্য্যন্ত অর্থাৎ নদীতীর পর্য্যন্ত প্রস্তর দ্বারা ঘাট নির্ম্মিত। ঐ ঘাট দৈর্ঘ্যে শঙ্খমূল থাপাতলি হইতে গোকর্ণ পর্য্যন্ত প্রায় তিন ক্রোশ বিস্তৃত। নদীর পশ্চিম তীরে পশুপতি-নাথের মন্দির। মৎস্যেন্দ্রনাথ ভোগ-বিলাসে রত থাকিতেন বলিয়া তাঁহার শিষ্য গোরক্ষ-নাথের আদেশে নেপালাধি-পতিকে আজও এক একটী ব্রাহ্মণ-কন্যা মৎস্যেন্দ্র-নাথের মঠের সহিত বিবাহ দিতে হয়। ঐ প্রথা মহারাজের কৌলিক নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ সমস্ত বিবাহিত কন্যা মঠে সতীরূপে থাকিয়া সেবা-কার্য্যে জীবনাতিপাত করেন। ইহারা নাথিনী।

নেপালে ব্রহ্মনাথজী ও ভিনক্‌নাথজীর দুইটী আস্তানা আছে। জুনাগড়ে নাথদের খুব মঠ আছে। আবুল ফজল পেশওয়ারে গোরক্ষ-ক্ষেত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বারকার নিকট আর একটী গোরক্ষ-ক্ষেত্র আছে। হরিদ্বারে একটী সুড়ঙ্গ নাথদের কীর্ত্তির নিদর্শন। কাশীতে ইহাদের একটী মঠ আছে। ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে গয়ায় কপিলধারার নিকট গম্ভীরনাথের আশ্রম ছিল। ইনি অল্প কথা কহিতেন। একটু মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে লোকদিগকে মুগ্ধ করিতেন। বাঁকীপুরে ইহার শিষ্যগণ আশ্রম রক্ষা করিতেছেন।

কলিকাতায় দমদমার নিকট নাথদের একটী আড্ডা আছে। ইহার নাম 'গোরক্ষ-বাসলি, ইহাতে তিনটী মানুষের মূর্ত্তি এবং শিবকালী ও হনুমানের মূর্ত্তি আছে। * * *

নাথ সম্প্রদায়ের যোগীরা রাজা গোপীচাঁদের গান, মাণিক চাঁদের গান, গোরক্ষনাথ ও মীননাথের কীর্ত্তিকাহিনী দেশ-দেশান্তরে গিয়া গাইয়া বেড়াইতেন। সাধুদের মুখে মুখে প্রচারিত গীতের ফলে বাঙ্গলার ও বাঙ্গলার বাহিরে নাথপন্থীদের ধর্ম্মের কয়েকখানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। রঙ্গপুর হইতে সংগৃহীত গ্রীয়ার্শন সাহেবের সম্পাদিত "মাণিকচন্দ্র রাজার গান", দুর্ল্লভ মল্লিকের "গোবিন্দচন্দ্র গীত", বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য সংগৃহীত, "ময়নামতীর গাথা' ভবানীদাস লিখিত "ময়নামতীর পুঁথি" "ময়নামতীর গান", সহদেব চক্রবর্ত্তীর "ধর্ম্মমঙ্গল," শ্যামদাস সেনের "মীনচেতন," সেখ ফয়জুল্লা প্রণীত "গোরক্ষবিজয়" ও রমাই পণ্ডিতের "শূন্য পুরাণে"

নাথদের কিছু কিছু কথা আছে। ময়নামতীর গানগুলিতে কতকগুলি সিদ্ধার নাম পাওয়া যায়। একখানি গান আছে-

তবে সিদ্ধা চলি গেলা যার সেই ঘরে। প্রথমে হাড়িফা গেল ময়নামতীর ঘরে।
ত্বরিত গমনে গেল মৈনামতীর পুরি। তথাগিয়া রহিলেক হাড়িরূপ ধরি।।
কানফা চলিয়া গেল অববির ঘরে। গাবুর চলিয়া গেল আপনা বাসরে।।
গোর্ক্ষনাথ চলি গেল বঙ্গ নিকেতন। কদলিতে চলি গেল মীন মহাজন।।
বামহাতে যতিনাথে মাদলে দিল ঘাত। সর্ব্বপুরী মোহিত করিল গোর্ক্ষনাথ।।
নন্দ মহানন্দ দুই চেলায় পুরে তাল। ঝমকে ঝমকে ভাল উঠে শব্দ তাল।।

মহামহোপাধায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর ÍModern Buddhism" নামক পুস্তকের এবং "বৌদ্ধগান ও দোহার" ভূমিকায় নাথ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। * * * *

সন্তলীলামৃতে আছে যে, গোরক্ষনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথকে স্ত্রীরাজ্যে দেখিতে পান। সেখানে ম ৎস্যেন্দ্রনাথ সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া রাণী প্রমীলাকে লইয়া মাতিয়াছিলেন। মহীপতি, গোরক্ষ ও ম ৎস্যেন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা কিরয়াছেন।

মছন্দরনাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্য গোরক্ষনাথ। প্রবাদ, গোরক্ষনাথ শিষ্য হইয়া তপ করিবার জন্য বনগমন করেন এবং বহু বর্ষ পরে ফিরিয়া আসেন। ইতিমধ্যে মছন্দর বিষয়বাসনায় লিপ্ত হইয়া যোগভ্রষ্ট হন। এই সময় গোরক্ষ গুরুদেবের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন। গুরু তখন বেশ্যার নাচ দেখিতেছিলেন। দেখিয়াই গোরক্ষনাথ নিজ সিদ্ধিবলে এমনই লীলা করিলেন যে, বাদ্যযন্ত্র ধ্বনি করিতে লাগিলেন-"মছন্দর জাগ, গোরখ আসিয়াছে।" শুনিতে শুনিতে মছন্দরের জ্ঞান হইল-গোরখকে ডাকিয়া বলিলেন- এখন তুমি আমার গুরু।

হঠযোগ-প্রদীপিকায় লিখিত আছে, চৌদ্দজন নাথ ছিলেন। ইহার প্রথম উপদেশে পাঁচটী শ্লোকে ইহাঁদের নাম এইরূপ-

শ্রীআদিনাথ-মৎস্যেন্দ্র-শাবরানন্দ ভৈরবাঃ। চৌরঙ্গী-মীন-গোরক্ষ-বিরূপাক্ষ-বিলেশয়াঃ।।
মন্থানো ভৈরবো যোগী সিদ্ধির্বুদ্ধশ্চ কন্থডিঃ।। কোরন্টকঃ সুরানন্দঃ সিদ্ধপাদশ্চ চর্পটিঃ।।
কানেরী পূজ্যপাদশ্চ নিত্যনাথো নিরঞ্জনঃ। কপালী বিন্দুনাথশ্চ কাকচণ্ডীশ্বরাহবয়ঃ।।
অল্লামঃ প্রবুদেবশ্চ ঘোড়াচোলী চ টিন্টিণিঃ। ভানুকী নরদেবশ্চ খণ্ডঃ কাপলিকস্তথা।।
ইত্যাদয়ো মহাসিদ্ধা হঠযোগ-প্রভাবতঃ। খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডে বিচরিষ্যন্তি তে।।

ইহাদের বিশ্বাস, গোরখ অনাদি অনন্ত পুরুষ। ইহারই ইচ্ছায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের জন্ম। ইনি ভিন্ন সময়ে নবনাথরূপে অবতীর্ণ হন।

গোরখপন্থীরা নবনাথের উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে নবনাথের নাম-

১। একনাথ, ২। আদিনাথ, ৩। মৎস্যেন্দ্রনাথ, ৪। উদরনাথ, ৫। দণ্ডনাথ, ৬। সত্যনাথ, ৭। সন্তোষনাথ, ৮। কুর্ম্মনাথ, ৯। জলন্ধরনাথ।

কিন্তু "নবনাথ ভক্তিসার" মরাঠা গ্রন্থে নবনাথের একটী শ্লোক আছে। শ্লোকটী এই- "নব না থাঁ চাশ্লোক"



গোরক্ষ-জালন্দর-চর্পটাশ্চ অড়বঙ্গ কান্থীপ-মচ্ছিন্দরাদ্যাঃ।।
চৌরঙ্গি রেবাণক-ভর্ত্তিসংজ্ঞা ভুম্যাংবভুবু-র্নবনাথসিদ্ধাঃ।।

এ ছাড়া ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষের নাম পাওয়া যায়। সুধাকর চন্দ্রিকায় উল্লেখ আছে-

নবইনাথ চলি আবহী, অউ চউরাসী সিদ্ধ।
অহুটি বজর জর ধরতী, গগন গরুর অউ সিদ্ধ।।

৮৪ জন সিদ্ধের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। নাথপন্থীরা এই সিদ্ধগণকে স্বীকার করিয়া থাকে।।

১। সিদ্ধনাথ। ২। বদ্ধপদ্মনাথ। ৩। দৃঢ়নাথ। ৪। বীরনাথ ৫। পবনমুক্তনাথ। ৬। ধীরনাথ। ৭। শ্বাসনাথ। ৮। পশ্চিমতান নাথ। ৯। বাতায়ন নাথ। ১০। ময়ুরনাথ। ১১। ম ৎস্যেন্দ্র নাথ। ১২। কুক্কুটনাথ। ১৩। ভদ্রনাথ। ১৪। অৰ্দ্ধপদ নাথ। ১৫। পূর্ণপদনাথ। ১৬। দক্ষিণনাথ। ১৭। শবনাথ। ১৮। অর্ধ্বনাথ। ১৯। ধনুষনাথ। ২০। পাদশিরানাথ। ২১। দ্বিপাদশিরানাথ। ২২। স্থিরনাথ। ২৩। বৃক্ষনাথ। ২৪। অৰ্দ্ধবৃক্ষনাথ। ২৫। চক্রনাথ। ২৬। তালনাথ। ২৭। উৰ্দ্ধধনুষনাথ। ২৮। বামসিদ্ধনাথ। ২৯। স্বস্তিকনাথ। ৩০। স্থিতবিবেকনাথ। ৩১। উত্থিত বিবেকনাথ। ৩২। দক্ষিণ তর্কনাথ। ৩৩। পূর্ব্ব তর্ক নাথ। ৩৪।। নিঃশ্বাসনাথ। ৩৫। অৰ্দ্ধকুর্ম্মনাথ। ৩৬। গরুড়নাথ। ৩৭। ব্যাঘ্রনাথ। ৩৮। বামত্রিকোণনাথ। ৩৯। প্রার্থনানাথ। ৪০। দক্ষিণসিদ্ধনাথ। ৪১। পূর্ণ-ত্রিকোণনাথ। ৪২। বামভুজনাথ। ৪৩। ভয়ঙ্করনাথ। অঙ্গুষ্ঠনাথ। ৪৫। উৎকটনাথ। ৪৬। বামাঙ্গুষ্ঠনাথ। ৪৭। জ্যোষ্ঠিকনাথ। ৪৮। বামার্দ্ধপাদনাথ। ৪৯। বামভুজপাদনাথ। ৫০। ভুজপাদনাথ। ৫১। বামবক্রনাথ। ৫২। বামজানুনাথ। ৫৩। বামশাখনাথ। ৫৪। ত্রি-স্তম্ভনাথ। ৫৫। বামপাদাপ্লননাথ। ৫৬। বামহস্তচতুষ্কোণনাথ। ৫৭। গোমুখনাথ। ৫৮। গর্ভনাথ। ৫৯। একপাদ-বৃক্ষনাথ। ৬০। মুক্তহস্তবৃক্ষনাথ। ৬১। হস্তপৃক্ষনাথ। ৬২। দ্বিপাদপপার্শ্বনাথ। ৬৩। কন্দপীড়ননাথ। ৬৪। প্রৌঢ়নাথ। ৬৫। উপধাননাথ। ৬৬। উৰ্দ্ধসংযুক্তপাদনাথ। ৬৭। অৰ্দ্ধশবনাথ। ৬৮। উত্তান-কুর্ম্মনাথ। ৬৯। সর্ব্বঙ্গনাথ। ৭০। অপাননাথ। ৭১। যোগিনাথ। ৭২। মুণ্ডনাথ। ৭৩। পর্ব্বতনাথ। শলভনাথ। ৭৫। কোকিলনাথ। ৭৬। লোলনাথ। ৭৭। উষ্ট্রনাথ। হংসনাথ। ৭৯। প্রাণনাথ। ৮০। কার্ম্মুনাথ। ৮১। আনন্দ-মন্দিরনাথ। ৮২। খঞ্জননাথ। ৮৩। গ্রন্থিভেদননাথ। ৮৪। ভুজঙ্গনাথ। নাথদের মধ্যে কেহ বলিয়া থাকেন যে, আসন-নিরূপণ জন্য এই নামগুলির কল্পনা হইয়াছে। নবনাথদিগের মধ্যে গোরক্ষনাথই বিশেষরূপ প্রসিদ্ধ। তাঁহার সম্বন্ধে ভারতে সর্ব্বত্রই অদ্ভুত প্রবাদ আছে। প্রসিদ্ধ প্রবাদগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গোরক্ষরাজ্যের তিনি মঙ্গল-দেবতা ছিলেন, পরে নেপাল রাজ্যের প্রতিদ্বন্দী হইয়া নেপাল রাজ্য মৎস্যেন্দ্রের অধিকার হইতে চ্যুত করেন।

গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে বহুস্থানে প্রবাদ আছে–

(১) রাইট সাহেব তাঁহার নেপাল ইতিহাস (পৃঃ ১৪০) লিখিয়াছেন, নেপালে প্রবাদ যে, গোরক্ষনাথ জলের সমস্ত উৎপত্তি স্থান বন্ধ করিয়া দিয়া ১২ বৎসর অনাবৃষ্টির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রবাদ একই রকম। তবে জলের মুখ ছাড়িয়া দিবার পদ্ধতি অন্যরূপ। (Sylvain

Levi, Le Nepal, i pp. 348, 341.)

(২) রাজা রসালু পঞ্জাবের একজন বীর। সিয়ালকোটের রাজা শালবাহন দুইটী বিবাহ করেন। এক পত্নী রাণী লোনান সপত্নী-পুত্র পুরণের প্রতি আসক্ত হন। কিন্তু পুরুণ তাহার অভিলাষ পূর্ণ না করায় রাণী তাঁর শাস্তি বিধান করেন। তাহাতে পুরণের হাত, পা কাটিয়া ফেলা হয়। কিন্তু গোরক্ষনাথের কৃপায় পুরণ সারিয়া গিয়া ফকির হন। গোরক্ষের প্রসাদে রসালুর জন্ম হয়। রসালু ও শ্রীসিয়ালপতি এক ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। (R. C. Temple-punjab Logends, i 1. Stel, p. 247)

(৩) গুঁগা পীর। গুঁগা পীরের বাপ তাঁহার পত্নীকে তাড়াইয়া দেন। পত্নী গোরক্ষনাথের নিকট কয়েকটী মরিচ পান। গোরক্ষনাথ তাহা দুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে বলেন। তাহা খাইয়া গুঁগার জন্ম হয়, ইঁহার পিতার ঘোটকীও দুধ ও মরিছের পাত্র লেহন করিয়া গর্ভবতী হয়। (৪) গুঁগার মাসীও দুইটী যব পাইয়া ছিলেন, তাহাতে দুইটী পুত্র প্রসব করেন। (North Indian Notes and Queries : iii 96 par. 205 ; Elliot, N. W. provinces, i, p. 256 ; Crooke, F . L. N. I. i, 211.)

মৎস্যেন্দ্রের শিষ্য হইয়াও গোরক্ষনাথ গুরুকে পুণ্যে অতিক্রম করিয়াছিলেন। ভারতের সর্ব্বত্র গোরক্ষনাথ পূজিত। অনেক তীর্থস্থানে গোরক্ষনাথের মন্দির আছে। কাটিয়াবাড়ে "গোরক্ষমড়ি" নামে একটী ছোট মন্দির আছে। এখানে ইঁহার পূজা হয় এবং হরিদ্বারের নিকট, গোরক্ষপুরে, নেপালে ও পাঞ্জবে ইহার পূজা বেশী হইয়া থাকে। ইনি নেপালের গোরখাদের দেবতা। ইনি কচ্ছেও আসিয়াছিলেন। এই প্রদেশে ধমকদার নিকট ইহাঁর নামে একটী কূপ আছে। সেখানে ইনি চিরঞ্জীবী বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

(৫) নেপাল তরাইএ একটী প্রবাদ, যুধিষ্ঠির পঞ্চভ্রাতার সঙ্গে যখন মহাপ্রস্থান করিতে ছিলেন তখন সকলেই মরিয়া যান, কেবল ভীম জীবিত থাকেন। ইহাঁকে গোরক্ষনাথ রক্ষা করেন ও নেপালের রাজা করেন। (Grierson, p. 138)

(৬) সিদ্ধ গোরক্ষনাথ যখন কামাখ্যায় গিয়াছিলেন, তখন একদুষ্টা স্ত্রী ভিক্ষা মাগিতে মাগিতে গোরক্ষনাথের এক গরীব চেলার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাকে নিজের কাছে আটকাইয়া রাখে। গোরক্ষনাথ রাগিয়া সেই রাজ্যের সকলকে পাথর করিয়া দিলেন। শেষে সেখানকার রাজা কাঁদিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলে কৃপা করিয়া সকলকে উদ্ধার করিলেন।

ক্রুক্স্ অনেকগুলি আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রবাদ অনুসারে তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। এমন কি, তিনি ব্রহ্মার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মানবের ভাগ্যও পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন। গ্রিয়ার্সন বলিয়াছেন যে, কখনও কখনও তাঁহাকে শিবের চেয়ে বড় বলিয়া দেখান হইয়াছে (J. A. S. B.pt.1. 1878, p.i 139)। বুকানন হামিল্টন গোরক্ষনাথের অলৌকিক শক্তির উদাহরণ দিয়াছেন। (Mont Martin's Eastern India ii, p. 484) সত্যযুগে গোরক্ষনাথ পাঞ্জাবে বাস করিতেন, ত্রেতায় গোরখপুরে, দ্বাপরে হরমুজে এবং কলিতে কাটিয়াবাড়ে 'গোরখমড়িতে' অবস্থিতি করিতেছেন।



নেপালের অধিষ্ঠাতৃদেব মচ্ছীন্দ্রনাথের একটী উৎসব নেপালে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাগমতী গ্রামে মচ্ছীন্দ্রনাথের একটী মন্দির আছে-সেই মন্দিরে তাঁহার বিগ্রহও আছে। বৈশাখের প্রথম দিবসে উৎসবের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ঐ দিন মচ্ছীন্দ্রনাথকে পবিত্র জলে স্নান করান হয় এবং রাজার তরবারিও তাঁহাকে দেওয়া হয়। তারপর বিগ্রহটীকে প্রকাণ্ড রথে আরোহণ করাইয়া পাটনে লইয়া যাওয়া হয়। রথমধ্যে একটী সুন্দর আসন পত্র-পুষ্পে সজ্জিত করা হয়, তাহার উপর বিগ্রহটিকে বসাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে অলঙ্কৃত করিয়া রথটিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। পথে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিগ্রহ একদিন করিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন। যে যে স্থানে মচ্ছীন্দ্রনাথ বিশ্রাম করেন, সেইখানকার অধিবাসীদের ব্যয়ে সহযাত্রীদের ভোজনাদি নিষ্পন্ন হয়। সাধারণতঃ সাতদিন রথযাত্রা হইয়া থাকে। মচ্ছীন্দ্রনাথ পাটনে একমাস থাকেন, পরে কোন শুভদিনে তাঁহাকে বেগমতীতে ফিরাইয়া আনা হয়। নেপালে এই শুভদিনের একটী বিশেষ নাম আছে-ইহাকে তাহারা "গুদ্রি-ঝাড়" বলিয়া থাকে। গুদ্রি-শব্দের অর্থ কম্বল। ঐ দিন সকলের সম্মুখে মচ্ছীন্দ্রনাথের কম্বল ঝাড়া হইয়া থাকেন। কম্বল ঝাড়িয়া তাঁহারা দেখাইতে চান যে, মচ্ছীন্দ্র কিছুই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছেন না। ইহার অর্থ এই মচ্ছীন্দ্র সর্ব্বশুন্য হইয়াও সন্তুষ্ট।

* * * *

নাথদিগের মধ্যে গোরক্ষনাথের নামই বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি ভিন্ন অন্য কয়জন নাথের মতবাদও নাথপন্থীদের মধ্যে বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এইরূপ কয়জন নাথের নাম করা যাইতে পারে। ঈশ্বরনাথ একজনবড় সংযমী নাথ ছিলেন। ইনি সকলকে সংযম শিক্ষা দিতেন এবং পরমতত্ত্ব সৎস্বরূপ ঈশ্বরকে ভজনা করিতে উপদেশ দিতেন। চর্পটনাথ নাথ গুরু ছিলেন ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না, ইহাই তাঁহার প্রধান মত। ষড়রিপু বশীভূত করিবার প্রণালী ইনি শিক্ষা দিতেন।

নাথ-যোগী ভর্ত্তহরি বা ভরথরী কতকগুলি মুদ্রা সাধন করিতেন। তিনি সাধারণতঃ বলিতেন, ত্রিকুটী মণ্ডলের উপর যে চৈতন্য-পুঞ্জ বিরাজিত আছে, তাহা উল্টাইয়া দিয়া ভ কি? উর্দ্ধকে অচল স্থির করিয়া দেওয়াই পরম কার্য্য। পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সন্ধিস্থানে (ইহাঁদের সাঙ্কেতিক শব্দ "অর্দ্ধ উর্দ্ধ") নিরঞ্জন বাস করেন। ইড়া পিঙ্গলার একীকরণরূপ গ্রন্থি স্থির করিতে হইবে। এটি প্রধান সাধন। ইড়া পিঙ্গলাকে ইহাঁরা "চন্দ্র-সূর্য্য" বলিয়া থাকেন।

ঘুঘুনাথের প্রধান উপদেশ এক সমস্যার মধ্যে ছিল। তিনি বলিতেন-

"ঘুঘুনাথ পায়বো, জতীন কহায়বো। সিদ্ধোন নাথবো, বোলবো পকড়াইবো।।
জদ অনহদ ভরম সুনায়বো। সম একংকার খেলবো, শিবশক্তিম মেলবো।।
ধ্যানন ধরায়বো। উচুঁ নীচ কহায়বো।।"

চম্বনাথ ঘুঘুনাথের বিপরীত উপদেশ দিয়া বলিতেন যে, যাহা বক্তব্য তাহা বলিবে, যাহা শ্রোতব্য তাহা শুনিবে, যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবে। কোনরূপ বিচার করিবে না। সকল সময় কিন্তু হৃদয়ে ধ্যান লাগাইয়া থাকিবে। খিস্তড়নাথ সাম্যবাদ প্রচার করিতেন। আর 'শব্দ বিচার' উপদেশ করিতেন। ধর্ম্মনাথ সিদ্ধোপাসনার পক্ষপাতী ছিলেন। ইনি গুরুসেবা শিক্ষা দিতেন।

ধঙ্গরনাথ 'প্রণব' সাধন বিশেষ করিয়া প্রচলন করেন। ইহাঁর অন্যান্য মত গোরক্ষ-পন্থীদের ন্যায়। প্রাণনাথ একজন বড় সাধক- ইহার প্রধান উপদেশ ছিল-

"নাম ভগতা সত্ত যুগতা, দৃঢ়তা রহিতো অরোগ।
প্রীতি লচ্ছন উপদেশ অচ্ছণ, প্রেম পায়বো জোগঁ।।'

[প্রবাসী, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩২৮।]

১৭। ইতিহাস ও আলোচনা (শ্রাবণ ১৩২৮) হইতে উদ্ধৃত-

"নাথধর্ম্ম ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার। এই নাথধর্ম্ম "নাথ"-উপাধিবিশিষ্ট যুগী * জাতির মধ্যে উদ্ভূত হইয়া একদা সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। যে যুগে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের কঙ্কালস্বরূপ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম দারুণ ব্যাধির ন্যায় ভারতের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, যে যুগে শৈব হিন্দুধর্ম্ম ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিয়া ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, সেই ঘোর ধর্ম্ম-কলহের দিনে (১০ম-১১শ শতাব্দীতে) নাথধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া কলহপরায়ণ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে মিলন সংস্থাপন করিয়া শান্তিবারি-সেচনে প্রয়াসী হইয়াছিল। অধুনা নাথধর্ম্ম বিলুপ্ত-প্রায় হইলেও এবং যুগীজাতি সমাজের নিম্নস্তর অধিকার করিলেও এমন একদিন গিয়াছে, যখন নাথধর্ম্ম ও যুগীজাতি ভারতে সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। এই অবস্থা পরি-বর্ত্তনের কারণ পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুথান। আলোচ্য ধর্ম্মকে "নাথধর্ম্ম" বলে কেন ইহা কঠিন প্রশ্ন। সম্ভবতঃ এই ধর্ম্মের নেতৃবৃন্দ সকলেরই "নাথ" উপাধি ছিল বলিয়া নাম "নাথধর্ম্ম" হইয়া থাকিবে। এই নেতাগণ সিদ্ধাই বা সিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সিদ্ধাইগণের প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনই নাথ-ধর্মীদিগের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সিদ্ধাইগণের মধ্যে যে চারিজন সমধিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম মীননাথ, গোরক্ষনাথ, কালুপা ও হাড়িপা। এই চারিজনের মধ্যে গোরক্ষনাথের ভক্তের সংখ্যাই অধিক। গোরক্ষনাথ মীননাথের এবং কালুপা হাড়িপার শিষ্য ছিলেন। নাথধর্ম্ম তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম ও পৌরাণিক শৈবধর্ম্মের মধ্যে মিলন প্রয়াসী হইয়াছিল বলিয়া উভয় ধর্ম্মের সারাংশ নিজ অঙ্গভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। শূন্যবাদ, অহিংসা বৌদ্ধধর্ম্মের মূল নীতি সমূহের অন্যতম। নাথধর্ম্মেও ইহাদের উল্লেখ দেখিতে পাই।

নাথধর্ম্মের সহিত শৈবধর্ম্মেরও যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। নাথধর্ম্মে শিবের কথা ভক্তি সহকারে উল্লিখিত আছে। এই শিব বৈদিক যুগের রুদ্র বা পৌরাণিক যুগের মহাযোগী শিব নহেন। ইনি ইহাদিগের অপেক্ষা অনেক ক্ষমতাশালী এবং ধর্ম্মদেবতার আজ্ঞাধীন ; শিব সিদ্ধাইদিগের নমস্য হইলেও তাঁহাদিগের মহাজ্ঞান প্রভাবে সর্ব্বদা কম্পিত কলেবর। মহাজ্ঞান-প্রাপ্তা ময়নামতীকে মহাদেব এত ভয় করিতেন যে, বলিতেছেন,-

"মোর কথা কন যদি ময়নার বরাবর। কৈলাস ভুবন মোর কৈর্ব্বে লণ্ডভণ্ড।।"

এই মহাজ্ঞান মীননাথ প্রথমে মহাদেবের মুখেই শুনিতে পান। মহাদেব গৌরীকে গোপনে মহাজ্ঞান উপদেশ দিতেছিলেন, সেই সময় মীননাথ,-

* "যুগী" শব্দ যে অশুদ্ধ এবং "যোগী" শব্দের অপভ্রংশ এবং বাঙ্গলা ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্রই যে যোগিজাতির গৌরব আজও অক্ষুণ্ণ আছে, তাহা বোধ হয় লেখক মহাশয়ের জানা নাই।



"মৎস্যরূপ ধরি তথা মীন মোছন্দর। টাঙ্গির লামাতে রহে বোগাল সুন্দর।।(২)

হিন্দুর দেবতা ব্রাহ্মণ, নাথপন্থীগণ মানিলেও ইহাদিগের স্থান মহাজ্ঞান প্রাপ্ত সিদ্ধাইগণের অনেক নিম্নে। যখন গোরক্ষনাথ মীননাথের আয়ুষ্কাল জানিতে যমপুরীতে গিয়াছিলেন তখন,-

"গোর্খের দেখিয়া কোপ যম কাপে ডরে। যতেক কাগজ আনি দিলেক গোচরে।। (৩)

এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। মহাযান বৌদ্ধ এবং নাথযোগী ইঁহারা উভয়েই মন্ত্র-শক্তি ও গুরুতে আস্থাবান ছিলেন। হাড়ি-সিদ্ধাকে ইন্দ্রের পুত্র চামর ব্যজন করিতেন এবং ময়নামতীর ভয়ে দেবকুল আড়ষ্ট ছিলেন। সুতরাং মন্ত্রশক্তি এখানে দিগ্বিজয়ী, এই মন্ত্রই-মহাজ্ঞান এবং এই মন্ত্রদাতা গুরু। নেপালে এখনও বৌদ্ধদিগের "গুভাজু" ও হিন্দুদিগকে "দেভাজু" বলে। "গুভাজু" অর্থ গুরুভজন-শীল এবং "দেভাজু" অর্থ দেবতাভজন-শীল।

প্রাচীন মনসামঙ্গল এমন কি চণ্ডীদাসের সহজ মতের ভিতরেও এই বৌদ্ধ ও নাথ-ধর্ম্মের আভাস পাওয়া যায়। চান্দ সদাগরের মহাজ্ঞান সেই প্রাচীন যুগের আমদানী ও চণ্ডীদাসের উক্তি ("শুনরে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।") দ্বারার মানুষ যে দেবতার অপেক্ষাও বড়, তাহাই সূচিত হইতেছে ; তাহা না হইলে স্বর্গের দেবতাগণ ময়না বুড়ীর সম্মার্জ্জনীর ভয়ে পলায়নপর হইবেন কেন। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, কালুপা ও হাড়িপা এই চারিজন নাথপন্থীগণের প্রধান সিদ্ধাই। মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া হরগৌরী-সংবাদ শ্রবণ করাতে বোধ হয় ইহার (মীননাথের) এই নাম হইয়াছে। গোরক্ষনাথ নামটী উত্তর ভারতের অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। গোরক্ষনাথের অপর নাম জলন্ধরী। জলন্ধর নামে পঞ্চনদ প্রদেশের অংশ অনেকেরই সুপরিচিত। জলন্ধরী গোরক্ষনাথ অপরাপর সিদ্ধাইগণ অপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। উহার নামটী উত্তর পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায় দেখিয়া মনে হয় তিনি বঙ্গের বাহিরের কোন অঞ্চল হইতে এ প্রদেশে আসিয়াছিলেন। নেপালে মীননাথ একরূপ শিবের স্থান অধিকার করিয়াছেন। তথায় গোরক্ষনাথের আদিবাস-ভূমি হওয়াও বিচিত্র নহে। হাড়িপা প্রকৃত পক্ষে হাড়ি ছিলেন বলিয়া মনে হয়না। রাণী ময়নামতী গোবিন্দকে বলিতেছেন-

হাড়ি নহে হাড়িফা বাউল ব্রহ্মজ্ঞানী।" (৪) এতদ্ভিন্ন গৌরীর হাড়িকে রবদান, "চলি যাও হাড়িফা যে ময়নামতীর ঘর। হাতে করি পিছা কন্ধে কোদাল লই।।" (৫)

ইত্যাদিতে হাড়িফা যে প্রকৃত হাড়ি নহে, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা হইতেছে। নাথ সিদ্ধাইগণ সকলেই কাণ চিরিয়া কান্‌ফাটা যোগী আখ্যালাভ করিয়াছিলেন। কালুপা, কানুসা বা কালপা নামটী বোধহয় কানফাটা যোগী-বোধক। মীনচেতনে আছে-

পূর্ব্বদিকে হাড়িফা গেল দক্ষিণে মিনাই। পশ্চিমে গোরক্ষনাথ উত্তরে কানাই।।"

ইহাতে বোধ হইতেছে যে, সিদ্ধাইগণ বাহির হইতে বঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত সিদ্ধাই-চতুষ্টয় সম্বন্ধে গ্রিয়ারসনের মত এই যে, গোরক্ষনাথ, কালুপা প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের সাধু

(১) মাণিকচন্দ্র রাজার গান।
(২,৩) গোরক্ষ-বিজয়।
(৪) গোবিন্দচন্দ্রের গান
(৫) মীনচেতন। (১) গ্রীয়ারসন সম্পাদিত মাণিকচন্দ্র রাজার গান। (২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-পৃঃ৫৭-৫৯)

পুরুষ হইলেও শৈব ছিলেন। রঙ্গপুরের যোগীগণ নেপালী বৌদ্ধধর্ম্মাশ্রিত যোগিগণের শাখা কিনা তাহা তিনি অবধারণ করিতে পারেন নাই। গোরক্ষনাথের আদিবাসস্থানও তিনি নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। তাহার মতে গোরক্ষনাথ ও তৎ সম্প্রদায়স্থ যোগিগণ পশ্চিম হইতে আসিয়াছিলেন। কথিত আছে ইঁহারা ঘোর ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী। নেপাল হইতে আগত বৌদ্ধগণেরই ইহা সম্ভব। মাণিকচন্দ্র রাজার সময় যোগিগণ শৈব-লক্ষণাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহারা নেপালী যোগিগণের ন্যায় সিদ্ধ পুরুষদিগের উপাসনা করিতেন। গোরক্ষনাথ শিবের স্থান অধিকাংশে অধিকার করিয়াছিলেন। (১) শৈবদিগের যামাগামা শাখাভুক্ত কালুপাকে তিনি সিদ্ধাই কালুপা মনে করেন। গ্রীয়ারসনের মতে কানফাটা নাথ যোগিগণের মাণিক চন্দ্র রাজা, চতুদ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং হাড়িফা গোরক্ষনাথ তাহার সমসাময়িক হইয়া পড়েন। মাণিকচন্দ্র রাজার গীতে কড়ি দ্বারা রাজ-কর আদায় করার কথা আছে বলিয়া শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন, মাণিকচন্দ্রকে হিন্দু-শাসনকালে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করেন এবং গ্রীয়ারসন স্বীয় ভ্রম স্বীকার করেন। তিরুমলয়ে প্রাপ্ত শিলা-লিপিতে বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তৎপাঠে জানা যায়, রাজেন্দ্র চোল রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন। রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ হইতে ১১১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিরেন (২) তাহা হইলে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পিতা মাণিকচন্দ্র সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, হাড়িফা গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধাইগণ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। নাথপন্থীদিগের ময়নামতীর গান, মাণিকচন্দ্র রাজার গান, মীন-চেতন, গোরক্ষ-বিজয় প্রভৃতি গীতি-পূর্ণ গ্রন্থাদি বড়ই চিত্তাকর্ষক ও অমূল্য তথ্যপূর্ণ।-"ইতিহাস ও আলোচনা।"

# পঞ্চম অধ্যায়

## অবনতির ইতিহাস

উন্নতি অবনতি ভাগ্যাধীন। আজ যিনি উন্নত, কাল তিনি অবনত, আজ যিনি রাজ্যেশ্বর, কাল তিনি পথের ভিখারী ; আজ যিনি বলদৃপ্ত, কাল তিনি দুর্ব্বল। কাহারও চিরদিন সমান যায় না। এজগতে কত রাজবংশের, কত রাজ্যের, কত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছে, কাল পূর্ণ হইলে আবার তাহা বাতাসে মিলাইয়া গিয়াছে। কত ধর্ম্ম-বীর, কত ধর্ম্ম-মত, কত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এখানে যুগে যুগে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আবার বিস্মৃতির কালসাগরে চিরতরে ডুবিয়াছে। সে রোমক সাম্রাজ্য আর নাই। রোমবিধ্বংসী কার্থেজও এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত, জ্ঞান-গৌরবময় বীর্য্যশালী ভারত আজ নিদ্রিত। নিয়তির প্রসন্নতায় একদিন ইহাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল, নিয়তির অপ্রসন্নতায় সে অভ্যুদয় কালসাগরে বিলীন হইয়াছে। নিয়তি এজগতে অতি প্রবলা, তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে মানবের সে শক্তি নাই। স্বয়ং ভগবানের অবতার রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যও তাঁহার হাত হইতে রক্ষা পান নাই। এই নিয়তির স্নেহ-দৃষ্টিতে যোগিজাতি একদিন উন্নতি-শৈলের শিখরদেশে সমারূঢ় হইয়াছিলেন, নিয়তির ভ্রূকুটীতে আজ তাঁহারা নানাস্থানে সেই উচ্চস্থান হইতে বিচ্যুত। তাঁহাদের উন্নত-শির আজ নানাস্থানে ধূল্যবলুণ্ঠিত। আজ সর্ব্বত্র তাঁহাদের সে গৌরব নাই, আজ সর্ব্বত্র রাজাদের মস্তক তাঁহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হয় না, রাজশিষ্যগণের সহায়তাও আজ তাঁহারা সর্ব্বত্র পাইতেছেন না। প্রকৃতি আজ তাঁহাদের আজ্ঞাবহ নহে। যোগের মহীয়সী শক্তিতে আজ তাঁহারা বঞ্চিত। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে আজ তাঁহাদের অরোধ্যগতি নাই। তাঁহাদের যোগশক্তিতে আজ সমুদ্র শোষিত হয় না, পর্ব্বত নতশীর হয় না, নদী-স্রোত সংরুদ্ধ হয় না, প্রভঞ্জন শান্ত হয় না। দেশভেদে তাঁহারা আজ যে শোচনীয় পরিণাম-গ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা দেখিলে মর্ম্মাহত হইতে হয়। কোন্ বিদ্যুৎপাতে রুদ্রজব্রাহ্মণগণের উন্নতি-সৌধের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোন্ ভূমিকম্পে সে সৌধের ভিত্তি শিথিল হইয়াছে, এবং কোন প্রভঞ্জনে তাহা ধূলিসাৎ হইয়াছে-নিম্নে তাহা একে একে বিবৃত হইল,-

(১) পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বেদের হিংসা-মূলক ক্রিয়াকাণ্ডে বীতশ্রদ্ধ হইয়া রুদ্রজব্রাহ্মণগণ ঐরূপ ক্রিয়াকাণ্ডের পক্ষপাতী স্বজাতি ব্রাহ্মণ-সাধারণ হইতে পৃথক হইয়াছিলেন। পারলৌকিক মোক্ষ লাভার্থ তাঁহারা বেদের যাগযজ্ঞের পক্ষপাতী না হইয়া বেদের জ্ঞানকাণ্ডের পক্ষপাতী হইলেন এবং স্বীয় অসাধারণ চিন্তাবলে মুক্তির সহায়ক-যোগধর্ম্মের প্রচার করিলেন। এইরূপে তাঁহারা অপর ব্রাহ্মণ-সাধারণ হইতে যোগী বা যোগি-ব্রাহ্মণ আখ্যা পাইয়াছিলেন। ভেদই অবনতির কারণ হয়। রুদ্রজব্রাহ্মণগণের পক্ষেও এই ভেদ উত্তরকালে শুভপ্রদ হয় নাই।

(২) যোগমতাবলম্বনহেতু যে ভেদ হইয়াছিল, সেই ভেদ স্বত্ত্বেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ কোন অসম্প্রীতির লক্ষণ দেখা যায় নাই। ধর্ম্মমতের পার্থক্য স্বত্ত্বেও উভয় সম্প্রদায় এক বিরাট ব্রাহ্মণ সমাজ-ভুক্ত ছিলেন। পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান আহার-বিহার অবাধে প্রচলিত ছিল। কিন্তু হিংসামূলক ক্রিয়া কাণ্ডের পক্ষপাতী ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় যখন অধিকতর হিংসা-মূলক

তন্ত্রমতের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন এবং পঞ্চমকারের সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রবৃত্তিমার্গের গভীরতম কূপে ডুবিয়া গেলেন, তখন সদাচারী নিবৃত্তিপরায়ণ যোগিব্রাহ্মণগণ তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইলেন। তদবধি দুই শ্রেণীর মধ্যে একটা স্থায়ি ভেদরেখা সৃষ্ট হইল। কালক্রমে এই ভেদ-রেখার পরিসর নানা ঘটনাধীনে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সেই সময় হইতে উভয় সম্প্রদায়ের একটা অসম্প্রীতির ভাব দেখা দিল। যোগী তান্ত্রিককে ঘৃণা করিলেন ও তাহা হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। পক্ষান্তরে তান্ত্রিকও তাহাকে বেদের কর্ম্মকাণ্ড বিরোধী বলিয়া নিন্দা করিলেন।

(৩) যোগীজাতি যখন শৈব-মতাবলম্বী হইলেন, তখন তাঁহারা শিবকেই সৃষ্টিকর্ত্তা ও মুক্তিদাতারূপে ব্যাখ্যা করিয়া সর্ব্বতো ভাবে শিবের প্রাধান্য স্থাপনে ব্যগ্র হইলেন। শৈব যোগী পৌরাণিক মতাবলম্বী অপর উপাসকগণকে হেয় ভাবে দেখিলেন। পক্ষান্তরে তাহারাও শৈব যোগীকে তদ্রূপ ভাবে দেখিতে রাগিলেন। শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্যের বিবাদ যুগান্ত-ব্যাপী ছিল। একশ্রেণী স্বীয় উপাস্য দেবতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া অপরের উপাস্য দেবতাকে হেয় করিয়াছেন। এই বিবাদেও শৈব যোগিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

(৪) কালে যোগিগণ ভারতে গুরুভজন-মূলক নাথধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিলেন। দেবদেব মহাদেবকে জগদ্‌গুরু জগন্নাথরূপে ভাবনা করা হইল। মন্ত্রোপদেষ্টা মানবকে সেই জগদ্‌গুরুর মানবিক প্রতিরূপ বলিয়া গুরু-আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইল এবং সেই মনাবরূপী গুরুর পূজাই ভগবানের পূজা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইল। নাথ-আচার্য্যগণ তাঁহাদের ধর্ম্মমত নামতঃ পরিবর্ত্তন মাত্র করিলেও কার্যাতঃ যোগ-সাধনই পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব ছিল। হঠযোগই এই ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। রুদ্রজ ব্রাহ্মণগণের সহিত অপর ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব হইতে যে সম্প্রদায়-ভেদ বর্ত্তমান ছিল, তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ় হইল। উভয় সম্প্রদায় মিলনের দিগে অগ্রসর হইলেন না।

(৫) জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি হইল। নাথধর্ম্মের জনৈক ব্যক্তি হইতেই ইহার সৃষ্টি। ইহার প্রবর্ত্তক মহাবীর স্বামী একজন নাথপুত্র বা নাথ-সন্তান। এই ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার অহিংসার পক্ষপাতী ছিল। নাথধর্ম্ম হইতে আদর্শ গ্রহণ করিয়া জৈনাচার্য্যগণ জৈন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন বলিয়া নাথাচার্য্যগণ ইহার প্রতি প্রীতি-ভাবাপন্ন ছিলেন। এই প্রীতি তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে। এই ধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নাথ-মতের সঙ্কোচ সাধিত হইয়াছিল।

(৬) তারপর বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভব হইল। অহিংসা ইহারও মূলমন্ত্র ; তবে জৈন বা যোগধর্ম্মের মত তত প্রবল ছিলনা। ইহাতে ভগবান্ স্বীকৃত হন নাই বলিয়া প্রথম প্রথম ইহার প্রতি লোকের তত আগ্রহ ছিল না ; কিন্তু পরে যখন এই ধর্ম্ম প্রবল প্রতাপান্বিত রাজাদের সহায়তা প্রাপ্ত হইল, তখন ইহার প্রসার বৃদ্ধি হইয়া ভারতে একটী প্রবল ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইল এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মগুলি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যোগিগণের প্রচারিত ধর্ম্ম অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। যদিও শৈব-যোগিগণ উত্তরকালে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তথাচ পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই।

(৭) পাল-রাজগণ যখন বঙ্গদেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন তখন যোগী বা রুদ্রজ-ব্রাহ্মণগণ তাহাদের সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহারা পাল-রাজগণ হইতে প্রভূত সম্মান পাইতেন।



সেই সময় তাঁহারা বঙ্গের জনসাধারণের গুরুত্বে বৃত হন। পালরাজগণের সহায়তায় রুদ্রজ-ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশের সমুদয় হিন্দু-তীর্থ স্থানের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন এবং দেশের নানা কেন্দ্রে যোগমঠ স্থাপন করিয়া জনসাধারণের নিকট স্বীয় ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের মূল নীতিতে তখন আবিলতা প্রবেশ করিয়াছিল। বৌদ্ধতান্ত্রিকতায় দেশ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল। তাই রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-বাংশীয় নাথ-যোগাচার্য্যগণের নিকট মুক্তিকামী জনসাধারণ ভক্তিভরে সমবেত হইত। যখন পাল-রাজগণের রাজত্বের লোপ হইল, তখন নাথ-যোগাচার্য্যগণ একটা প্রবল সহায় হারাইয়া হীনবল হইলেন।

(৮) পাল-বংশের পর শূরবংশ প্রবল হইলেন। শূরবংশের আদি রাজা আদিশূর নাথ-বংশীয় ধূলনাথের শিষ্য ছিলেন। আদিশূর একটী যজ্ঞ-সম্পাদনার্থ কান্যকুজাধিপতিকে রণে পরাস্ত করিয়া ৫জন ব্রাহ্মণ বঙ্গে আনয়ন করেন। কান্যকুজবিজয়ে যে সকল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের গলদেশে উপবীত দিয়া তাহাদিগকে গো-পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া যুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে বিজয়ী সৈন্যগণ পুরস্কারস্বরূপ রাজার নিকট উপবীত প্রার্থনা করিল। এই সৈন্যগণকে গায়ত্রী দান করিতে রাজা স্বীয় গুরু ধূলনাথকে অনুরোধ করিলেন। ধূলনাথ সে অনুরোধ রক্ষায় অসম্মত হইলে কান্যকুজাগত-ব্রাহ্মণগণ তাহা সম্পন্ন করিলেন। তদবধি ধূলনাথ রাজার বিরাগভাজন হইলেন। তাঁহার বংশীয়গণ আর নাথ-গুরুর নিকট দীক্ষিত হইলেন না। কান্যকুজীয়-ব্রাহ্মণগণই রাজবংশের গুরুপদ অধিকার করিলেন। সুতরাং নবাগত ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের সহিত নাথ-ব্রাহ্মণগণের মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। রাজবংশের গুরুপদ হারাইলেও জনসাধারণের গুরুপদ তখনও নাথদের অধিকারে ছিল। রাজাও ইহাদের প্রতি অধিকতর কোন অত্যাচার করিয়া ইহাদের প্রতিপত্তি নাশের জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। কান্যকুজীয়-ব্রাহ্মণগণও সংখ্যায় নিতান্ত অল্প ছিল বলিয়া এবং বঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই ভাবিয়া যোগি-ব্রাহ্মণগণের সহিত সহসা কোন কলহে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হন নাই। তথাচ কুক্ষণে ইহারা বঙ্গে পদার্পণ করিয়াছিলেন। কারণ, ইহাদের বঙ্গাগমনের পর হইতে যোগিগণের ভাগ্যলিপি দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

(৯) শূরবংশের পর সেনবংশ বঙ্গের সিংহাসনে আসীন হইলেন। কান্যকুজাগত-ব্রাহ্মণগণ তখন বংশ বিস্তার করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। পঞ্চ-ব্রাহ্মণ প্রথমে ৫টী গ্রাম পাইয়াছিলেন, পরে ইহাদের বংশ-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ছাপান্ন গ্রামের অধিকারী হইলেন। কান্যকুজ হইতে ইহাদের পূর্ব্ব-স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানও বারেন্দ্র ভূমিতে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইরূপে সংখ্যায় অধিক হইয়া এবং গ্রামাদি লাভ করিয়া ও রাজবংশের সহানুভূতি পাইয়া ক্রমে তাহারা বঙ্গে প্রবল হইয়া উঠিলেন। প্রথমে স্ব স্ব গ্রামের লোকদিগের পৌরোহিত্য ও গুরুতা গ্রহণ করিলেন এবং পরে ক্রমে ক্রমে অন্যত্রও এ ব্যবসায়ের বিস্তার সাধনে চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু রুদ্রজ-ব্রাহ্মণদিগকে তাহারা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখিতে পাইলেন। ইহাদের প্রতিপত্তি ও শক্তি দর্শনে তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে, ইহাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রথমে রাজশক্তির সহায়তার একান্ত প্রয়োজন। সেনবংশের রাজা বল্লাল সেন তখন বঙ্গের সিংহাসনে আসীন। এই রাজা অত্যন্ত কুক্রিয়াসক্ত ও তান্ত্রিকমার্গাবলম্বী ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ইহার কুক্রিয়ার পক্ষপাতী হইয়া ইহার সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলেন। কুক্রিয়াসক্ত রাজার কুক্রিয়ায় যোগিগণ ঘৃণা

প্রকাশ করিতেছেন, তাহার প্রতিষ্ঠিত কৌলিন্য-প্রথার যোগিগণ বিরোধী ইত্যাদি কথা বলিয়া রাজার মনে যোগিগণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সঞ্জাত করিতে চেষ্টিত হইলেন। রাজার কুকার্য্যে অনেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি তাহার সংশ্রব-ত্যাগে ইচ্ছুক ছিলেন। স্বয়ংরাজপুত্র লক্ষণসেনও সেই দলভুক্ত ছিলেন। রাজাকে একঘরে করার একটা আন্দোলন অন্তঃসলিলা ফল্গু-স্রোতের মত সমাজ মধ্যে চলিল। রাজা পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করিলেন। কাহারা তাহার সংস্রব ত্যাগে ইচ্ছুক, কাহারা তাহাকে একঘরে করিতে সাহসী তাহাও এই সুযোগে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া রাজ্যবাসী সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। যোগিগণ রাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন, কিন্তু কুক্রিয়াসক্ত রাজার দান প্রত্যাখ্যান করিলেন। আহারাদিত করিলেনই না। সুবর্ণবণিকগণও আহারের স্থান হইতে চলিয়া গেলন। অপর সকলে রাজার বিরোধী হইতে সাহসী হইল না। যোগিগণ ধর্ম্মবলে বলীয়ান ছিলেন, রাজার এবং জনসাধারণের গুরুত্বে বৃত ছিলেন; দুইটী রাজবংশ হইতে প্রাপ্ত সম্মানে সম্মানিত ছিলেন। তাঁহারা বল্লালের দান প্রত্যাখ্যানে ভীত হইলেন না। সুবর্ণবণিকগণও ধনবলে বলীয়ান ছিল। এমন কি অর্থাভাব হইলে স্বয়ং রাজাকেও তাহাদের নিকট ঋণ ভিক্ষা করিতেও হইত। তাহাদের নেতা ছিলেন মগধরাজের জামাতা, সুতরাং রাজার বাড়ীতে পংক্তি-ভোজনে অস্বীকার করিতে তাহারা সাহসী হইতে পারিয়াছিল। এই শ্রাদ্ধে রাজা তাহার রাজ-শক্তির বিরোধী ব্যক্তিগণকে চিনিতে পারিয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন। ব্রাহ্মণগণ রাজার ক্রোধবহ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে বিরত হইলেন না। রাজা সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইয়া এইবার যোগিদিগের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইলেন। দেবতামন্দিরেও শৈবতীর্থে যোগিগণই পুরোহিত ছিলেন। তথায় তাঁহারা ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীর পুরোহিত দেবপূজার অধিকারী ছিলেন না। বঙ্গে আগমনের পর পাল রাজবংশের সময় ব্যাপিয়া যোগিগণ এ অধিকার ভোগ করিয়াছেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ দেবমন্দিরে দেবপূজার অধিকার চাহিলেন। মহাস্থানগড়ের দেবতার নিকট রাজরাণীর কাম্য-পূজান্তে যখন রাজ-পুরোহিত বলদেব ভট্ট মঠের মোহন্তের নিকট পূজোপকরণের অন্যায়রূপে ভাগ চাহিলেন, তখন ধর্ম্মগিরি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজ-পুরোহিতকে চপেটাঘাতে তাড়াইয়া দিলেন। রাজার নিকট ধর্ম্মগিরির ব্যবহারের অভিযোগ হইল। রাজাদেশে ধর্ম্মগিরি তাড়িত হইলেন। ধর্ম্মগিরির শাসনে ব্রাহ্মণগণ উৎসাহিত হইলেন। নাথযোগী পীতাম্বর নাথ জটেশ্বর মন্দিরের মোহন্ত ছিলেন। রাজা তাহাকে গুরুবৎ পূজা করিতেন ও শিবোত্তর ভূমি দিয়াছিলেন। তথায় ও রাজার কাম্য পূজা দিবার জন্য রাজপুরোহিত বলদেবকে প্রেরণ করা হইল। বলদেব স্বয়ং বিগ্রহের পূজা করিতে চাহিলেন এবং এবারও নাথ-মোহন্ত কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া বিতাড়িত হইলেন। যোগিদের হাতে রাজ-পুরোহিতের বার বার অপমানে রাজ্যবাসী অপর ব্রাহ্মণগণ ইহাদের সমুচিত দণ্ডের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। পুরোহিতের অপমানে রাজশক্তির অপমান হইয়াছে ভাবিয়া রাজা ক্রোধান্ধ হইলেন এবং জটেশ্বরের মোহন্ত সহ সমগ্র যোগি-সমাজকে অবনত ও পতিত করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। তাহাদের শিবোত্তর, ভোগোত্তর কাড়িয়া নেওয়া হইল। তাহাদের সঙ্গে একাসনে উপবেশন, তাঁহাদের দ্বারা যাজনাদি ক্রিয়া সম্পাদন পাতিত্যজনক বলিয়া ঘোষণা করা হইল। যোগিগণ প্রমাদ গণিলেন। রাজার সহিত একমাত্র যুদ্ধ করা ব্যতীত তাঁহার এ আদেশের



বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রকার প্রতিকার করা অসম্ভব বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু যুদ্ধ করিতে হইলে জনবল ও ধনবলের প্রয়োজন। তাহাদের ইহার কোনটীরই অভাব ছিল না। তাহাদের মঠ ও তীর্থস্থান ধন রাশিতে পরিপূর্ণ ছিল, শিষ্য সেবকও অগণিত ছিল। কিন্তু রক্তপাতে তাঁহারা বিমুখ হইলেন। এবং স্বীয় সাধন-ক্ষমতার আশ্রয় নিয়া রাজাকে দমনের অভিলাষ করিলেন। পীতাম্বর নাথ রাজাকে স্ববংশে নিধনের অভিশাপ দিয়া স্বগণ সহ তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিলেন। অবশ্য সকলেই যাইতে পারিলেন না ; যাঁহারা বঙ্গরাজ্যের মমতা ত্যাগ করিতে পারিলেন না, নানাভাবে এদেশে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহারা বল্লালের অধিকারে রহিয়া গেলেন এবং রাজ-নির্য্যাতনের একশেষ সহ্য করিলেন। বাক্‌সিদ্ধ পীতাম্বর নাথ মনে করিয়াছিলেন তাঁহার অভিশাপ শীঘ্রই ফলিয়া যাইবে এবং তিনি বঙ্গরাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া আবার প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন। তাঁহার অভিশাপ অচিরকাল মধ্যে ফলিয়া গেল বটে, রাজা বল্লাল অচিরকাল মধ্যে তাহার পাপ-জীবন অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জ্জন দিলেন বটে, কিন্তু যোগিগণের অদৃষ্ট আর ফিরিল না, তাঁহাদের বিনষ্ট প্রতিষ্ঠা তাঁহারা আর লাভ করিতে পারিলেন না। কান্যকুব্জীয়গণের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরবর্ত্তী রাজগণের উদাসীনতা ও অনুদারতার মধ্যে আর পূর্ব্বগৌরব লাভের আশা নাই, বিবেচনা করিয়া পীতাম্বরাদি শ্রেষ্ঠ যোগিগণ যাঁহারা বঙ্গরাজ্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা আর বঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন না। সুতরাং যোগিগণের মধ্যে যাঁহারা বল্লাল-অধিকারে রহিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা উপযুক্ত নেতার অভাবে নিতান্ত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। বর্ত্তমানের বঙ্গ ও আসামের যোগিগণ তাঁহাদেরই দুর্ভাগ্য বংশধর।

(১০) তারপর ভারতে মুসলমান শক্তির অভ্যুদয় হইল। মুসলমান রাজগণ নববিজিত রাজ্যে তাহাদের ধর্ম্ম বিস্তৃত করিতে চেষ্টিত হইলেন। রাজশক্তির ভয়ে বা রাজানুগ্রহের মোহে বহু হিন্দু মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ভারতের সকল ধর্ম্মই এ সময় বিপন্ন হইয়া পড়িল। যাহারা পূর্ব্ব হইতেই দুর্ব্বল ও হীনাবস্থাপন্ন ছিলেন, এ সময় তাহাদেরই অধিক ক্ষতি হইয়াছে। যোগিজাতী কিন্তু নিজ হীনাবস্থা ও দৌর্ব্বল্যবশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, বরং ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছেন।

(১১) ভারত যখন মুসলমান-ধর্ম্মের প্রাবল্যে অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল, যখন হিন্দুধর্ম্ম নিতান্ত বিপন্নাবস্থা পাইতেছিল, তখন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক চৈতন্যমহাপ্রভু বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার প্রেমের বন্যায় সমগ্র ভারত প্লাবিত হইল। অনেক ধর্ম্মমত দুর্ব্বল হইল। মুসলমানদের প্রাবল্য থাকিলেও চৈতন্যের সময় যোগিগণের প্রবর্ত্তিত শৈব-ধর্ম্ম ভারতের নানা স্থানে প্রবল ছিল। চৈতন্যদেব শৈব-ধর্ম্মের কেন্দ্রে কেন্দ্রে গমন করিয়া শৈবগণকে স্বমতে আনয়ন করতঃ শৈব-ধর্ম্মের অপরিশোধনীয় ক্ষতি করিয়াছেন। শৈবধর্ম্মের তাৎকালিক মহাপুরুষ প্রকাশানন্দসরস্বতী যখন স্বগণ সহ বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, তখন হইতে যোগিগণের মধ্যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের স্রোত বহিতে আরম্ভ করিল। অনেকেই নিবৃত্তিময় কঠোর সাধন যোগ-ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইলেন। সুতরাং বলিতে হয় বৈষ্ণবধর্ম্ম যোগ-ধর্ম্মের সঙ্কোচ-সাধন করিয়াছে। চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণও যোগধর্ম্ম ও শৈবধর্ম্মের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যে রামানুজ ও তৎসম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের সহিত শৈবধর্ম্মের গ্লানি ঘটে। রামানুজ একাদশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হন। তিনি অনন্তদেবের অবতার বলিয়া খ্যাত ছিলেন। রামানুজ দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া ভারতের নানা স্থানে শৈব ধর্ম্মের বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব-মত প্রবল করিতে চেষ্টিত হন। দাক্ষিণাত্যই তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল।। বুকানন সাহেব তাঁহার 'মহীশূরের ইতিহাসে' বলিয়াছেন যে রামানুজ দাক্ষিণাত্যে ৭০০ শত বৈষ্ণব -মঠ স্থাপন করেন এবং ৭৪টী গুরুপদ সৃষ্টি করেন। তিনি অনেক শৈব-মঠকে বৈষ্ণব-মঠে পরিণত করেন। তিনি কর্ণাটদেশীয় জনৈক জৈন-রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার সহায়তায় স্বমত প্রতিষ্ঠার সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের এক স্থানে লিখিয়াছেন,-

"শকাব্দের ১১ শতাব্দীতে রামানুজ আচার্য্য শৈবধর্ম্ম নিরাকরণে সচেষ্ট হইয়া স্বনামপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তদবধি অন্য অন্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায় উদয় হইতে লাগিল।" "ভার্গব-উপপুরাণে লিখিত আছে,-"অনন্তদেব রামানুজরূপে এবং বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মাদি ভূষণ-সকল তাহার প্রধান প্রধান সহকর্ম্মী ও শিষ্যরূপে অবতীর্ণ হন।। ভারতবর্ষের অন্তর্গত নানা দেশে উপস্থিত হইয়া নানামতস্থ পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করিলেন ও ব্যঙ্কটগিরি * প্রভৃতি বিবিধ স্থানের শিবমন্দির অধিকার করিয়া বিষ্ণু-উপাসনার স্থান করিলেন।" উপরোক্ত কারণ-পরম্পরাবশতঃ যোগিজাতি বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পতিত উপলখণ্ডের নিম্নগতি যেমন পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হয়, তদ্রূপ সমাজের শ্রেষ্ঠাসনে আসীন যোগিজাতি স্বস্থান-চ্যুত হওয়ার পর হইতে বিবৃদ্ধমানগতিতে অবনতির নিম্নতম অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত কারণগুলির মধ্যে কতকগুলি কারণ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রয়োগ দেওয়া অনাবশ্যক ; বিবেচক ঐতিহাসিক ব্যক্তি মাত্রই তাহার সমীচীনতা বুঝিতে পারিবেন। কতকগুলি কারণ সম্বন্ধে গ্রন্থাদিতে যাহা পাওয়া গিয়াছে এবং যোগিজাতির মধ্যে বংশানুক্রমে যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,-

(১) ১২৯৮ সালের ২৫শে মাঘ তারিখে হবিবপুরের বিরাট সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে হিন্দুস্থানীয় পণ্ডিতপ্রবর আমরলাল তেওয়ারী মহাশয় বলেন,-

* * * "যোগিগণ আদিশূর রাজার যজ্ঞারম্ভের বহু দিবস পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন এবং ইহাঁদের মধ্যে মহাত্মা ধূলনাথজী আদিশূর-রাজার কুলগুরু হইয়াছিলেন। পরে বঙ্গাধিপতি বৈদ্যবংশীয় মহারাজ আদিশূর, কান্যকুব্জাধিপতি বীরসিংহের নিকট হইতে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ সহজে ও কয়েকবার যুদ্ধ করিয়াও প্রাপ্ত না হওয়ায় অবশেষে ৭ শত হীনজাতীয় লোকদিগকে ব্রাহ্মণবেশে গো-পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া সৈন্যরূপে প্রেরণ করাতে মহারাজ বীরসিংহ গো-ব্রাহ্মণ বধের আশঙ্কায় বিনাযুদ্ধে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দেন। ইহাতে রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত বেশধারী সৈন্যদিগকে পুরস্কার দিতে চাহেন। তাহাতে সৈন্যগণ প্রার্থনা করিল যে,-মহারাজ! আমরা অর্থাদি আকাঙ্ক্ষা করি না। যে যজ্ঞোপবীতের এত গৌরব এবং

মদ্রাজ হইতে ৩৬ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে বেঙ্কটগিরি।

(১) বঙ্গের জাতীয়-ইতিহাসে উদ্ধৃত ধ্রুবানন্দের গৌড় বংশাবলা দ্রষ্টব্য।



যাহার অনুকরণ করিয়া আমরা গলদেশে ধারণ করিয়াছি তাহা যেন আমাদিগকে নামাইতে না হয়, এই প্রার্থনা (১)। বঙ্গাধিপ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া তদীয় গুরুদেব নাথবংশীয় মহাত্মা ধূলনাথজীকে কহিলেন যে, আপনি ইহাদিগকে সন্ধ্যা-গায়ত্রী প্রভৃতি বৈদিক শিক্ষা প্রদান করুন। মহাত্মা ধূলনাথজী এরূপ অবৈধ ও নীচকার্য্য করিতে অসম্মত হইলেন এবং মহারাজের সহিত মতদ্বৈধ-হেতু বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া রাজসভা পরিত্যাগ করিলেন।(২) অবশেষে মহারাজ উক্ত কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চজন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করায় উক্ত বৈদেশিক ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণবেশধারী সৈন্যগণকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া মহারাজের আদেশানুসারে তাহাদিগকে সন্ধ্যা-গায়ত্রী প্রভৃতি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ বলেন, ঐ শিক্ষিত সৈন্যরূপী ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী অদ্যাবধি নীচ জাতীয় নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণরূপে বঙ্গদেশে বর্ত্তমান আছে।" (যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত "হবিবপুরের বিরাট সভা।")

(২) পুরুষানুক্রমে শ্রুত ও যোগিসংহিতায় লিখিত বিবরণ,- "তিনি (রাজাবল্লাল) কোন সময়ে এক বিশেষ যজ্ঞ উপলক্ষে সভাসদ্‌গণের নিকট সুযুক্তি জানিতে ইচ্ছা কিরয়া কহিলেন, যদ্দারা দেশস্থ লোকের উপকার এবং দেশ-দেশান্তরে সুখ্যাতি লাভ হয়, এরূপ একটী যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরা পরস্পর ঐক্যতা স্থাপন পূর্ব্বক রাজাকে জানাইলেন যে, -মহারাজ! আমাদিগকে যাহা অনুমতি করিবেন, সে সমস্ত কার্য্যই আমরা করিতে সম্মত আছি। যোগীরা রাজার নিকট কহিলেন, মহারাজ! এই বাঙ্গলাদেশের ব্রাহ্মণের দ্বারা কোন মতেই বৈদিক কর্ম্ম সকল নিষ্পন্ন হইতে পারেনা; কারণ, ইহারা বেদবর্জ্জিত এবং সুরাপায়ী। ব্রাহ্মণেরা সুরাপান করিলে তাহাদের ব্রাহ্মণ্যদেব বিনষ্ট হইয়া যান অর্থাৎ সৎক্রিয়াতে তাহাদের যোগ্যতা থাকে না। এইরূপ দুই দলের দুই ভাবে যুক্তি কথা শুনিয়া রাজা সংশয়াপন্ন হইয়া সভাসদের যুক্তি অনুসারে নিজের মন্ত্রী এবং অন্যান্য বিচক্ষণ পারিষদ্‌বর্গকে কাশীধামে প্রেরণ করিলেন। ক্রমে তাঁহারা কাশীধামে উপস্থিত হইয়া রাজার মন্তব্য বিষয় সকল পণ্ডিত-মণ্ডলীতে বিজ্ঞাপন করায় তাঁহারা বলিলেন যে, নাথবংশীয় যোগীরা যাহা ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাই সত্য, বঙ্গ-দেশে ব্রাহ্মণ নাই। এই জন্য রাজা বল্লালসেন কান্যকুব্জ হইতে কয়েক জন পণ্ডিত আনাইয়া যজ্ঞ-ক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিতেরা বল্লালসেনের কোন দ্রব্যই গ্রহণ না করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন, পরে যজ্ঞীয় দ্রব্যসকল সৎপাত্রেদান করিলে অনন্তফল প্রাপ্ত হয়, এই হেতু রাজা নাথবংশীয় যোগিগণকে আহ্বান করিয়া ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু যোগীরা দান গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। রাজা বারম্বার অনুরোধ করাতেও তাঁহারা সম্মত না হওয়ায় বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদের পরামর্শ অনুসারে যোগীদের উপর রাজা আরও কোপান্বিত হইলেন; সেই ক্রোধ সময়ে যোগীদের বিপক্ষে মহারাজের মন উত্তেজিত করিয়া ব্রাহ্মণেরা রাজার প্রিয় হইবার জন্য অনুগত হইলেন। যোগীরা দান গ্রহণ না করাতে মহারাজের অপমান বোধ হওয়ায়, তিনি যোগীদের যাবতীয় বৃত্তি বন্ধন কাড়িয়া লইলেন

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে উদ্ধৃত ধ্রুবানন্দের গৌড় বংশাবলী দ্রষ্টব্য। (২) এই ঘটনার পর হইতে আদিশূরের দরবারে ও রাজ্যে যোগীদের প্রাধান্য অনেকটা ক্ষুন্ন হয় এবং তাহাদের গুরুতা ব্যবসায় প্রভৃত সঙ্কোচ ঘটে। কারণ কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃ জনসাধারণের গুরুত্ব অধিকার করিতে লাগিলেন। রাজারও তাহাতে সহানুভূতি ছিল ইহা বলা বহুল্য।

এবং যোগীদের উপর ব্রাহ্মণদের আধিপত্য স্থাপন করিতে আজ্ঞা দিলেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যোগীদের অধিক সম্মান থাকাতে অধুনা তাঁহাদের অত্যন্ত অপমান হইল এবং জীবনোপায় রহিল না। ব্রাহ্মণদের উচ্চ সম্মান দেখিয়া যোগীরা ক্রোধভরে স্ব স্ব যজ্ঞসূত্র ছিন্ন করিয়া রাজাকে এই অভিশাপ দিলেন যে, যতদিন তোমার বংশ নির্ব্বংশ না হয় তাবৎকাল আমরা এবং আমাদের বংশীয়েরা কেহই যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবে না।"

(৩) "বল্লাল চরিত" গ্রন্থের ৭ম অধ্যায় লিখিত আছে,-

কস্মিংশ্চিৎকালে পদ্মাক্ষী বল্লালদয়িতা পুরা।
শঙ্করং পূজিতং তত্র মহাস্থানমুপাগতা।।১
গৃহীত্বা বহুদ্রব্যানি হৈমানি রাজতানি চ।
আতপত্রঞ্চ দেবস্য দেবাশ্চ কর্ণপালিকাম্।।২
প্রালম্বিকাঞ্চ কটকং কিরীটং কণ্ঠভূষণম্।
অঙ্গদং কঙ্কণং সারশনঞ্চ নূপুরাদিকম্।।৩
বস্ত্রাণি চা মহার্হাণি পতাকাঞ্চ ধ্বজানিচ।
যজ্ঞ-সূত্রাণি গন্ধানি নানোপকরণানি চ ॥ ৪
আৰ্চ্চয়ামাস দেবং সা দেবীং চস পুরোহিতঃ।
নৈবেদ্যৈ স্তৈরলঙ্কারৈশ্ছত্রেণ চ পরং মুদা ॥ ৫
পূজায়িত্বা গতাদেবী সারহ্য হয়নং বরম্।
পুরোহিতঃস্থিতস্তত্র দ্রব্যানামংশকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৬
স মহান্তং ধর্ম্মগিরিং বলদেব উবাচ হ।
ভবন্ত দেহি মে ভাগং মৎপ্রাপ্যমচিরেণ ভোঃ ॥ ৭
তচ্ছ্রু ত্বা তদ্বচঃ স্থানাধিপং স প্রত্যুবাচ তম্।
অদদাম ন কস্মৈচিৎ ভাগমেব কদাচন ॥ ৮
অতো ন দদ্যাম্ ভবতে গচ্ছ গচ্ছ গৃহংব্রজ।
ইত্থং তাভ্যামভূত্তত্র বাক্‌পারুষ্যং কিয়ৎক্ষণম্ ॥ ৯
বলদেবস্ততঃক্রুদ্ধো দেবলেষং শশাপগ।
নিপতধ্বমরেঃমূঢ় ন তে ভদ্রং ভবিষ্যতি। ১০

---

কোনও সময়ে বল্লাল- দয়িতা পদ্মাক্ষী শঙ্করের পূজার নিমিত্ত সেই মহাস্থানে উপস্থিত হইলেন। স্বর্ণ-রৌপ্য নির্ম্মিত বহুবিধ দ্রব্য, শঙ্করের জন্য আত-পত্র, শঙ্করীর জন্য কর্ণপালিকা, প্রালম্বিকা, কটক, কিরীট, কণ্ঠভূষণ, অঙ্গদ, কঙ্কণ, সারশন, নূপুরাদি বহুমূল্য বস্ত্র, ধ্বজ পতাকা, যজ্ঞসূত্র ও গন্ধাদি বিবিধ উপকরণদ্বারা পদ্মাক্ষী শঙ্করের পূজা করিলেন এবং রাজপুরোহিত দেবীর পূজা করিলেন। ছত্রালাঙ্কারাদি বিবিধ উপহারদ্বারা পূজা সমাপন করিয়া দেবী পদ্মাক্ষী যানারোহণে চলিয়া গেলেন, কিন্তু পূজোপকরণাদির অংশ লাভের আশায় রাজপুরোহিত সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। ১-৬

রাজপুরোহিত বলদেব মোহন্ত ধর্ম্মগিরিকে বলিলেন, "আমার প্রাপ্য অংশ আমাকে শীঘ্র প্রদান করুন।" এই কথা শুনিয়া মন্দিরাধ্যক্ষ বলিলেন, "আমি কোনও সময়ে কাহাকেও ভাগ দেই নাই; সুতরাং তোমাকেও দিব না। যাও, তুমি গৃহে চলিয়া যাও।" এইরূপে সেই স্থানে উভয়ের মধ্যে কিয়ৎক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। অতঃপর বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মগিরিকে এই বলিয়া অভিশম্পাত দিলেনঃ- "রে মূঢ়, তোর সর্ব্বনাশ হইবে, তোর মঙ্গল হইবে না।" ৭-১০



বলদেবং গণ্ডদেশে চপটেন ব্যতীতড়ৎ ॥ ১১
আদিশৎ ব্যায়তান্ শিষ্যন্ এষোপসার্য্য তামিতি।
ততস্তে পুরুষাশ্চক্রুঃ গুরোরাজ্ঞাপ্রপালনম্।
বলদেবস্ততোহগচ্ছদ্দ্রুতন্নৃ পতি সন্নিধিম্ ॥১২
আদ্যোপান্তং যথাবৃত্তং নৃপে সর্ব্বমচীকথৎ।
পার্ষদা ব্রাহ্মণাশ্চাপিক্রুস্তস্য সমর্থনম্ ॥ ১৩
বলদেবস্য বাক্যস্য প্রোচুশ্চ দণ্ডাতাং গিরেঃ।
এবং বিজ্ঞায় রাজাসাবপমানং পুরোধসঃ।
মন্যুনা স প্রজজ্বাল বহ্নিনা পটলং যথা ॥ ১৪
নির্ব্বাস্যতাং ধর্ম্মগিরি রাষ্ট্রান্মেস্বগণৈঃ সহ।
ইতি রাজা রুদ্রানাগমন্বশাৎ দণ্ডনীয়কম্ ॥ ১৫
নিধির্গুণানাং স্বজনৈকবন্ধুং
সত্য বিধাতুদ্বিজবয্যবাক্যম্।
চকার রাষ্ট্রাৎ স বহিষ্কৃতং তং
গণেন সার্দ্ধং কিল রাজসিংহঃ ॥ ১৬

(বল্লাল-চরিত, ৭ম অধ্যায়।)

শশীভূষণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত বল্লাল চরিতের উত্তরখণ্ডে বল্লাল কর্ত্তৃক যোগিজাতি ও সুবর্ণ বণিক জাতির অধঃপতন নিম্নরূপ বর্ণিত আছে—

"সুবর্ণ-বণিজো রাজ্যে দুঃশীলা ধনহর্ব্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি স্ম দ্বিজাতীনাং রাজ্ঞশ্চ মানলাঘবম্ ॥ ৭

---

ইহা শুনিয়া ক্রোধে দেবলেশ ধর্ম্মগিরির বদন ম্লেচ্ছের বদনের ন্যায় হইল। তিনি বলদেবের গণ্ডদেশে চপটাঘাত করিলেন এবং তাহাকে ঐ স্থান হইতে অপসারিত করিয়া দিবার নিমিত্ত, বলবান্ শিষ্যদিগকে আদেশ করিলেন। শিষ্যগণও গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিল। তারপর বলদেব সেই স্থান হইতে দ্রুতবেগে বল্লালরাজ-সমীপে গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন; পার্ষদ ব্রাহ্মণগণও বলদেবের বাক্যের সমর্থন করিয়া গিরিকে দণ্ড বিধান করিবার জন্য বলিলেন। তখন রাজা স্বীয় পুরোহিতের অপমানের বিষয় অবগত হইয়া অগ্নিসংযোগে শুষ্ক তৃণের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দণ্ডনায়ক রুদ্রনাগকে আদেশ করিলেন "স্বগণসহ ধর্ম্মগিরিকে আমার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দাও।" ১০-১৫

সুজনৈক-বন্ধু গুণনিধি রাজ-সিংহ বল্লাল স্বগণসহ ধর্ম্মগিরিকে রজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ১৬

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ, কৃত অনুবাদ)

বল্লাল সেনের রাজ্যে দুষ্ট-স্বভার সুবর্ণ-বণিকেরা ধনহেতু অহঙ্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণগণের ও রাজার মানহানি করিতে লাগিল।৭।

ততঃ সংক্রুদ্ধো মতিমান্ দুর্বৃত্তদমনোত্তমঃ।
বভূব যত্নবান্‌স্তেষাং শাসনায় নৃপোত্তমঃ ॥ ৮
সুবর্ণবণিজাং স্বামী বল্লাভানন্দনামকঃ।
আসীদ্দুষ্টো ধন-শ্রেষ্ঠা রাজদ্রোহী চ গর্ব্বিতঃ ॥ ৯
তৎসকাশং ততো দূতো রাজ্ঞা তেন চ প্রেষিতঃ।
শাসন-পত্র-দানের বশীকরণমিচ্ছতা ॥ ১০
এতস্মিন্নন্তরে কালে রাজ্যে দ্বিজাতিভিঃ সহ।
বভূব বৈরভাবশ্চ যোগিনাং রাজ্যবাসিনাং ॥ ১১
অথ শিবচতুর্দ্দশ্যাং নিশীথে শঙ্করস্য চা।
জটেশ্বরস্য পূজার্থং বহুলোকাঃ সমাগতাঃ ॥ ১২
বলদেব ভট্ট নামা রাজ-পুরেহিত স্তদা।
কাম্যপূজন-কর্ম্মার্থং রাজ্ঞোহসৌ সমুপস্থিদঃ ॥ ১৩
বহু রত্নানি বৈ দৃষ্ট্বা যোগিরাজ উবাচ তম্।
যদ্ যদ্ দ্রব্যাণি অত্রৈব উপস্থিতানি পূজনে।
রাজ্ঞো বা অপরেষাং বা নিত্যকাম্যব্রতাদিষু।
যোগিভোগ্যানি পূজান্তে নান্যেষামধিকারিতা ॥ ১৪ ।১৫
এতচ্ছত্বা বলদেবঃ প্রোবাচ তীক্ষ্ণভাষয়া।
লোভং মা কুরু যোগীশ পরদ্রব্যধনাদিষু ॥ ১৬
আরক্তচক্ষু-র্যোগীন্দ্রশ্চকার বাক্যপীড়িতঃ।
সবলেন বলদেবং তৎসকাশাদ্বহিষ্কৃতম্ ॥ ১৭

---

তাহাতে দুষ্টদমন-নিপুণ বুদ্ধিমান নৃপবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের শাসনের জন্য যত্নবান হইলেন। ৮। বল্লভানন্দ নামে সুবর্ণ বণিকদিগের এক দুষ্টস্বভাব অধিপতি অত্যন্ত ধনী হওয়াতে গর্ব্বিত হইয়া রাজদ্রোহী হইয়াছিল। ৯। তাহাতে বল্লাল রাজা শাসন পত্র দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১০

এই সময়ের মধ্যে (বল্লালসেনের) রাজ্যে ব্রাহ্মণদিগের সহিত রাজ্যস্থ যোগিজাতীয় ব্যক্তিগণের শত্রুতা জন্মিয়াছিল। ১১।

একদা শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রির সময়ে জটেশ্বর মহাদেবের পূজার জন্য অনেক লোক আগমন করিয়াছিল। ১২।

ঐ সময়ে বলদেব ভট্ট নামক রাজার পুরোহিত রাজার কাম্যপূজাদানের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৩।(তাঁহার নিকট ) অনেক রত্ন দেখিয়া যোগিরাজ তাঁহাকে বলিলেন-"এই স্থানে রাজা বা অপর কোন লোকের নিত্য (প্রত্যহ করণীয়), কাম্য (স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করণীয়), অথবা ব্রত প্রভৃতিতে করণীয় পূজার জন্য যে যে দ্রব্য উপস্থিত করা হইয়াছে, ১৪। পূজা শেষ হইলে সেইগুলি যোগিদিগেরই প্রাপ্য হইবে; অন্য কাহারও (ঐ সকল দ্রব্যে) অধিকার নাই"। ১৫। ইহা শুনিয়া বলদেব রুক্ষভাষায় তাঁহাকে বলিলেন, হে যোগিরাজ, পরের দ্রব্য ও সম্পত্তি প্রভৃতিতে লোভ করিও না। ১৬। যোগিরাজ (বলদেবের) এই বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলদেবকে 'স্বয়ং বলপূর্ব্বক তাঁহার সমীপ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ১৭। তাহাতে বলদেব রোদন করিতে করিতে রাজার নিকট গেলেন এবং যেরূপে (যোগিরাজ কর্ত্তৃক ) অপমানিত হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিলেন।



বলদেব-স্ততোহগচ্ছৎ সরুদ্য রাজসন্নিধৌ।
আদ্যন্তমবদৎ সর্ব্বং যথাসাবমানিতঃ।। ১৭
রাজ্যস্থা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে মত্বা তদবমানিতাঃ।
অভিযোগং তত শ্চক্রু-র্যোহিনাং শাসায় চ।। ১৮
এতদাকর্ণ্য স রাজা ক্রোধান্ধো ঘূর্ণলোচনঃ।
দুষ্টানাং দর্পচূর্ণায় প্রতিজ্ঞা মকরোত্তদা।। ২০
পূর্ব্বস্মাৎ স মহারাজো রুদ্রজান্ ব্রাহ্মণান্ প্রতি।
দানত্যাগন্বীতরাগঃ স্ব-পিতৃশ্রাদ্ধবাসরে।। ২১
পুরোহিতস্যাপমানাৎ ক্রোধার্কঃ প্রখরোদিতঃ।
বল্লভানন্দ-সম্বন্ধৎ প্রথমং য়ঃ প্রকাশিতঃ।। ২২
অথাসৌ রাজা বল্লালঃ ক্রোধাবেশঃ বিকম্পিতঃ।
চকার শপথং তস্যাং সভায়াং পার্যদান্বিত।। ২৩

-সেনরাজবংশজো বল্লালঃ প্রত্যভিজানিতোহহম্। যদি দুঃশীলান্ হিরস্য বণিজঃ অধমজাতীয়ানাং মধ্যে ন গণয়িষ্যমি, বল্লভানন্দস্য দুরাত্মনঃ সমুচিত-দণ্ডবিধানং ন কিরষ্যমি, ধর্ম্মগর্ব্বিতানাং ভণ্ডযোগিনাঞ্চ উৎসাদনং ন করিষ্যামি, তদা গো-ব্রাহ্মণ-যোষিতাদি-ঘাতেন যানি পাতকানি ভবিষ্যানি, তানি মে ভবিষ্যন্তীতি। অন্ধরাজস্য শতপুত্রবিনাশয় ভীমসেনো যাদৃশীং প্রতিজ্ঞামকরোৎ, এতেষ্যাং সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা মে তাদৃশী জ্ঞাতব্যা। এভিঃ সহ অদ্যবধি একাসনোপবেশনম্, এতেষাং দানাদিগ্রহণং, যজন-যাজনাদিকং, সাহায্যমাত্রং যে কারিষ্যন্তি, তেহপি পতিতা ভবিষ্যন্তীতি। অতএব পট্টসূত্রাদি ধারর্ণ ব্যর্থম্।

---

১৮। অনন্তর রাজ্যবাসী সমস্ত ব্রাহ্মণ সেই বলদেবের অপমানে (আপনাদিগকেও) অপমানিত মনে করিয়া যোগিদিগের শাসনের জন্য (রাজার নিকট) অভিযোগ করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই রাজা ক্রোধে অন্ধ হইয়া চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া তখনই দুষ্টদিগের দর্প চুর্ণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। ২০। রুদ্র হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ (আশ্রম যোগিগণ) রাজার পিতৃশ্রাদ্ধের দিবস দান গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন নাই বলিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই তাহাদিগের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন ২১। সুতরাং বল্লভানন্দের সম্বন্ধে (ব্যবহারে) প্রথমতঃ প্রকাশিত তাঁহার ক্রোধরূপ সূর্য্য এক্ষণে নিজ, পুরোহিতের অপমানে তীব্ররূপে উদিতহইল।২২। অনন্তর বল্লাল রাজা ক্রোধাবেশ হেতু কম্পিত কলেবর হইয়া সেই সভায় সভাসদগণের নিকট এইরূপ শপথ করিলেন, ২৩।-"আমি সেন রাজবংশজাত বল্লাল নামে বিখ্যাত; যদি দুষ্ট সুবর্ণবণিকদিগকে অধম জাতির মধ্যে পরিগণিত না করি, দুরাত্মা বল্লভানন্দের সমুচিত দণ্ড বিধান না করি, ও ধর্ম্মা-চরণ দ্বারা অহঙ্কৃত ভণ্ড যোগিদিগের বিনাশ-সম্পাদান না করি, তাহা হইলে গো, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী প্রভৃতি হত্যা করিলে যে সকল পাপ হইয়া থাকে, সেই সকল পাপ যেন আমার হয়।" অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র বধ করিবার জন্য ভীমসেন যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এই সকল জাতির বিষয়ে আমারও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা জানিবে। অন্য হইতে যাহারা এই সকল জাতীয় লোকদিগের সহিত এক আসনে উপবেশন, ইহাদিগের দান প্রভৃতি গ্রহণ, পূজা পৌরোহিত্য প্রভৃতি, অথবা কেবল সাহায্যও করিবে, তাহারা ও পতিত হইবে।" উক্ত বল্লাল-চরিত-গ্রন্থের পরিশিষ্টাধ্যায়ে পীতাম্বর নাথের শিবোত্তর প্রাপ্তি, বল্লালের প্রতি তাহার অভিশাপ এবং বল্লালের অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন সম্বন্ধে নিম্নরূপ বর্ণিত।

ততো যেনপ্রকারেণ বল্লালো নিধনং গতঃ।
অগ্নিদাহন-যোগের স্বজনৈঃসহ তচ্ছৃণু॥ ২৪
আসীত্তদ্রাজ্যমধ্যে চ নাথপীতাম্বরাখ্যকঃ।
পূর্ব্বস্মান্নরনাথের গুরুবৎ সোহপি পূজিতঃ॥ ২৫
ততস্তদ্রাজকন্যায়া বরলক্ষণনিশ্চয়ে।
যোগী পিতাম্বরোহবাদীৎ বাক্‌সিদ্ধো জ্যোতিষী তথা ।২৬।
এতয়োর্বরকন্যায়োর্বিবাহ- মিলনং যদি।
বিবাহবাসরে কন্যা বৈধব্যং যাস্যতি ধ্রুবম্॥২৭।
এতচ্ছ্রুত্বা মহারাজো ভূয়োহপি চাষ্টব্রাহ্মণান্।
আদেশমকরোদেতল্লক্ষণ-জ্ঞানকারণম্॥২৮।
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদাঃ।
অব্রুবন্ বরকন্যয়োঃ সর্ব্বলক্ষণমুত্তমম্॥২৯।
তেষাং যুক্ত্যা তু সংরুধ্য পীতাম্বরং ততো নৃপঃ।
দদৌ তদ্বরকন্যয়োর্ব্বিবাহং ব্রাহ্মণাজ্ঞয়া॥৩০।
কিমাশ্চর্য্যং তদা রাত্রাবুদরাময়- হেতুনা।
বৈদ্যেন বর্জ্জিতো ভূত্বা লেভে তু মরণং বরঃ॥৩১।
ভীতশ্চ বিস্মিতো রাজা তূর্ণং মুমোচ যোগিনম্।
সন্তোষ্য বিধিধৈঃ স্তোত্রৈঃ পুরস্কৃতঃ যথোচিতম্॥৩২।
ততঃপীতাম্বরোহবাদীৎ কিং মে কার্য্যং ধনাদিনা।
মহ্যং শঙ্করসেবার্থং দেহি ভূমিন্তু কিঞ্চন॥৩৩।

---

তাহার পর বল্লাল যেরূপ অগ্নিদাহদ্বারা স্বজনবর্গের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শুন ।২৪। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে পীতাম্বর নাথ নামে(একজন) যোগী ছিলেন;রাজা তাহাকে পূর্ব্ব হইতেই গুরুবৎ পূজা করিতেন। ২৫। অনন্তর(একদা) সত্যবাদী, জ্যোতির্ব্বেত্তা, যোগী পীতাম্বর বল্লাল-রাজকন্যার বরের লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন-১৭। যদি এই বরকন্যার বিবাহ- দ্বারা মিলন হয়, তাহা হইলে কন্যা বিবাহ- দিবসেই নিশ্চয় বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইবে। ১৭। মহারাজ ইহা শুনিয়া বরের লক্ষণ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার আটজন ব্রাহ্মণকে আদেশ করিলেন ।১৮। অনন্তর জ্যোতিষ-শাস্ত্র- নিপুণ সেই সকল ব্রাহ্মণ বর ও কন্যার সকল লক্ষণই ভাল বলিলেন। ১৯। পরে রাজা সেই সকল ব্রাহ্মণের পরামর্শে পীতাম্বরকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি লইয়া সেই বর ও কন্যার বিবাহ দিলেন ।২০। কি আশ্চর্য্য! সেই রাত্রিতেই বর উদরাময়(ওলাউঠা) রোগে বৈদ্যবর্জ্জিত হইয়া মরণ প্রাপ্ত হইলেন। ২১। (তাহাতে) রাজভীত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেই যোগীকে নানাবিধ স্তব স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট ও যথোচিত পুরস্কার দিয়া শীঘ্রই কারামুক্ত করিলেন ।২২। অনন্তর পীতাম্বর বলিলেন,আমার ধনরত্নে কি প্রয়োজন? কেবল শঙ্করেরসেবার জন্য আমাকে কিছু ভূমি দান করুন ।২৩। সেই বল্লাল রাজা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া যোগীকে তখনই তাঁহার দেবতার(শঙ্করের) নামে অনেক ভূসম্পত্তি প্রদান করিলেন;



এতচ্ছ্রুত্বা স বল্লালঃ প্রহৃষ্টো যোগিনে তদা।
প্রচুরাং ভূমিসম্পত্তিং দদৌ তদ্দেবনামিতাং॥২৪।
এতদ্ভূতে গতে কালে বিরোধো যোগিভিঃ সহ।
যদজায়ত তদ্রাজ্যে বিস্তরাৎ পূর্ব্বসূচিতঃ।
পীতাম্বরো মানহীনঃ অতো যোগিগণৈঃসহঃ।
অপমানাগ্নি দগ্ধোহসৌ দদৌ শাপঃ তদা নৃপে॥২৫ ।২৬।
যথাপমাদগ্ধোহস্মি দণ্ডিতশ্চ গণৈঃ সহ।
ভবিষ্যতি তথা দগ্ধঃ স্বগণৈ র্জ্বলদগ্নিনা ।২৭।
দণ্ডিতা যোগিনঃ সর্ব্বে রাজ্যত্যাগেন নিষ্কৃতাঃ।
কেচিত্তিষ্ঠন্তি কৃচ্ছ্রেণ শূদ্রবৎ বর্ণিতং পুরা॥২৮।
অথ বর্ষান্তরে প্রাপ্তে দৈবচক্রাৎ সুদারুণাৎ।
বিক্রমপুরমধ্যে চ রামপাল গ্রামে তদা।
বায়াদুম্ নাম ম্লেচ্ছোহসৌ যুদ্ধার্থং সুসমাগতঃ॥২৯।
যযৌ যুদ্ধে চ বল্লালঃ বিপক্ষসম্মুখং তথা।
প্রণম্য মাতরং স্ত্রীভ্যো দত্ত্বালিঙ্গন চুম্বনম্॥৩০।
স্ত্রিয়োহশ্রুবংস্তু রাজানং ব্যাকুলিত- লোচনৈঃ।
যদিস্যাদশিবং যুদ্ধে কিং নো নাথ গতিস্তদা॥৩১।
ততোহবদসৌ রাজা সংচুম্ব্যালিঙ্গ্য তাঃ পুনঃ।
দুরাত্ম-যবনাদ্ধর্ম্মং সতীত্বং রক্ষিতুঞ্চ বৈ।
শ্রেয়া মৃত্যুশ্চ যুষ্মাকং চিতাদাহেন নিশ্চিতম্॥৩২।

---

২৪। ঐ রূপে কিছুকাল গত হইলে,যখন বল্লালের রাজ্যে যোগীদিগের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইল, যাহা পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ২৫ তখন পীতাম্বর ঐ কারণে যোগিদিগের সহিত মান[illegible]ন হওয়াতে অপমানানলে দগ্ধ হইয়া রাজাকে শাপ দিলেন- ২৬। যেরূপ আমি স্বগণ সহিত অপমানানলে [illegible] ও দণ্ডিত হইলাম, সেইরূপ রাজাও স্বগণের সহিত জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। ২৭।(যাহা হইক), [illegible]রা সকলে দণ্ডিত হইয়া রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক নিস্তার পাইলেন; (কিন্তু) কেহ কেহ অতি কষ্টে শূদ্রের ন্যায় (রা[illegible]) রহিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে ।২৮। অনন্তর(যোগিদিগের সহিত বিরোধের পর) এক বৎসর অ[illegible]ত হইলে, দারুণ দৈববশে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক গ্রামে বায়াদুম নামে এক ম্লেচ্ছ(বল্লালের সহিত) যুদ্ধ করিতে আসিলেন ।২৯। বল্লাল, মাতাকে প্রণাম এবং স্ত্রীদিগকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া শ[illegible] অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ৩০। তাঁহার স্ত্রীগণ অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে কহিলেন, নাথ! যদি যুদ্ধে [illegible]ন অমঙ্গল ঘটনা হয়, তাহা হইলে আমাদের গতি কি হইবে? ৩১। অনন্তর সেই রাজা তাঁহাদিগকে পুন[illegible] চুম্বন ও আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, দুরাত্মা যবনের হস্ত হইতে ধর্ম্ম ও সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য চিতা[illegible] দগ্ধ হইয়া মরাই তোমাদিগের পক্ষে নিশ্চয় শ্রেয়ঃ। ৩২। তোমরা পূর্ব্ব হইতেই চিতা প্রস্তুত করিয়া [illegible]খবে; যদি আমার কোন অমঙ্গল হয়, তাহা হইলে এক যোড়া পায়রা দূত হইয়া তোমাদিগের নিকট উপ[illegible]ত হইবে, তাহা দেখিলেই তোমরা(চিতায় পড়িয়া) নিশ্চয় মরিবে।

কপোত-যুগলং দুতং মমামঙ্গলসূচকম্‌।
পূর্ব্ব-প্রস্তুত-চিতায়াং দৃষ্টে মরণং ধ্রুবম্‌॥৩৩।।
ইত্যুক্ত্বা স চ বঙ্গেশো জগাম সময়ং যথা।
বভূব বিজয়ী ম্লেচ্ছৈঃ সংগ্রামে তত্র তৈঃ সহ॥৩৪।
স্বসৈন্যৈঃ স্বজনৈ স্তত্র বিজয়োন্মত্ত- ভূপতিঃ।
অনবধান-যোগেন কপোতৌ স্বগৃহং গতৌ॥৩৫।
বিহঙ্গ-মিথুনং দৃষ্ট্বা কৃতান্ত-দূতসন্নিভম্‌
রাজান্তপুরচারিণ্যশ্চক্রুঃ প্রাণবিমোচনম্‌॥ ৩৬
রণক্ষেত্রাত্ততো রাজা আগত্য নিজমন্দিরম্‌।
দদর্শ ক্ষণমাত্রেণ সর্ব্বনাশং সুদুঃসহম্‌॥৩৭
দৃষ্টিমাত্রেণ স ক্ষিপ্তস্তূর্ণং ক্ষিপ্তা তু পাবকে।
আত্মানং, সর্ব্বসন্তাপং মুমোচ স্ত্রীগণৈঃ সহ॥ ৩৮

বল্লাল-চরিতম্‌-পরিশিষ্টম্‌।

---

৩৩। এই বলিয়া সেই বঙ্গেশ্বর যুদ্ধে যাত্রা করিলেন, এবং তথায় সেই ম্লেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইলেন। ৩৪। সেখানে রাজা নিজ সৈন্য এবং অনুচরবর্গের সহিত জয়োন্মত্ত হইয়া রহিলেন; (এদিকে) তাঁহার পায়রা দুইটী অনবধানতাবশতঃ তাঁহার গৃহে ফিরিয়া গেল। ৩৫। যমদূতের ন্যায় সেই পক্ষীযুগল দেখিয়া রাজার অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ (চিতানলে) প্রাণত্যাগ করিল। ৩৬। অনন্তর রাজা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ক্ষণ কালের মধ্যেই অতীব অসহ্য সর্ব্বনাশ হইয়াছে দেলিলেন। ৩৭। উহা দেখিয়াই তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া , শীঘ্রই আপনাকে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া, স্ত্রীদিগের সহিত সকল-সন্তাপ মোচন করিলেন। ৩৮

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টচার্য্য কৃত অনুবাদ)

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## অভিমত।

**(১) সভাসমিতিতে অভিব্যক্ত মত**– যোগি(রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ) জাতি নীরবে তাঁহাদের জাতীয়- অন্দোলন চালান নাই। আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতে যখনই প্রয়োজন হইয়াছে তখনই সভাসমিতিতে তাঁহাদের জাতীয়-তত্ত্ব আলোচনার্থ উপস্থিত করিয়াছেন ও সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। এ সকল সভা কখনো বা তাঁহারা নিজে আহবান করিয়াছেন, কখনবা শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রিত পণ্ডিতমণ্ডলীর সভায় উপস্থিত হইয়া মীমাংসা-প্রার্থী হইয়াছেন। কখন বা বিরুদ্ধবাদী কর্ত্তৃক আহুত' সভায় আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ উপস্থিত হইয়াছেন।

বর্ত্তমানে দেশের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইতেছে।যুগ যুগান্তরের অবিচারের জন্য অবিচারকারিগণ আজ লজ্জিত, ক্ষুব্ধও অনুতপ্ত হইয়াছেন এবং প্রভুত ক্ষতিগ্রস্ত বলিয়া মনে করিতেছেন। এখন তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, ভারত যদি বিশ্বের দ্বারে জাতিহিসাবে দণ্ডায়মান হইতে চায়, তবে তাহার এই অবিচারের প্রায়শ্চিত্তও করিতে হইবে। যাঁহাকে এতদিন ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাকে প্রেমের চক্ষে দেখিতে হইবে। যাঁহাকে নির্য্যাতন করিয়াছেন, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। যাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাকে কোলে তুলিয়া নিতে হইবে। তাই ভারতে একটা সাম্যের বাতাস, একটা প্রেমের বাতাস, একটা মৈত্রীর বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রত্ন- তাত্ত্বিকগণ এখন ভারতের জাতীয়- বিবরণ জানিতে উন্মুখ হইয়া তথ্যানুসন্ধানে ব্যস্ততা দেখাইতেছেন। এ সময়ে যোগিজাতি যদি তাহার জাতীয় তত্ত্ব আলোচনার্থ অধিকতর ব্যাপক ভাবে সভাসমিতিতে উপস্থিত করেন, তবে নিশ্চয়ই লাভবান হইবেন। আর অবিচারকারী জাতিসমূহকে আমরাও বলিতে পারি যে, প্রপীড়িত জাতি যদি অভিমানভরে দূরে সরিয়াও থাকেন, তবুও তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা তাঁহাদিগকে ডাকিয়া কোলে নিয়া নিজেদের দীর্ঘকালব্যাপী অন্যায়ের প্রতিকার করেন। আজ পর্য্যন্ত যে সকল বিরাট সভাসমিতিতে যোগিজাতি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, নিম্নে তাহার কতিপয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেলঃ-

**১। আন্দুলমৌহিয়াড়ীর সভা**– ১২৭৯ সালের ২১শে চৈত্র তারিখে আন্দুলমৌহিয়াড়ী গ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার ব্রজেন্দ্রনাথ কুণ্ড চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে পরলোকগত সীতানাথ কুণ্ড চৌধুরী মহাশয়ের শ্রাদ্ধ-সভায় সমাগত পণ্ডিত গণ কর্ত্তৃক যোগি(রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ) জাতি সম্বন্ধে সম্যাক আলোচিত হয় এবং নাথবংশের জন্য অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত হয়। কলিকাতা সং ্ত কলেজের অধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় সম্পাদিত যোগিসংস্কার ব্যবস্থাও আগমসংহিতা নামক পুস্তকোল্লিখিত যোগিজাতির উৎপত্তি বিবরণ এই সভায় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আলোচিত, বিচারিতও স্বীকৃত হয়।

**২। পাইকপাড়ার সভা**–১২৮০ সালের ১৫ই বৈশাখ দিবসে পাইকপাড়ার মহারাণী কাত্যায়নীর ভবনে বধূ ছোট রাণীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নবদ্বীপও অন্যান্য স্থানের পণ্ডিতগণের সম্মিলন হইয়াছিল। উক্ত সম্মিলনেও ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের যোগিসংস্কার ব্যবস্থাও আগমসংহিতা

পুনরায় আলোচিত ও স্বীকৃত হয় এবং আন্দুলমৌহিয়াড়ীর সভার অন্যান্য নির্দ্ধারণও সমর্থিত হয়। অধিকন্তু যোগিগৃহে পক্কান্নাহারে কচ্চিদোষো নাস্তি বলিয়া সকলে অভিমত প্রকাশ করেন এবং সামবেদ সন্ধ্যা-গায়ত্রী ও দেবাদির ধ্যানে ব্রাহ্মণের ন্যায় অধিকারী বলিয়া ইহারা পবিত্র সুতরাং ইহাদের জলও পবিত্র ও আচরণীয়- ইহাও স্বীকৃত হয়।

**৩। আন্দুল রাজবাড়ীর সভা**–১২৮১ সালের আন্দুল রাজবাটীতে দুর্গোৎসবের বোধনের দিনে নবদ্বীপ হইতে আগত ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতগণের সমক্ষে যোগি (রুদ্রজ ব্রাহ্মণ) জাতি সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভার বিষয় আলোচিত হয়। যোগি- জাতীয়ের গৃহে পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইলে খাইতে স্বীকৃত আছেন কি না, কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এরূপ প্রশ্ন করিলে সমবেত পণ্ডিতগণ উত্তর করেন যে, তেমন সমারোহ ব্যাপারে নিমন্ত্রিত হইলে তাঁহারা যোগিজাতীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন।

**৪। রাজনগরের সভা**–১২৮৪ সালের ফাল্গুন মাসে ঢাকা রাজনগরের রাজা রাজবল্লভের বংশধরগণের রাজ-সভার পণ্ডিতগণের সহিত যোগি(রুদ্রজ ব্রাহ্মণ) জাতি সম্বন্ধে কলিকাতার পণ্ডিতগণের এক বিচার হয়। বিচারে কলিকাতার পণ্ডিতগণ যোগি-জাতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া যোগি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। এবং রাজনগরের অন্তর্গত লোনসিংহ গ্রামে সর্ব্বপ্রথমে কতিপয় যোগিজাতীয়ের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করেন।

**৫। হবিবপুরের বিরাট সভা**–১২৯৯সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ। জিলা নদীয়া মহকুমা রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী হবিবপুর গ্রামে একটী হরিসভা ছিল। এই সভায় প্রতি সংক্রান্তিতে শান্তিপুর নিবাসী মদনগোপাল গোস্বামী নামক জনৈক ব্যক্তি কথকতা করিতেন।১২৯৮ সারের ১লা মাঘ তারিখে উক্ত গোস্বামী মহাশয় উক্ত সভায় সমবেত শ্রোতৃবর্গের নিকট যোগি( রুদ্রজ ব্রাহ্মণ) জাতির নিন্দাসূচক এক বক্তৃতা করেন। স্থানীয় যোগীরা এই অযথা ও অপ্রাসঙ্গিক নিন্দাবাদে মর্ম্মাহত হইয়া গ্রামস্থ তদানীন্তন জমিদার শ্রীবাস দত্ত ও চণ্ডীচরণ সিংহ মহাশয়গণের নিকট আবেদন করেন। জমিদার মহাশয়গণ উক্ত গোস্বামী মহাশয়কে যোগিজাতির নিকৃষ্টতা শাস্ত্রানুসারে প্রমাণ করিতে বলায় তিনি উপযুক্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত গণের সভায় তাহা ব্যক্ত করিবেন বলিলে স্থানীয় যোগিজাতীয়গণ ঐ সনের ২৫শে মাঘ তারিখে বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, কাশী, কলিকাতাও হাতীবাগান প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে আহবান করিয়া এক সভা করেন। কিন্তু উক্ত নিন্দুক গোস্বামী মহাশয় এতগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট স্বীয় ভিত্তিহীন মত প্রকাশ করা বাতুলতা মনে করিয়া সভায় উপস্থিত না হইয়া নিরুদ্দিষ্ট থাকেন। যাহা হউক, সমবেত পণ্ডিতগণ যোগিজাতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সমুদয় বিপক্ষ মত খণ্ডন করতঃ যোগিজাতির উৎকৃষ্টতা প্রতিপাদন করেন। দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন নামক একজন পণ্ডিত' যুগী' শব্দ যোগী' শব্দেরই অপভ্রংশ-ইহা উদাহরণ দ্বারা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন। তিনি আরও বলেন যে 'কায়স্থ- কৌস্তুভ" নামক অতি প্রাচীন গ্রন্থের ১০৬ পৃষ্ঠায় যুগী শব্দ যোগী শব্দের অপভ্রংশএবং তাহার ৭৩ পৃষ্ঠায় যোগিজাতি ব্রাহ্মণ বলিয়া লিখিত আছে।

**৬। ঠাকুর গা মহকুমার সভাঃ**–জিলা দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুর গ্রাম মহকুমাতে ১৩০০ বঙ্গাব্দের ১৪ই ফাল্গুন তারিখে একটী জাতিয় সভার অধিবেশন হয়। উক্ত



সভায় ঠাকুর গা মহকুমাবাসী প্রায়১২০০/১৩০০ যোগিসন্তান এবং সহরের উকীল,মোক্তার , মুন্সেফ, আমলা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য। রায় বাহাদুর মুন্সেফ বিপিন বিহারী ঘোষ,বি, এ, বি, এল, আনন্দচন্দ্র রায় উকীল,রাখালচন্দ্র দাস উকীল, প্রভৃতি। যোগি- জাতীদের পক্ষে যোগি-জাতির পরম হিতাকাঙ্ক্ষী কুরুক্ষেত্র নিবাসী শ্রীমৎ পরমহংস দেব- প্রতিপালক স্বামীজী উপস্থিত ছিলেন।

স্বামীজী নানা যুক্তি ও শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সভায় যোগিজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। উপরোক্ত মুন্সেফ বাবু এবং অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি স্বামীজীকে যোগিজাতি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেন। স্বামীজী অসাধারণ প্রতিভাবলে সকলের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া সকলকে নিরস্ত করেন। এবং যোগিজাতি যে "রুদ্রজ ব্রাহ্মণ" ইহা প্রতিপাদন করেন।

পরদিন শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় বি, এল, উকীল মহাশয় স্বামীজীকে স্বীয় বাসায় নিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন এবং বলেন যে যোগীরা "রুদ্রজব্রাহ্মণ" তাহা তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে।

**৭। দুধ পাতিলের সভাঃ**–কাছার জেলার শিলচর মহকুমার দুধ পাতিল গ্রামে ১৩০২ সালে একটী সভা আহুত হয়। তথায় পণ্ডিত বাগীন্দ্রনাথ শর্ম্মা তর্করত্ন মহাশয়

যোগি (রুদ্রজব্রাহ্মণ) জাতির পবিত্রতা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। এবং ব্রাহ্মণজাতি বৈশ্যবৃত্তি করিতে পারেন কি না? তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র আলোচনা করিয়া অনুকুল মত প্রকাশ করেন।

**৮। শিলচরের সভাঃ**– কাছাড় জেলার শিলচরের তদানীন্তন রেভিনিউ সুপারিণ-টেনডেন্ট হরকিশোর দে মহাশয়ের বাসায় ১৩০২ সালে আরও একটী সভা হয়। সহরের পণ্ডিত ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত ৺রামচন্দ্রনাথ, ৺পঞ্চানন নাথ, চন্দ্রনাথ নাথ, গোপীমোহন নাথ, প্রভৃতি মহোদয়গণ জাতীয় সমাজপতিগণ সহ সেই সভায় উপস্থিত হইয়া জাতিসম্বন্ধে মীমাংসা প্রার্থী হন। সভায় যোগি (রুদ্রজব্রাহ্মণ) জাতির দ্বিজত্ব-উপনয়নাধিকার সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এবং তাহারা বৈশ্যবৃত্তি করিলে কোন প্রত্যবায় হয় না বলিয়া পণ্ডিতগণ অভিমত প্রকাশ করেন।

**৯। করিমগঞ্জের সভা**–শ্রীহট্ট জিলার করিমগঞ্জে শূলরোগগ্রস্ত একজন ব্রাহ্মণ বহু চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিতে না পারিয়া নিরুপায় হইয়া বৈদ্যনাথ ধামে গিয়া হত্যা দেন। তাহাতে আদেশ হয় যে, পূর্ব্বজন্মে তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন এবং পিতাকে কোন কারণে পদাঘাত করায় পিতৃ অভিশাপে রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার সেই পিতা শ্রীহট্ট জিলার করিমগঞ্জ সহরের নিকটবর্ত্তী নরসিংহপুর গ্রামে যোগিকুলে কালীচরণ নাথ নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করিলে তাহার রোগ-মুক্তি হইবে। এই প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত ব্রাহ্মণ নরসিংহপুরে উপস্থিত হইয়া উক্ত কালীচরণ নাথের প্রসাদ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে তথায় পণ্ডিতমণ্ডলীর এক সভা আহুত হয় এবং যোগিজাতি এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তজ্জাতীয় কাহারও প্রসাদ ভক্ষণে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের জাতিপাতের বা কোনরূপ প্রত্যাবায় ঘটার কোন আশঙ্কা নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, এই মীমাংসার পর কালীচরণ নাথ মহাশয়ের প্রসাদ ভক্ষণে উক্ত ব্রাহ্মণ-সন্তান রোগমুক্ত হন এবং জীবদ্দশায় কালীচরণ নাথ মহাশয়ের পরিবারের

সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকেন। কালীচরণ নাথের পুত্রগণও তাহকে ভ্রাতৃরূপে গ্রহণ করিয়া বৎসর বৎসর তাহাকে আহ্বান করিয়া নানা উপহার দিতেন। কালীচরণ নাথ মহাশয়ের সুযোগ পুত্রগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন।

আরও একবার আরও একজন ব্রাহ্মণ শূলরোগী বৈদ্যনাথে উক্তরূপ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারেন যে করিমগঞ্জের বাউরভাগ পরগণায় অনুনাথ চৌধূরী তাহার পূর্ব্বজন্মের পিতা ছিলেন। এবং তৎকর্ত্তক কোন কারণে অভিশপ্ত হইয়া উক্তরূপ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণে তাহার রোগমুক্তি হইবে। তদুপলক্ষে তথায়ও স্থানীয় শ্রোত্রীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর এক সভা হয় এবং যোগি ( রুদ্রজ ব্রাহ্মণ ) জাতীয় কাহার প্রসাদ ভক্ষণে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের কোন দোষ ঘটিবে না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। এই স্থানেও স্বজাতি কুলগৌরব অনুনাথ চৌধূরীর প্রসাদ ভক্ষণে উক্ত ব্রাহ্মণ-সন্তানের রোগ-মুক্তি হয়।

অনুনাথ চৌধূরীর সমাধিমন্দির এখনও তাঁহার বাসস্থানের অনতিদূরে পথিপার্শ্বে বিদ্যমান আছে।

**১০। শ্রীহট্টের সভাঃ**—শ্রীহট্ট জিলার সদর মহকুমায়, যোগিজাতির উপনয়নাধিকার সম্বন্ধে আপত্তি উথাপিত হয়। হিংসুকগণ বলেন, যে যোগিজাতির উপনয়নের অধিকার নাই। এ সম্বন্ধে মীমাংসার্থ স্থানীয় জমিদার গৃহে এক সভা আহুত হয়। সভায় নারাপিং নিবাসী যোগিকুল-গৌরব শ্রীযুক্ত মধুসূদন মোহন্ত গোস্বামী মহাশয় যোগিদের পক্ষ সমর্থন করেন। নানাপ্রকার তর্ক বিতর্কের পর মীমাংসিত হয় যে, যোগিজাতীয়দের উপবীত ধারণের শাস্ত্রসঙ্গত অধিকার আছে।

**১১। হাইলাকান্দির সভাঃ**—কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি মহকুমায় আনুমানিক ১৩১৮ সালে একটী সভা আহুত হয়। স্থানীয় জমিদার, মিরাশদার, পণ্ডিত ও উচ্চশিক্ষিত ব্যাক্তিবর্গ সেই সভায় যোগদান করেছিলেন। নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হরকিশোর চক্রবর্ত্তী, ( আসাম ব্যবস্থপক সভার ভুতপূর্ব্ব সদস্য ) শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র দে চৌধুরী, ( লোকেলবোর্ডের ভূর্তপূর্ব্ব চেয়ারম্যান ) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দে চৌধুরী এম, এ, বি, লি, এস, ডি, ও, প্রভৃতি।

আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ কালীচরণ নাথ মজুমদার মিরাশদার, স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত দীননাথ লস্কর, শ্রীযুক্ত নারায়ণনাথ মাঝার ভূইয়া পণ্ডিত শ্রযুক্তি সূর্য্যমণি নাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ বড় ভূঁইয়া, শ্রীযুক্ত গুণমণি নাথ মজুমদার শিক্ষক, শ্রীযুক্ত নারায়ণ নাথ পণ্ডিত মহাশয়গণ অন্যান্য স্বজাতিবর্গ সহ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জাতির দ্বিজত্ব উপনয়নাধিকার ও শ্রোত্রীয় ক্ষৌরকারগণ নাথদের ক্ষৌরকার্য্য করিতে পারে কি না? তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়। অনেক তর্ক বিতর্কের পর মীমাংসিত হয় যে ঐ সমস্তে নাথদের শাস্ত্রসঙ্গত অধিকার আছে।

**১২। ময়মনসিংহঃ**—ময়মনসিংহ টাউনে "বিগত ২৩ শে ভাদ্র রবিবার ৪ ঘটিকায় সময় ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র নাথ বি, এ, বি, টি, মহাশয়ের ভবনে এক সামাজিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় সবজজ শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন লাহিড়ী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, সহরের বহু গণ্যমান্য লোক সভায় যোগদান



করিয়াছিলেন।

সভাপতি মহাশয় সভার উদ্দেশ্য বলিয়াছেন যে, তিনি বাল্যকালে তাঁহার গ্রামের যোগিজাতীয় লোকদের পৈতা দেখিয়াছেন। তাহাদের সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি সমস্তই উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের ন্যায়। সুতরাং যোগিজাতিকে জলাচরণীয় করিয়া লইতে কাহারও কোন আপত্তিই হইতে পারে না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে অনাচরণীয় হিন্দুগণের কেবল আচরণীয় করিলে অথবা তাহদের হাতের এক গ্লাস জলপান করিলেই চলিবে না। তাহাদিগের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও ভালবাসা দেখাইতে হইবে। বর্ত্তমান সময় হিন্দুদের অবস্থা যেরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে যদি সমস্ত হিন্দুগণ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে না পারেন, তবে হিন্দুজাতি টিকিয়া থাকিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। নব্য, ন্যায় ও স্মৃতি হিন্দু-সমাজের যথেষ্ট অপকার করিয়াছে। স্মৃতির অনুশাসন মানিয়া চলিতে চলিতে হিন্দুসমাজ পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। এখন হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিতে হইলে সামাজিক বিধিব্যস্থা দেশ-কাল পাত্রানুসারে পরিবর্ত্তন করা একান্ত প্রয়োজন। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে গৌরবাবু যোগিজাতির ইতিহাস আলোচনা করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় মহাশয় বলেন যে, নাথসম্প্রদায় খুব নিষ্ঠাবান হিন্দু, তাহাদের আচার ব্যবহার অতি পবিত্র, তাহাদের জলাচরণীয় হওয়ার দাবী সম্পূর্ণ ন্যায্য।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত রাধারচণ পুতকুণ্ড কাব্যতীর্থ প্রভৃতি উপরোক্ত বক্তাগণের মত সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিলে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভার কার্য্য শেষ করা হয়। সভাস্থলে যোগিদিগকে জলাচরণীয় করার কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে কবেল বক্তৃতা না করিয়া যদি জলপানের আয়োজন করা হইত, তবে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইতাম।

(–সঞ্জীবনী, ৩রা আশ্বিন, ১৩৩০।)

**১৩। ময়মনসিংহ,**—ময়মনসিংহ টাউনে "বিগত ২০শে আশ্বিন বেলা ৪।০ ঘটিকার সময় সূর্য্যকান্ত টাউনহলে যোগিজাতির উন্নতিকল্পে এক জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। অনারেবল মহারাজা শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শহরের সর্ব্বশ্রেণীর লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ বাহাদুর তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, বঙ্গে প্রায় তিন কোটী হিন্দু। তন্মধ্যে শতকরা ১৬ জন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও শতকরা ১৭ জন আচরণীয় নবশাক। অবশিষ্ট ৬৭ জন অনাচরণীয়। মোটের উপর হিন্দুগণের এক তৃতীয়াংশ আচরণীয়, দুই তৃতীয়াংশ অনাচরণীয়। এই অনাচরণীয়গণ হিন্দুসমাজের এক বিশাল অঙ্গ। ইহাদিগকে বাদ দিয়া বিরাট হিন্দুসমাজ চলিতে পারে না। আচরণীয়তা ও অস্পৃশ্যতার দরুণ হিন্দুর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে ; হিন্দুসমাজ ক্রমশঃ মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে। কাজেই অনাচরণীয়দিগকে আচরণীয় করিয়া লওয়া উচিত।

সভাপতির অভিভাষণের পর সিরাজগঞ্জের শ্রীযুক্ত দিগীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় হিন্দুসমাজের ভিতরকার গলদ অনাচরণীয় জাতিসমূহের দুঃখ-দুর্গতি ও যোগিজাতির আচরণীয়তায় দাবী সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী তাঁহার বক্তৃতায় পাছে লোকে কিছু বলে এই ভয়ে "আমরা যাহা কর্ত্তব্য মনে করি তাহা করিতে পারি না।" এই

কথাটা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন, "আমি রাজপুতনা ভ্রমণকালে জনৈক নাথ-যোগীর ভবনে অতিথি হইয়াছিলাম। আমি তাহার গৃহে আহার করিয়াছি। পশ্চিমাঞ্চলের নাথযোগিগণ ব্রাহ্মণ; কিন্তু বঙ্গে আমরা যোগি দিগকে পতিত করিয়া রাখিয়াছি। তাহাদিগকে সমাজে আচরণীয় করিয়া লওয়া উচিত।" তৎপর আসাম বঙ্গ-যোগি সম্মিলনীর সভাপতি বাবু অম্বিকাচরণ নাথ, সূর্য্যকুমার সোম, চারু-মিহির সম্পাদক দুগাদাস রায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বি, এল, হরিমোহন নাথ (মোক্তার, চট্টগ্রাম) সারদাচরণ ধর, শ্রীশচন্দ্র গুহ ও হেমাঙ্গমোহন ঘোষ প্রভৃতি হিন্দু-সমাজ ও যোগিজাতির উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া ছিলেন। তৎপর গৌরচন্দ্র নাথ মহাশয় সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ দিলে সভার কার্য্য শেষ হয়। (সঞ্জীবনী, বৃহস্পতিবার, ১লা কার্তিক, ১৩৩০ বাংলা ১৮ই অক্টোবর, ১৯২৩ ইং।)

**(১৪) বরিশালের সভা**–১৩৩০ বঙ্গাব্দের ১৩।১৪ই কার্তিক তারিখে বরিশালের ঝালকাটী বন্দরে আসাম-বঙ্গ-যোগি-সম্মিলনীর চতুর্দ্দশ-বার্ষিক অধিবেশন হয়। আসাম গোয়ালপড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ নাথ মহাশয় এই সভার সভাপতি ছিলেন। ইহা জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইলেও ভুবন-বিখ্যাত উদারচেতা আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় এম, এ;কে, টি; সে, আই, ই; ডি, এস-সি; পি, এইচ, ডি; বারিষ্টার শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত নীরদবিহারী মল্লিক এম, এ, বি এল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম-এ, ডি-লিট, (লণ্ডন), সমাজ-সংস্কারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, স্থানীয় হাই স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বিজয় ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আহাকাম উল্লা, শ্রীযুক্ত ছৈয়েদুদ্দীন খাঁ, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সাহা প্রভৃতি গণ্যমান্য হিন্দু, মুসলমান, শিল্পী, ব্যবসায়ী, রায়ত, জমিদার, কংগ্রেসকর্ম্মী, সরকারী কর্ম্মচারী যোগিজাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনার্থ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বরিশালের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ও কলিকাতার অধ্যাপক শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়গণ সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

এই সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম, এ ডি, লিট, (লণ্ডন), মহাশয় "বঙ্গীয় যোগি-সমাজের মর্ম্মস্থল, প্রানস্পন্দন ও গতিবিধি" নামক একটী গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র, বারিষ্টার শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন এবং সমাজ- সংস্কারক শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়গণও সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে যোগিরা ব্রাহ্মণ-শ্রেণী ভুক্ত। তাঁহাদের বক্তৃতার সারাংশ প্রদত্ত হইল না।

**(১৫) বঙ্গীয় সাহিত্য**–পরিষদের মাসিক অধিবেশন–১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১৫ই ভাদ্র তারিখের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে 'নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব' নামক একটী প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। কাছাড় জিলার হাইলাকান্দি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন নাথ বি, ই, মহাশয় নাথধর্ম্মের তিনখানি প্রাচীন হস্তলিখিত বই অবলম্বনে এই প্রবন্ধটী লিখেন। অসুস্থতানিবন্ধন তি উক্ত সভায় প্রবন্ধটী পাঠার্থ স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অধ্যাপক



শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম,এ, ডি, লিট (লণ্ডন) মহাশয় প্রবন্ধটীর সারমর্ম্ম পরিষদে বিবৃত করেন এবং বলেন যে, নাথ-ধর্ম্ম অতি প্রাচীন। নাথ-ধর্ম্মের সৃষ্টি-তত্ত্ব-বেদ উপনিষদাদি গ্রন্থোক্ত-সৃষ্টি-তত্ত্বের অনুরূপ। সুতরাং নাথ-ধর্ম্ম বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হইতে উদ্ভুত নহে। ইহা বৈদিক-ধর্ম্ম হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে। নাথ-ধর্ম্মের সৃষ্টিবর্ণনা ঋগবেদের ১০ মণ্ডলের নাসদীয়, বমর্ষণ, হিরণীগর্ভ, অনিল, ব্রহ্মণস্পতি বিশ্বকর্ম্মাদিসূক্ত বর্ণিত সৃষ্টি কাহিনীর অনুরূপ। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদাদি গ্রন্থের বর্ণিত সৃষ্টি-বর্ণনার প্রভাবও ইহাতে আছে। নাথ-ধর্ম্মে এক নিরঞ্জন স্বীকৃত এবং তাহা হইতে বিশ্ব-সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, বুদ্ধের আবির্ভাবের ২।৩ শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে আর্য্যাবর্ত্ত, বিশেষতঃ ভারতের পূর্ব্বাঞ্চল নাথ ও নাথগুরুগণের লীলাক্ষেত্র ছিল। চৈতন্যদেব যেমন তৎপূর্ব্বকাল- প্রচলিত নানাভাবে বিচ্ছিন্ন বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে একত্রিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ গুরু গোরক্ষনাথও প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত বিভিন্ন ভাবের নাথ-মতকে নিয়ন্ত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি নতূন কোন ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই।

বড়ুয়া মহাশয়ের বক্তৃতান্তে শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করেন।

পরিশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, বেদান্তরত্ন মহাশয় বড়ুয়া মহাশয়কে সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ লিখিত সৃষ্টিতত্ত্ব-বেদের সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ এবং উভয়ের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য আছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। নাসদীয়- সূক্ত ছাড়া বেদের অন্যত্রও সৃষ্টি কথা আছে এবং তাহার সহিত নাথ-ধর্ম্মের সাদৃশ্য আছে। তিনি বলেন, বেদে "অ-শব্দম-স্পর্শরূপমব্যয়ং" বলিয়া যে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার সহিত নাথ-ধর্ম্মের "নিরঞ্জনের" কোনই পার্থক্য নাই; পরন্তু বেদে ব্রহ্মের 'নিরঞ্জন' সংজ্ঞাটীও অপরিচিত নহে। সভাপতি মহাশয় রাখাল বাবু, অমূল্য বাবু ও বেণীমাধব বাবুকে নাথ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা করিতে বলিয়া এবং প্রবন্ধপাঠক ও অন্যান্য উপযুক্ত বক্তাগণকে ধন্যবাদ দিয়া স্বীয় বক্তব্য শেষ করেন।

এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থবাহুল্য-ভয়ে বিস্তৃত বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিলাম না।

## পণ্ডিতগণের অভিপ্রায়।

(১) স্বনামখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছিলেন–

"...... যোগিজাতি রুদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ ও পূর্ব্বে ইহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ, যাজনাদি কার্য্য করিতেন। বঙ্গেশ্বর বল্লালের ক্রোধে পতিত হইয়া ঐ সকল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইতি"। (বল্লাল চরিত।)

(২)কলিকাতা ইনষ্টিটিউশনের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের অভিমতঃ–যোগিজাতি নীচবর্ণ বা অন্ত্যজজাতি মধ্যে গণ্য নহেন। ইহারা রুদ্রবংশোদ্ভব এবং নেপাল, দেরাদূন, উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশে ইহারা অধিকাংশ বাস করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্যান স্থানের যোগীরা পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে যজ্ঞসূত্র, রুদ্রাক্ষ, গৈরিক বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকেনও দশরাত্রি অশৌচ পালন করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশীয় যোগিগণ বল্লাল সেনের অন্যায় উৎপীড়নে আপনাদের যোগিচিহ্নাদি পরিত্যাগ করিয়া হীন জাতির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ফলে...ইহারা যে অন্ত্যজ জাতি নহেন, ইহা বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়।....ইতি। কলিকাতা,১৭ই

পৌষ,১২৯৬বঙ্গাব্দ।

(৩) মেট্রেপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র শর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয়ের মত ঃ-

"...পূর্ব্বে যোগিদিগের যজ্ঞোপবীত ছিল, পরে বল্লাল সনের ক্রোধে কতকগুলি যোগী বল্লালের রাজ্যত্যাগ ও কতকগুলি যজ্ঞসুত্র ত্যাগ করিয়া বল্লালের রাজ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিতি- এই সকল বিষয় উত্তমরূপে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আধুনিক যোগীরা যজ্ঞোপবীত-পরিত্যাগী পূর্ব্বকালীন যোগিদিগের শ্রেণীভুক্ত। ইতি"

(৪) স্বনামখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় ১২৯৬ সালের২রা পৌষ, কলিকাতা হইতে লিখিয়াছেনঃ-

".... পূর্ব্বে এ দেশে যোগী ও সুবর্ণ-বণিকেরা উচ্চজাতি ছিলেন, স্বেচ্ছাচারী রাজার কোপে পড়িয়াই তাহাদের অবনতি ঘটিয়াছে। নতুবা, তাহাদের মূল প্রকৃতি অতি পবিত্র। অতত্রব ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তাহারা রাজকোপে যে পদমর্য্যাদা হারাইয়াছেন, পু[illegible]ায় চরিত্রগুণে সেই শ্রেষ্ট পদমর্য্যাদা উদ্ধার করুন।"(বল্লালচরিত)

(৫) কলিকাতা সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক এবং রঙ্গপুর জেলার তাজহাটার মহারাজের ব্রহ্মত্তরভোগী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল দেবশর্ম্মা স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বলেনঃ-

" ঁশ্রীশ্রীদুর্গা জয়তি।

যোগিবংশোদ্ভবানাং নাথোপাধিধারিণাং নানাদিগ্ দেশীয়ানাং ব্যবসায়-সদভাব-চরিত্রাদিকমেব এতেষাং উন্নতবংশাবতংসত্বং জ্ঞাপয়তি। পরমিদানীমপি বহুক্ষত্রিয়াদীনামিমে গুরব ইত্যপি ময়া প্রত্যক্ষীকৃতং। যদ্যপি বল্লালপদ্ধত্যনুযায়ি পথাবলম্বিন ইমান্ অচল-জাতিত্বেনাবধরিতবন্ত স্তথাপি মনুষ্যকৃত-পদ্ধতিমনাদৃত্য সনাতনধর্ম্মাবলম্বি রিমে সচলজাতিত্বেন গৃহ্যন্তাং তেন ন খলু ধর্ম্মবিরোধঃ কশ্চিদ্ ভবিষ্যতীতি মত্বা পত্রিকেয়ং ময়া প্রদত্তা। অলমতি পল্লবিতেনেতি। অপিচ নানা শৈবতীর্থস্বামিন ইমে অদ্যাপি ব্রাহ্মণাদিকানামপি তীর্থগুরুত্বং সমাচরন্তি ইত্থং পর্য্যালোচনীয়ং ইতি। লিপিরেষা ত্রিবেদবসুচন্দ্রমিতশকীয়- সৌরাষাঢ়স্য দ্বাত্রিংশদ্দিবসীয়া অপিচ-............শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাং।

এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥

ইতি গীতালিখিত শ্লোকেন চ এষাং প্রাচীনত্বং খ্যাপয়তি; অন্যথা অত্র শ্লোকে কুল পদস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ যতো যোগিনাং বংশাদিকং প্রয়োজনবহির্ভূতমিতি বিবিচ্য দৃশ্যতিমি। রামধনো জয়তি। শ্রীরামগোপাল দেবশর্ম্মাণাং ফরিদপুর প্রদেশান্তর্গত ধূলখোড়া গ্রাম নিবাসিনাং, পোঃ রূপাপাৎ।"

সংস্কৃতের মর্ম্মার্থঃ- নানাদিগ দেশবাসী! যোগিবংশ হইতে উৎপন্ন নাথ- উপাধিধারী যোগিদিগের ব্যবসায়, সদ্‌ভাব, চরিত্র প্রভৃতি তাহাদের উন্নতবংশজ্ঞাপন করে। অধিকন্তু আমি ইদানীং প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, বহু ক্ষত্রিয়াদির ইহারাই গুরু।যদিও বল্লালপদ্ধতি-অবলম্বীরা ইহাদিগকে অচল জাতি বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, তথাপি সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বীরা মনুষ্যকৃত (বল্লালকৃত) পদ্ধতি অনাদর করিয়া ইহাদিগকে সচল জাতি বলিয়া গ্রহণ করিলে কোনরূপ



ধর্ম্মবিরোধ হইবে না। আরও গীতায় লিখিত-

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাং।

এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥

(যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিরা পবিত্র ধনীর কুলে অথবা জ্ঞানী যোগিদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করেন- ইহ-লোকে এরূপ জন্ম লাভ করা সুদুর্ল্লভ) এই শ্লোকও ইহাদের প্রাচীনত্ব ঘোষণা করিতেছে। যদি যোগিদিগের একটা বংশ থাকা প্রয়োজন-বহির্ভূত বলিয়া ধরা হয়, তবে উক্ত শ্লোকে" কুল-পদের কোন সার্থকতা থাকে না ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। অদ্যাপি নানা শৈবতীর্থে স্বামী(মোহন্ত) রূপে ইহারা ব্রাহ্মণাদি জাতিরও তীর্থগুরুত্ব করিয়া থাকেন। ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া ১৮৪৩ শকাব্দে ২২শে আষাঢ় এই লিপি প্রদান করিলাম। অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। স্বাক্ষর -শ্রীরামগোপাল দেবশর্ম্ম। গ্রাম ধুলখোড়, পোঃ রূপাপাৎ, জিলা ফরিদপুর। [অন্যান্য বিবরণ প্রথম, দ্বিতীয়ও চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।]

## রাজন্যবর্গের আদেশ।

(১) কাছাড়রাজ শ্রী শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মহারাজের আজ্ঞাঃ-

"শ্রীপাণিয়া- অতিথ জানিবা, তুমি রাজ-বাটার পান খাইবা ও যোগিসমাজ- সংস্কার করিবা। যে তোমার কথা না মানিবে সে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবে।

মহারাজ শ্রীগোবিন্দচন্দ্র। ১৭০৮-শক।"

(২) ঢাকা জেলার বিক্রমপুরান্তর্গত রাজনগরের রাজা রাজবল্লভের বংশধরগণের অনুজ্ঞাপত্রঃ-

শ্রীরাধানাথ অধিকারী, শ্রীহৃদয়কৃষ্ণ দেবনাথ ও শ্রীরামকুমার' দেবদাথ আমাদের এখানে আসিয়া প্রকাশ করিলেন, যে, আমাদের নাথ-জাতির উপবীতও মাতৃবদ্দশাশৌচের পাতি নবদ্বীপ, ত্রিবেণী প্রভৃতি নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ দিয়াছেন, অতএব ইঁহাদের নিকট পাতি তলব করাতে পাতিদৃষ্টে উক্ত কর্ম্মের অনুমতি দিলাম। ইতি১২৮৪সন ৯ই শ্রাবণ।

(স্বাক্ষর)- শ্রীবলরাম সেন গুপ্তস্য, শ্রীমতী কমলকুমারী, শ্রীমতী রাণী সূর্য্যমণি, শ্রীশশিভূষণ সেন গুপ্তস্য শ্রীমতী রাণী ব্রহ্মময়ী, সর্ব্বসাং বিক্রমপুর, রাজনগর।

(৩) বর্দ্ধনাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহার সভাপণ্ডিতগণ বঙ্গাব্দ ১২৮৬ সালে ১৪ই ভাদ্র যোগিজাতির উপনয়ন-সংকস্কার-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করিয়াছেনঃ-

যোগিজাতির উপবীত-ধারণ শাস্ত্রসিদ্ধ। এই বিষয় নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, ত্রেবণী প্রভৃতি সকল সমাজের উৎকৃষ্ট স্মার্ত্তও নৈয়ায়িক পণ্ডিতসকলের সম্মতি আছে। এবিষয় বিক্রমপুর রাজনগর নিবাসী রাজা রাজবল্লভের বংশোদ্ভব রাজা শ্রীযুক্ত বলরাম সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সেনগুপ্ত এবং রাজ্ঞী শ্রীমতী কমলকুমারী, রাণী ব্রহ্মময়ীও রাণী সুর্য্যমণির অনুমতি আছে। সুগোচরের কারণ নিবেদন ইতি।

(স্বাক্ষর)- শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্ন, শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি, শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্ত,

শ্রীব্রজকুমার বিদ্যারত্ন, শ্রীহৃদয়নাথ শর্ম্মণ, শ্রীআদ্যাচরণ তর্কভূষণ।"

(৪) জেলা ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভুত জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা শশীকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের আজ্ঞাপত্রঃ-

"হুকুমনামা। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালী। ১৩১৮নং(ম) রাজধানী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

হুকুমনামা বনামে সাকিন বাঁশাটীর জয়গোবিন্দ পণ্ডিত ও রাজেন্দ্র পণ্ডিত; হরেকৃষ্ণ নাথ, সাং কুমারগাতা; ললিতচন্দ্র নাথ, ফুলবাড়ী; রামজয় নাথ, সাং জোরবাড়ী; নবীনচন্দ্র সরকার, সাং ধরগ্রাম;মহাভারত নাথ, সাং গৌরিপুর; মদনচন্দ্র নাথ, সাং বেল বেলিয়া; আলাপ সিংহের নাথবর্গ "গয়রহ" প্রতি আগে তোমাদের নাথবর্গ অনেকেই উপনয়ন দিয়াছে; তোমাদের উপনয়ন না থাকায় সামাজিকগণ আপত্তি উপস্থিত করায় তোমরা উপনয়ন ব্যবহারে প্রার্থী হওয়ায় তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুরকরতঃ লিখা যায়, তোমাদের জ্ঞাতিবর্গও পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে উপনয়ন ব্যবহার করার জন্য সরকার হইতে আদেশ প্রদান করা গেল। তোমরা রীতিমত উপনয়ন ব্যবহার করিতে পারিবা। ইতি,১৮/৯/১৮ বাং

(স্বাক্ষর) শ্রীশশীকান্ত আচার্য্য।"

(৫) বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহাতাপ চাঁদ বাহাদুরের অনুমতি পত্রঃ-

***** "যোগিজাতি অতি পবিত্র। দশরাত্র অশৌচ প্রতিপালনও যজ্ঞোপবীত ধারণ করা ইঁহাদের কর্ত্তব্য।কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণবশতঃ কিছুকাল ইঁহারা আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল যথাশাস্ত্র করেন নাই, সম্প্রতি তৎকর্ম্মসকল করিবার ইচ্ছুক হইয়াছেন ও তন্নিমিত্ত বিজ্ঞবর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়গণের নিকট যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা লইয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়েরাও যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন,তখন ইঁহারা উৎসাহপূর্ব্বক আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদয় করুন। সামান্য লোকের কথায় যেন তাঁহারা নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন। দেশহিতৈষী ভদ্র সন্তানগণের উচিত- হীন দশাপন্ন নাথজাতিকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপিত করিবার জন্য এ সময়ে উক্ত জাতিকে বিশেষ উৎসাহ ও অভয় প্রদানপূর্ব্বক যথা-শাস্ত্র ব্যবস্থাকার্য্য করিবার অনুমতি প্রদান করেন। ১২৮৬সাল, ১৪ই ভাদ্র।

## বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মত।

১। ভারতের কৃতিসন্তান বেঙ্গলী নামক ইংরাজী পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক ভারত-বিখ্যাত দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়" Yogis of Bengal নামক পুস্তিকার সমালোচনায় ১৯১০ ইংরাজীর ২৭শে এপ্রিল তারিখের বেঙ্গলী পত্রিকায় লিখিয়াছেন-Yogis of Bengal- We have received a copy of The Yogis of Bengal, a monograph.by Babu Radha Govinda Nath M.A. In these fow pages the author gives a vivid descriptiopn of the origin and cus oms of the Yogi community of Bengal, with ample quotations from sastras in support of his statements. It appears according to the writer that this poor community occupied originally a very high social position and it seems to have been degraded to its present status by King Ballal sen- the founder of Kulinism- in cons quence of the un-yielding and haughty temper of the then leading members of the community. It is a known fact that the Yogis of the Upper provinces who recognise their l rethen in Bengal as their own, still command a high respect from the Hindus at large. the surname Nath( Lord or Guru) that the Yogis are almost invariably found to use from time immemorial. goes not a little to prove their high origin and social respectability. But they must be congratulated on their being able to preserve the custom of performing their religious rites which are similar to those observed by Sama Vedi Brahmins- inspite of their social degradation. Their claim deserves consideration. Those who are interestsd in social matters will get much useful informations in this pampllet.



বঙ্গানুবাদ- বাবু রাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ কর্ত্তৃক লিখিত বঙ্গীয় যোগিজাতি" নামক একখণ্ড পুস্তিকা আমরা পাইয়াছি।এই সামান্য কতিপয় পৃষ্ঠায় গ্রন্থকর্ত্তা বঙ্গীয় যোগিসমাজের উৎপত্তি, রীতিনীতি ও আচারব্যবহার সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর বিবরণী দিয়েছিলেন। তাঁহার বর্ণনার পোষকার্থে শাস্ত্র হইতে বহুতর শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তার বর্ণনানুসারে বুঝা যায় যে, যোগি জাতি পূর্ব্বে সমাজে অতি উচ্চ পদস্থ ছিলেন এবং বোধ হয় কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তক রাজা বল্লাল সেন কর্ত্তৃকই ইঁহারা বর্ত্তমান অবস্থায় অধঃপতিত হইয়াছেন। তৎকালীন যোগি- সমাজের নেতৃগণের দাম্ভিকতাপূর্ণ অভিমানের জন্যই ইঁহাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে একথা সকলেই অবগত আছেন যে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যোগিগণ হিন্দুসমাজে এখন পর্য্যন্ত ও বিশেষরূপে সম্মানিত, তাঁহারা এখনও হিন্দুসমাজে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। এই যোগিগণই আবার বঙ্গীয় যোগিগণকে আপনাদের একজাতীয় ও এক সমাজের লোক বলিয়া স্বীকার করেন। যোগিগণ যে স্মরণাতীত কাল হইতে অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে নাথ(প্রভু অথবা স্বামী) উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন, ইহাদ্বারা যথেষ্ট প্রমাণ হয় যে, তাঁহাদের উৎপত্তি ও সামাজিক-সম্মান অতি উচ্চ ছিল। যোগিদের বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণের ন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সামাজিক অধঃপতন সত্ত্বেও ইঁহারা যে আপনাদের ক্রিয়াকাণ্ড শাস্ত্র-সম্মত নিয়মে নির্ব্বাহ করিবার রীতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাই সুখের বিষয়। তাঁহাদের দাবী বিবেচনার যোগ্য। সামাজিক বিষয়ে যাঁহারা যত্নশীল,তাঁহারা এই পুস্তিকায় অনেকানেক আবশ্যকীয় সংবাদ জানিতে পারিবেন।" (যোগিসখা, ১৩১৭সাল; ভাদ্র সংখ্যা)।

## ২। ডাক্তার বুকাননন বলেনঃ–

রাজা গোপীচন্দ্র যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশের রাজত্বকালে যোগিগণ বঙ্গদেশে পৌরোহিত্য- কার্য্য করিতেন এবং তাঁহারা সম্ভবতঃ পালরাজগণের সময় বঙ্গদেশে আগমন করেন। কিন্তু তিনি ইঁহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই অনুমান করেন যে, ইঁহারা সম্ভবতঃ যোগ-ধর্ম্মাবলম্বী শূদ্রজাতি, শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক অধঃপতিত হইয়াছিলেন। উৎপত্তি সম্বন্ধে বুকানন সাহেবের মত সমীচীন নহে। প্রাচীনকালে শূদ্র কখনও যোগধর্ম্ম- আচরণ করিতে অধিকারী" ছিল না এবং ভারতের যোগিজাতি পূর্ব্বকালে এবং বর্ত্তমান কালেওহিন্দুসমাজের নিকট নানাস্থানে যেরূপ সম্মান লাভ করিয়াছেনও করিতেছেন, তাঁহারা পতিত শূদ্রজাতি হইলে কখনও সেরূপ সম্মান লাভ করিতে পারিতেন না। যোগিজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বুকানন সাহেবের এই মতের প্রতিবাদ করিয়া হামিল্টন সাহেব বলিতেছেনঃ-

Yogis or asceties are still regarded as the highest spiritual preceptors and

those of the Yogirace who followed the traditions of their early ancestors and became actual Yogis may have been accepteas spiritual leaders of certain communiteis. Sudras d' cated to religious life could not well have styleq themelves Yogis as a class. Sankafra- charya probably found certain rites and customs amongnst the ordinary Yogis who were Saivas which did not commend themsolves to the reformed religion of that great mind and hevce it is not impossible that he expressedhis disapprovak thereof. But this cannot be the sole carse of the general degradation of the caste itself....The Pal Dynasty reigned (in Bengal) from Sth to the 10th century. They were said to have been Buddhistss, but they regarded all the ascetics (Yogis) with favour. It is quite probable that the descendants of Yogis called the Yugicaste seltled and flourished in Bengal under the Pal Kings"

অর্থাৎ " সন্ন্যাসী যোগিগণকে এখনও হিন্দুসমাজ গুরুরূপে সম্মান করেন। এবং যোগী জাতির মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বরীতি নীতি অনুসরণ করিতেন তাঁহারা কোন কোন হিন্দু সমাজ কর্তৃক গুরুত্বে বরিত হইয়াছিলেন ইহা সম্ভব। শূদ্রগণ ধর্ম্মজীবন অবলম্বন করিলে তাঁহারা কখন ও জাতি হিসাবে যোগীজাতি বলিয়া খ্যাত হইতে পারে না। সম্ভবত ঃ কয়েকজন শৈবযোগীর আচার ব্যবহার শঙ্করাচার্য্যের মনঃপুত হইয়াছিল না বলিয়া তিনি তাঁহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ইহা একটি জাতির সাধারণ অধঃপতনের কারণ হইতে পারে না। পাল রাজগণ খৃষ্টের ৮ম শতাব্দি হইতে ১০ম শতাব্দি পর্যন্ত বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধবলিয়া কথিত কিন্তু তাঁহারা যোগীগণকে সম্মানের সহিত দেখিতেন। পাল রাজগণের সময়ে যোগীগণ বঙ্গ ভূমিতে আসিয়া বসতি স্থাপন ও আপনাদের প্রাধান্য বিস্তার করেন।

৩। ভারতের কৃতি সন্তান স্বনামধন্য চির কুমার, বিশ্বমানব হিতৈষী স্যার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায় নাইট আচার্য্য মহোদয় যোগীসখার কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে লিখিয়াছেন।

আপনার সম্প্রদায়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। প্রাচীন বিদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃত চর্চ্চা আপনাদের মধ্যে রহিয়াছে। আপনাদের ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ এবং আশা করি শীঘ্রই আপনারা পূর্ব্বতন উচ্চস্থান ও অধিকার লাভ করিতে পারিবেন। ইতি-বারুলী, পোঃ খুলনা ২৬/৫/১৯১৯ (যোগী শখা, ১৩২৬ আষাঢ় পৃষ্ঠা : ৭০)

৪। প্রসিদ্ধ সাহিত্য সেবী যশোহর খুলনার ইতিহাস প্রণেতা, দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু সতীশ চন্দ্র মিত্র বি, এ, মহাশয় নৈহাটী নিবাসী, বাবু সত্যচরণ নাথ বি, এ, মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিলিপি এখানে দেওয়া হইল।

* সম্প্রতি আমি খুলনা জেলার বানিয়াগতি গ্রামে আপনাদের স্বজাতিয় স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে গিয়াছিলাম ও বহু সংখ্যক পুথি দেখিয়া আসিয়াছি। অন্যান্য অনেক স্থানের সংবাদ লইয়াছি। ক্রমেই বুঝিতে পারিতেছি আপনাদের জাতিতে অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। এখনও তাঁহাদের বিশেষ নিদর্শন বর্তমান, এ বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করি। * * * ইতি ৮/৫/১৯১৬।

অন্যান্য বিবরণ প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় দেখুন।

সমাপ্ত